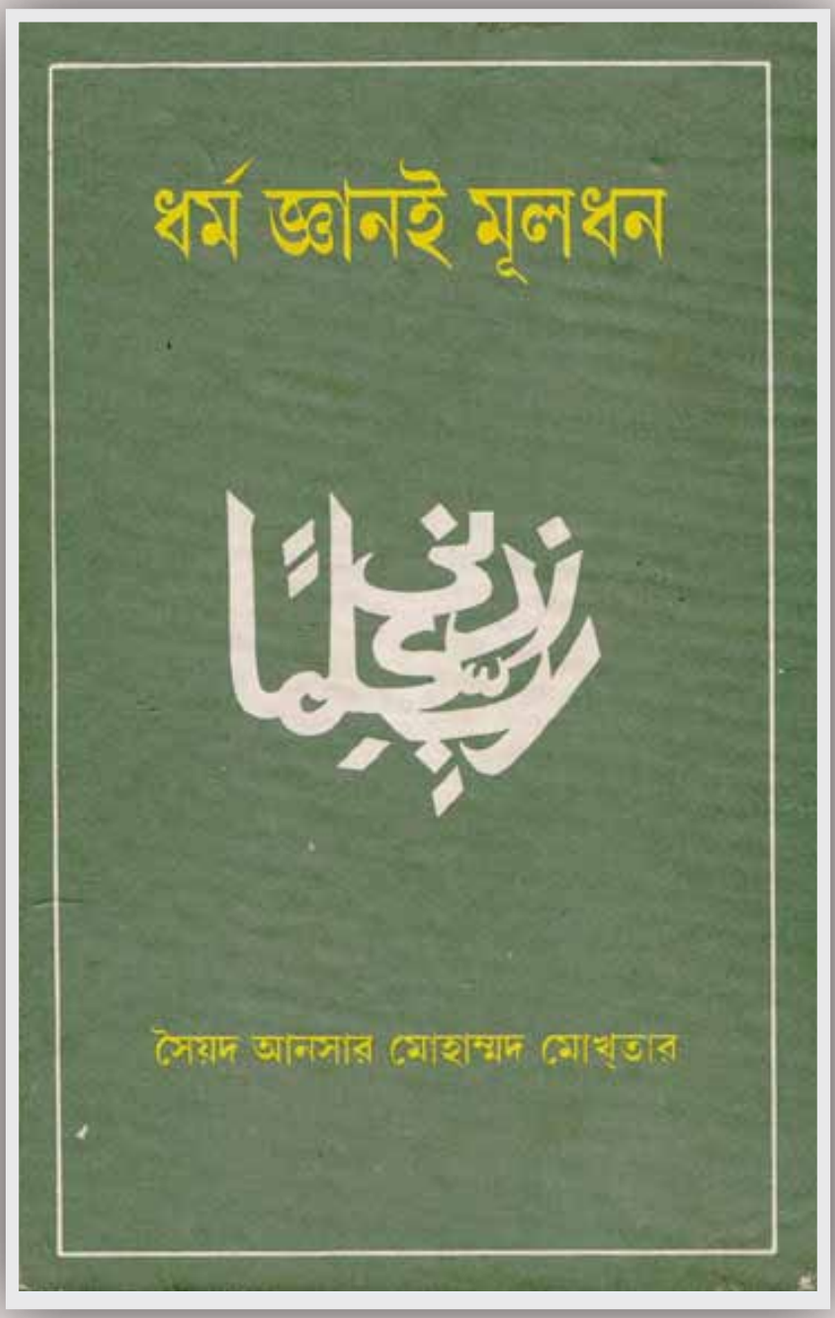

ধর্ম জ্ঞানই মূলধন

সৈয়দ আনসার মোহাম্মদ মোখতার

www.syedmukhtar.org
Powered by
hometown multimedia
880 1712 126 451

গ্রন্থকারের আবেদন

আজ আমরা বাংলাদেশের মুসলমান নর-নারীগণ পবিত্র কোরান ও সিহা সিত্তা হাদিসের (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসাঈ ও ইবনে মাজা) প্রতি অমনোযোগী, বিমুখ- গাফেল ও অনীহা গ্রস্থ। ফলে দেশের আপামর মুসলমান জনগোষ্ঠির জীবনে নেমে এসেছে অজ্ঞতা, বিভ্রান্তি, বিকৃতি ও বিচ্যুতির অভিশাপ। আমরা নির্দ্বিধায় অনুশোচনাহীন, আপরিণামদর্শী ও আল্লাহ পাকের প্রতি ভয়-ভীতি হীন। আমরা আল্লাহ পাক ও তদীয় রাসূল হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর হুকুম পালন করি না বরং নিষেধকৃত মহাপাপে নিমজ্জিত। পতন ও ধ্বংসের দিকে ক্রমশ ধাবমান হয়ে আমরা আসফালাস সাফেলিন (জীব-জন্তুর চেয়েও অধম) হতে চলেছি। কোথায় সেই উম্মতে ওয়াস্তা? (আল্লাহর রেসালাতের সত্যতার সাক্ষ্যদাতা হিসাবে মধ্যবর্তী সম্প্রদায়ঃ আল্লাহ ও অমুসলিম জনগোষ্ঠির মধ্যবর্তী শাহাদাতের জিম্মাদার হিসেবে মুসলিম সম্প্রদায়ঃ আল্লাহ ও মানবজাতির প্রতি ৩য় পক্ষরূপে আল্লাহ রেসালাতের সত্যতার সাক্ষ্যদাতা মধ্যমর্তী মুসলিম সম্প্রদায় (সূরা বাকারাঃ ১৪৩)। কোথায় গেল সেই খায়ের উম্মার (সর্বোত্তম সম্প্রদায়ঃ আল ইমরানঃ১১০) গৌরম, জিম্মাদরী, চেতনা ও চরিত্র?

এই অবস্থার কারণ মাত্র একটিই আর তা হল এই যে, আমরা পবিত্র রিসালাতে এলাহী (অর্থাৎ পবিত্র কালামুল্লাহ) এবং কাওল ও ফেয়লে রাসূল (দঃ) তথা কোরান ও সুন্নাহকে পরিত্যাগ না করলেও তদপ্রতি বিমুখ-গাফেল হয়ে পড়েছি। এর কারণ অবশ্য বহু পূর্ব হতেই আমাদেও ঘড়ে চেপে বসে আছে। এছাড়াও ব্যক্তিগত কার্যকরী মনোভাব ও চেষ্টা এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে সুশিক্ষা বিস্তারে অবহেলা-অপারগতাও বহুলাংশে দায়ী। আমি তো সারাজীবনই গালাগালি করলাম। কারণ, আমি এখনও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সূরে মুদাসসিরের ৫৪ আয়াত যাতে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, এই কোরান নিশ্চিতরুপে (২ বার) তিরস্কার বটে। হাদিসেও আছে, ইসলাম তিরস্কারক অর্থাৎ ধর্ম যেমন সুপথে ডাকে তেমনি সাড়া না দিলে বা ভঙ্গ করলে তিরস্কারও সমভাবে প্রযোজ্য। কারণ, ভালোর প্রশংসা ও পুরস্কার এবং মন্দেও তিরস্কার ও সাজা ন্যায্য। বেশী কথা লেখার ইচ্ছা নাই। তাই অল্প কথায় এই পুস্তিকাখানা আমার স্বদেশবাসী সহৃদয় পাঠক- পঠিকা ভাই-বোনদের হাতে তুলে দিলাম।

আমার অনুরোধ এই যে, আপনারা যদি মুসলমান তথা নেককার মুসলমান হয়ে মরতে চান, তবে এখন হতেই পবিত্র কোরান ও সিহা সিত্তা হাদিসের বঙ্গানুবাদ বা বাংলা তরজমা (আরবী না জানলে) পাঠ করে এখনই জরুরীভিত্তিতে রিসালাত পরিজ্ঞাত হউন। তারপরে সত্য জানার পর ন্যায়পরায়নতায় ও পরকল্যাণে নিবিষ্টচিত্তে শরিয়ত পাবন্দ হয়ে মহাপাপ বর্জন করুন। পূণ্যের দিকে খেয়াল করে সৎকাজ করে জীবন যাপন করুন। দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে। কারণ, আমাদের গতিপ্রকৃতি, স্বভাব-চরিত্র আল্লাহর বিধান এবং নবী (দঃ) এর আদর্শ অনুযায়ী বিশুদ্ধ-পবিত্র না হলে আল্লাহর সাহায্য আসবে না বলেই স্বয়ং আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন।

মুসলমানদের অন্তরে মোহময়, মায়াময়, ধোকাবাজ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার পরিবর্তে চিরস্থায়ী আখেরাতের উন্নত দরজার (বিকশিত অত্মার উন্নীত অবস্থান) জন্য পবিত্র কোরান ও হাদিসের সত্য জ্ঞানের ছাপ (Impression) বহন করে নিয়ে যাওয়া একান্ত অপরিহার্য ও জরুরী। কাদ আফলাহা মান জাক্কাহ-সুরে শামসের ৯ম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, যারা নিজ আত্মার উৎকর্ষ সাধন করেছে তারাই শুধু কৃতকার্য। আত্মার উৎকর্ষ সাধনের কৃতকার্যতাই তো ধর্মকর্মের পরম উদ্দেশ্য।

হাদিসে আছে, জ্ঞান বলতে ধর্মজ্ঞানকেই বুজায়। স্বয়ং আল্লাহ তার নিজের বিষয়ে এবং জগৎ, মানব, রিসালাত, রাসূল (সঃ) আখিরাত ইত্যাদি সকল বিষয়েই ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ পাক প্রেরণ করেছেন তাঁর প্রিয় রাসূলের (সঃ) উপর যা আমাদের মৌলিক ধর্মবিশ্বাস (ঈমান)। হুজুর পাক (সঃ) বলেছেন, ধর্মজ্ঞানই মূলধন। তাই এই পুস্তিকার নামকরণ 'ধর্মজ্ঞানই মূলধন' করা হল। আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকার নিকট একটি মাত্র অনুরোধ যে, আপনারা আপনাদের নিজের ও পরিবারের মুক্তি ও কল্যাণের স্বার্থেই আজ হতে কোরান ও হাদিস শরীফের বাংলা তরজমা (অনুবাদ) অধ্যয়ন করা শুরু করুন। চিন্তা-ভাবনা ও বিচার- বিশ্লেষণ করে কোরান পাক ও হাদীস শরীফের আলোকে কাজকর্ম, কথাবার্তা, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ও নৈতিক চরিত্র গঠন করুন। তাহলেই ইনশাআল্লাহ আবার আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহপাক তার ন্যায়পরায়ণ বান্দা-বাণীদেরকে মহাপাপ হতে রক্ষা করেন বলে ইরশাদ করেছেন সূরে মোহাম্মদের ১৭ আয়াতে।

আমরা গোমরাহ (বিভ্রান্ত), মুরতাদ (বিচ্যুত) ও মহাপাপী হলে আমাদের শত্রু শয়তান ও বিধর্মীরা যে খুবই খুশী হয় সে বিষয়ে আল্লাহ পাক হুশিয়ার করে দিয়েছেন। মুসলমান আল্লাহপাক ও রাসূলের (দঃ) আদেশ ও নিষেদ অনুযায়ী জীবন যাপন করবে। তাতে তথাকথিত সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদীতাজনিত কোনরূপ সংকোচ, সন্দেহ, অনীহা ও লজ্জার কারণ নাই। এ সম্পর্কে পরবর্তীতে পুস্তকে বক্তব্য পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

পরম জ্ঞানদাতা ও সুপথ প্রদর্শক তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই এবং তিনিই হুকুম করেছেন যে, তোমরা সকলেই মোনাজাত কর '' রাব্বি জিদনি এলমা'' (সূরা ত্বাহাঃ ১১৪) অর্থাৎ হে রব, আপনি আমার জ্ঞানকে বর্ধিত করুন। এ বিষয়ে আমার প্রবন্ধ ''জ্ঞান ভিক্ষাই সর্বোত্তম মোনাজাত'' যা মসজিদ সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত মুখপাত্র ''আল মসজিদ''-এ প্রকাশিত হয়েছে তা দ্রষ্টব্য। এ কেমনতর কথা হল যে, আমরা বিশ্বাস করি অথচ কি বিশ্বাস করি তা আমাদের জানা নাই। আমরা জ্ঞান সত্য বিমুখ হয়ে গাফেল মনোভাবের কারণে ও পবিত্র কোরান ও হাদিসের জ্ঞান না থাকার কারণে জাহেল, গোমরাহ, মুরতাদ ও ফাসেক হয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে

গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ জীবনের ঘানি টেনে মৃত্যুর দিকে প্রবাহিত হচ্ছি। আমরা দুনিয়া সর্বস্ব ও ভোগসর্বস্ব, মোহগ্রস্থ, বিকারগ্রস্থ ও বাতিকগ্রস্থ অবস্থায় ধর্ম বিষয়ে আত্মাতুষ্ট হয়ে দিনাতিপাত করে মৃত্যুর দিকে চলেছি। ইহা কি শুভ লক্ষণ ও পরিণামদর্শিতা? পবিত্র কোরান ও সিহা সিত্তা হাদিস ছাড়া ধর্মজ্ঞান, দর্শন, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের আর অন্য কোন খোদায়ী উৎস আছে কি? আমরা কোথায় যাচ্ছি? কৃষ্টি বিষয়ে আমার কবিতা ''কৃষ্টি'' যা দৈনিক মিল্লাতে প্রকাশিত হয়েছে তা দৃষ্টব্য।

আমার দৃষ্টিতে অধিকাংশ মুসলমান নর-নারীই ইসলামের মৌলিক শিক্ষা এবং মুসলমানদেও অবশ্য করণীয় কর্তব্য বিশুদ্ধচিত্ততা (ইখলাছ), সত্যবাদিতা, ঐকান্তিক ন্যায়পরায়নতা, সত্যের সাক্ষ্যদান ও পারস্পারিক সৌহার্দ্য সম্প্রীতি ও সাহায্য-সহায়তা তথা এহসান বিমুখ হয়ে পড়েছি। এর প্রধান কারণ শুধু কোরনী ও হাদিসী জ্ঞানের প্রকট অভাব। তা না হলে মুসলমানরা জেনে শুনে এতো বড় জঘন্য মহাপাপ সমূহ অর্থাৎ জুলুমবাজি ও আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (দঃ) এর নিশ্চিত কঠোর আদেশ-নিষেদকে অমান্য করতে পারতো না। অথচ পরিষ্কারভাবে সত্যসাক্ষী, ন্যায়বিচার ও ন্যায় কর্মের জন্য দ্ব্যর্থহীন ও কঠোর ভাষায় হুকুম ও হুশিয়ারী প্রদান করেছেন। স্বয়ং আল্লাহ সূরা নিসার ১৩৫, আন-নাহলের ৯০ ও আরাফের ২৯ আয়াতে। তদুপরি, অন্য কোন সম্প্রদায়ের বিচারকার্যেও যেন বাস্তব সত্য ও ন্যায়কে হেরফের না করা হয় , সে জন্যেও কঠোর আদেশ করেছেন রাব্বুন নাস- আল্লাহ পাক। ''আসলে ন্যায় পরায়নদের জন্যই শুভ পরিণাম'' (ত্বা-হাঃ ১৩২)। আমরা ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ও মুসলমান সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলে অহরহ অহংকার বশে আমাদের গৌরব প্রকাশ করছি এবং আশরাফুল মাখলুকাত ও খলিফাতুল্লা বলে অহমিকাগ্রস্থ হয়ে আছি।

আপরদিকে আমরা প্রত্যেকেই 'রুহুল্লাহ' হয়েও হিযবুশ শয়তান হয়ে আমাদের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন করছি দ্বিধাহীন চিত্তে। কী গভীর পরিতাপের বিষয়। কি মর্মান্তিক আফসোসের বিষয়! সমগ্র পৃথিবীব্যাপী মানব- আত্মার এই অধঃপতন ও অপমর্যাদা অসহনীয়, চরম লজ্জাজনক, গভীর বেদনাদায়ক, অসহ্য যন্ত্রনাকর কষ্টদায়ক এক অব্যক্ত অনুভূতি!

আমি জানি না, কেন যে আমরা অমুসলিমদের প্রতি তাদের ধর্ম ও কৃষ্টির বিষয়ে কটাক্ষ করিছি। অথচ নিজেদের মহত্বে দেউলিয়া হয়ে 'খায়ের উম্মাহর' দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছি। খায়ের উম্মাহর হওয়ার কথাতো স্বপ্নবৎ। এদেশে আমরা তো এখনও বিগত বছরেও উম্মতে ওয়াস্তার দায়িত্ব পালনেই সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছি। যার প্রধান প্রমাণ, বর্তমান কালের ধর্মীয় পুস্তকাবলী, যার ভিতরে লিপিবদ্ধ হয় আন্দাজ- অনুমান ও মনগড়া কল্পনা বিলাস, ভাব উচ্ছ্বাস, আকাশ কুসুম উদ্ভট বায়বীয় চিন্তা-চেতনা দৃষ্টিভঙ্গি ও মোহগ্রস্থতা ইত্যাদি যা আদর্শ উদ্দেশ্যহীন, পথনির্দেশহীন, বিভ্রান্তি বিচ্যুতি-বিকৃতির উৎকট মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক দেউলিয়াত্বের বহিঃপ্রকাশ। আমার নিজের নিকটই ইদানিং প্রকাশিত অন্ততঃ দু' ডজনেরও বেশি পুস্তক আমার নিজের দ্বারাই বেজায়াপ্তকৃত অবস্থায় পড়ে আছে, যাতে তাহকিকের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এ তাহকিক (সত্য-সঠিক ধারণা) অবশ্য রিসালাতের ভিত্তিতে, যার উপর নির্ভর করে গোটা জীবনের ধর্মকর্ম। কারণ স্বয়ং আল্লাহ পাকই ন্যায়বিচার সত্যের ভিত্তিতে করে থাকেন, যা তিনি সূরা মুমিনের ২০ আয়াতে এরশাদ করেছেন।

আসলে, আল্লাহ যাদেরকে ধর্মজ্ঞান দান করেছেন, তারাইতো শুধু আল্লাহ ও তার রাসূল (দঃ) এর কালামকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম, যা আল্লাহ পাকই উল্লেখ করেছেন কোরানে। সত্য না জানা ব্যক্তি ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীর মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য আছে কি?

আজ বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে জেনার ব্যভিচার যে ভয়ঙ্কর হারে বেড়েছে তাতে আল্লাহর গযবের ভয়ই আমার হচ্ছে। আল্লাহ এরশাদ করেছেন, ''আর আমি তো কোন জনপদকে বরবাদ করি না যতক্ষন না সেখানকার বাসিন্দারা জুলুম-অত্যাচারে মেতে উঠবে। আপনার (হে নবী) পালনকর্তা এমন নন যে, কোন জনপদকে এমনি বরবাদ করে দেবেন, তবে কিনা সেখানকার বাসিন্দাগণ জুলুম-অত্যাচারে মতে না উঠে (কাসাস ঃ ৫৯)''।

বাংলাদেশের মুসলমান জনগোষ্ঠির মধ্যে আজকাল কি হচ্ছে, তা দৈনিক পত্রিকাসমূহে একবার চোখ বুলালেই দেখা যায়। আমি নিশ্চিতরূপে বলতে পারি যে, এদেশের মুসলমানদের চেয়ে অমুসলমানদেও মধ্যে এত মহাপাপ প্রতিদিন সংঘটিত হচ্ছে না। আর যে যত কথাই বলুক, যদি আজ হতেই শোধরানো না হয়, তবে যত লম্বা বক্তৃতাবাজি ও মোনাজাতই করা হোক না কোন, আল্লাহ ঠাট্টা বিদ্রুপকারী মোনাফেক, তাকওয়াহীন জালিম, হারামখোর, জেনাখোর ও তওবাহীন মোনাফেক বান্দাদেরকে ক্ষমা করেছেন বলে ইতিহাসে তো সাক্ষী দিচ্ছে না এবং উপরোক্ত আয়াতে যা হুকুম করেছেন এবং সূরাতুল হজ্জের ৭১-৭২ আয়াতে আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহের অমান্যকারীদের মনোভাবের বিষয়েও পরিষ্কার নির্দেশ রয়েছে। তাছাড়া সূরাতুল বনী ইসরাইলের ১৬ আয়াতে জেনাখোর, হারামখোর ও মহাপাপীদের বিষয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে, যেমন, ''আমি যখন কোন জনপদকে বরবাদ করার ইচ্ছা করি , তখন সেখানকার বিত্তশালী লোকদের জেনা অশালীন কাজ কর্মে লিপ্ত করিয়ে দেই। আর তার বেদম অপকর্মে মশগুল হয়ে যায়। এভাবেই তাদের উপরে আমার বিধান কার্যকরী হয়ে থাকে। আর আমিও তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে ফেলি।'' (সূরা বনী ঈসরাইল)''। 'যারা শুধু নিজের খেয়াল খুশিটাকে মেনে চলছে- আল্লাহর কাছ থেকে যে পথনিদের্শ এসেছে তা বাদ দিয়ে, তারা মহাপাপী জালিম ও গোমরাহ এবং আল্লাহ জালিম কওমকে পথ দেখান না, একথা নিশ্চিত।'' (কাসাস ঃ ৫০)।

আমার উদ্দেশ্য -''সিবগাত আল্লাহ'' (আল্লাহর রঙে রঙ্গীন হওয়া), আহলুল্লাহ (আল্লাহ ওয়ালা বা আল্লাহতে নিবিষ্ট হওয়া),

''আমিনুল্লাহ (আল্লাহর বিশ্বস্ত হওয়া), 'অলি আল্লাহ'' (আল্লাহর বন্ধু হওয়া), আনসারউল্লাহ'' (আল্লাহর সাহায্যকারী হওয়া), তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ'' হাদিসে কুদসী (আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়া) ও "কাদ আফলাহা মান জাক্কাহ'' (যারা আত্মার উন্নয়ন করেছে, তারাই মুক্তি পেয়েছে)। মাটিকে সাজানো নয়, বরং আত্মার উৎকর্ষতা।

আছেন কি কেউ আখেরাতের সন্তান হবার জন্য যা মুর্শিদ কেবলাহ হুজুর আকদাস হযরত আল মুকাররম (সঃ) হুকুম করেছেন? যদি কেউ থাকেন, আসুন আমরা সবাই মিলিতভাবে কালক্ষেপন না করে আলকোরান ও সিহা সিত্তা হাদিসের আশ্রয় নেই। তাহলেই না হবে তা-আউজের (আউজু বিল্লাহ) প্রকৃত তাৎপর্যের অনুধাবন-অনুসরণ-অনুশীলন। কারণ কালাম ছাড়া কালিমের ও হুকুম ছাড়া হাকামের সান্নিধ্য লাভ করা যায় না। কলীমে আযীম ও হাকামে আযীম আল্লাহ। তেমনিভাবে, তিনিউ মানিউ (নিষেধকারী) এবং তার প্রিয় রাসূল ও হাবীব (দঃ) এর হুকুম ও মানা (নিষেধ) সমভাবে মুসলমানদের জন্য আদেশ অবশ্য পালনীয়, নিষেধ অবশ্য বর্যনীয়। আল্লাহ পাক ও মহানবী (দঃ) ই উলুল আযম ও মিয়ারে হক (পরম কর্তা ও সত্যের মানদন্ড)। উলিল আমর শুধু তারাই যারা উলুল আযমের একনিষ্ঠ বাধ্য, মান্যকারী ও যথাযথ সম্মান ও অনুরাগ প্রদর্শনকারী।

আমরা তো আল্লাহর দাস-দাসী এবং মহানবী (দঃ) এর ছাত্র ছাত্রী (তালেব উল ইলম) উম্মত (অনুসারী-অনুগামী), মুরিদ (দীক্ষিত শিষ্য- শিষ্যা)। আর তাইতো আমরা তারই রূহানী সন্তান। যে কারণে সূরা আহযাবের ৬ষ্ঠ আয়াতে আল্লাহপাক বলেছেন, ''আমার রাসূলের বিবিগণ মুমিনের মাতা''।

যে জাতির মধ্যে পাপাচারিতার বিরুদ্ধে পূণ্যবানদের স্বতঃস্ফূর্ত তিরস্কার-অপছন্দতা নাই, সে জাতি নিশ্চিরূপে দুর্ভাগা। বাংলাদেশে এই অবস্থা এ কথাই প্রমাণ করে যে, এখানে সত্য তিক্ত ও সত্যবাদী পাপিষ্ঠদের বিরাগভাজন হওয়ার কারণে উপেক্ষিত ও ভীত। পাপিষ্ঠ-দুরাচার-আসফালাস সাফেলিন ছাড়া কেউই সত্য ও সত্যবাদীর প্রত্যাখ্যানকারী হয় না।

মুসলমান হয়ে মরার আসল অবস্থা শুধু আত্মসমর্পণকারী হিসেবেই নয় বরং আল্লাহ ও তদদীয় রসূল (সঃ) এর হুকুম-আহকাম যথাযথভাবে পালন করার প্রশ্ন সহজভাবে সম্পৃক্ত।

আসলে, এদেশে পবিত্র কোরান হাদিসের ভিত্তিতে জ্ঞানচর্চার বিমুখ, ভাটা ও অনীহা সকল গোমরাহী ও পাপাচারিতার মূল কারণ। এ বিষয়ে চিন্তাভাবনার জন্য সবাইকে ডাক দিচ্ছি।

আগে ধর্ম, পরে কর্ম। ধর্মহীন কর্ম পরিণামে ভন্ডুল। ধর্মজ্ঞান না হলে অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক, আত্মিক-মানসিক, দৈহিক-মনোদৈহিক, প্রশাসনিক (আইন ও ন্যায়-নীতি সম্বন্ধীয়) অর্থাৎ আইন, ন্যায় ও পরকল্যাণ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক (শিল্প-সাহিত্য ও সুকুমার-সুকোমলবৃত্তির বিকাশ ও চর্চা) এবং সামগ্রিক জাতীয় উন্নতি উৎকর্ষ-প্রগতি-সমৃদ্ধি ও শান্তি কোনটাই অর্জিত হবে না।

ধর্ম ও কর্মবিমুখ জনগোষ্ঠি কখনও কঠোর পরিশ্রমী, কর্মঠ ও দক্ষ হয় না। বরং অলস, পরজীবি (পরের অন্ন ভোগী), দাগাবাজ, ও বিবেকহীন স্বীয় স্বার্থভোগী হয়, যা অবশ্যই কারো কাম্য হতে পারে না।

সিদক ও সাদাকাত (সত্যদীপ্তি ও সত্যবাদীতা) মুসলমানদের বিশুদ্ধচিত্ততার পরের স্থান দখল করে আছে। তারপর ন্যায়পরায়নতা ও পরোপকার যা সমৃদ্ধি-শান্তি ও ঐহিক পারত্রিক (দুনিয়া-আখেরাতের) পরিত্রাণ বা মুক্তির পূর্বশর্ত। এ সত্যটুকু অনুধাবন উপলব্ধি করার জন্য সবাইকে আন্তরিকভাবে দাওয়াত (আহ্বান) দিচ্ছি। পবিত্র কোরান সঠিকভাবে অধ্যয়ন করার জন্য সূরা বাকারার ১২১ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে। কাজেই শুধু সওয়াবের জন্য সঠিক অধ্যয়ন নয়, সঠিক অধ্যয়নের তাৎপর্য হলো তাজকিয়া বিল হক্ক (সত্য মন্ডিত হওয়া) যা 'কাদ আফলাহা মান জাক্কায়' সুস্পষ্টভাবে বিধৃত। পবিত্র কোরানের সঠিক অধ্যয়ন হতে আরম্ভ করে আত্মোৎকর্ষতা পর্যন্ত বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক-নৈতিক ও আত্মিক পর্যায় নিম্নরূপ –

(১) খালিস ঈমান বিল গায়েব (তাকলিদী)

(২) ইজতেহাদী ঈমান (গায়ের তাকলিদী)

(৩) তাহকিক বির রিসালাত (পবিত্র কোরান ও সিহাহ সিত্তা হাদিসের সত্য সঠিক ধারণা)

তাওহিদ তাহকিক ও ইয়াকীন

(১) আইনুল ইয়াকিন

(২) ইলমুল ইয়াকিন

(৩) হাক্কুল ইয়াকিন বা ইতেকদ

(৪) তাফরেকা

(৫) রায় ফতেয়া (স্থির সিদ্ধান্ত)

(৬) নেক-নিয়ত

(৭) আমলে সালেহা বিল কিসত

(৮) তাবলীগ (প্রচার)

(৯) ইখলাস

১০ সিদক-সাদাকাত

(১১) আদল-ইনসাফ

(১২) এহসান-সাখাওয়াতি

(১৩) দ্বীনিল্লাহ বিশুদ্ধভাবে ধারণ ও পালন (আখলাসু দ্বীনাকুম লিল্লাহে ঃ কোরান) অর্থাৎ আল্লাহর বিশুদ্ধ ইসলামকে বিশুদ্ধভাবে ধারণ ও পালন করা। (সুরাতুল বাইয়্যেনাহ ঃ ৫ম আয়াত)

(১৪) আমানত

(১৫) আন্দাজ অনুমান ও দলিলহীন কথাবার্তা ও কাজকর্ম যেহেতু বাজে কাজ সেহেতু সম্পূর্ণ বর্জন।

(১৬) যেমন কর্ম তেমন ফলের দিকে খেয়াল রাখা।

(১৭) ইত্তাকুল্লাহ হেতু সকল প্রকার মহাপাপ হতে পরহেজগারী কোরান পাক অনুযায়ী ১৬২ প্রকারের মহাপাপ আছে যা আমার `REMEDY' নামক পুস্তকে সংযোজিত)

(১৮) সালাত-ইবাদত-মুনাজাত-শাহাদাত বিলহাক্ক, বিল্লাহ।

(১৯) ইতায়াত ও ইত্তেবায়ে ইলাহী ও মহানবী (সঃ)।

(২০) কুফর ও শিরক সম্পূর্ণ বর্জন।

(২১) আনজিকরুল্লাহ।

(২২) হুব্বে ইলাহী ও হুব্বে নবী (দঃ)

(২৩) মারেফাতে ইলাহী, আরিফে বিল্লাহ হওয়ার জন্য।

(২৪) অন্তর্দৃষ্টিতে সত্যদর্শন, উলিল আবসার হওয়ার জন্য।

(২৫) পবিত্র কোরান ও হাদিসের জ্ঞানচর্চা, উলিল আলবাব হওয়ার জন্য।

(২৬) মুজতাহিদ, মুহাক্কেক ও মুকিন হওয়ার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করে যাওয়া।

দ্বীনিল্লাহ অর্থাৎ আল ইসলাম আল্লাহর চূড়ান্ত এবং তরিকতে নবী বা সুন্নাহ চূড়ান্ত তরিকা হেতু কোন মুসলমান কর্তৃক বানোয়াট মজহাব, তরিকা বা ফেরকাবন্দী সম্পূর্ণ বিদাত তাই বর্জনীয়। এ বিষয়ে আমার বিভিন্ন প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

আমার আসল উদ্দেশ্য ও ব্রত পবিত্র কোরান ও সিহা সিত্তা হাদিস ভিত্তিক বিশুদ্ধ ইসলামের পুনরুজ্জীবন-যার মধ্যে নিহিত রয়েছে মুসলমানদের পুনর্জাগরণ ও কার্যকরী মুক্তি।

এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই আমি বিগত ৩০ বছর অরোরাত্র কাজ করেছি, যার ফলশ্রুতি হিসেবে ইনশা আল্লাহ ধীরে ধীরে আমার রচনাবলী প্রকাশ করার ইচ্ছা রাখি।

হে আল্লহ! আমাদিগকে ধর্ম-জ্ঞান দিন, আমিন।

‘আল আনসার’

১৫, আরজত পাড়া, মহাখালী

ঢাকা - ১২১২

তারিখ ঃ ৪ঠা ভাদ্র, ১৩৯৬ বাং

সৈয়দ আনসার মোহাম্মদ মোখতার

গ্রন্থাগার

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ধর্মজ্ঞানই মূলধন

‘ধর্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান’ (হাদিস)। ‘ধর্মজ্ঞানই মূলধন (হাদিস)’। মুসলমান ও বিশ্বাসী নরনারীর জন্য সত্য ধর্মজ্ঞানের একমাত্র উৎসই হল পবিত্র কোরান ও সিহা সিত্তা হাদিস। আন্দাজ-অনুমান, মুক্ত বুদ্ধির চর্চা, বানোয়াট মিথ্যা ও উদ্ভট মনগড়া কল্পনা-ভাব উচ্ছ্বাস ও তদনুযায়ী ক্রিয়াকান্ড যদিও ধর্মকর্ম মনে করে করা হয়, তা সবই বাজে, বায়বীয় ও ফালতু। এগুলো আসলে অহেতুক পশুশ্রম ও ভন্ডুল কাজ। বাজে কাজ ও বাজে কথা সম্পূর্ণ বর্জনীয় বলে মহান স্রষ্টা আল্লাহ পাক পবিত্র কোরানে ঘোষণা করেছেন। যাহা প্রয়োজনীয় কল্যাণকর ও ন্যায়ানুগ তাহাই শুধু কর্ম হিসাবে সম্পাদন করা কর্তব্য। এ বিষয়ে সহজ সরল সত্য কথা বলার হুকুম হয়েছে সূরে আহযাবের ৭০ আয়াতে আর সত্য সাক্ষ্য ও ন্যায় পরায়নতার হুকুম হয়েছে নেসার ১৩৫, আরাফের ২৯ ও নহলের ৯০ আয়াতে সুস্পষ্টরূপে। তাই অলীক, উদ্ভট, মনগড়া, ভ্রান্ত ও অন্যায় ধারণা Conception ও কাজ Condact সম্পূর্ণরূপে মহাপাপ ও অধর্ম হেতু নিশ্চিতরূপে সদা সর্বদা বর্জনীয়। আল্লাহপাকই একমাত্র ধর্ম প্রদাতা। কারণ, তিনিই একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, সর্বজ্ঞ, পরমজ্ঞানদাতা, সুপথদাতা, সর্বপ্রদাতা, রক্ষাকর্তা, পরিত্রাণদাতা ও পরম বন্ধু।

ধর্ম চিরন্তনভাবেই একমাত্র আল্লাহের (নহল : ৫২)। ইসলাম ধর্ম আল্লাহর ধর্ম (দ্বীনিল্লাহ-নসর : ২)। ইসলামই একমাত্র আল্লাহের মনোনীত ও ওহী মারফত প্রেরিত ধর্ম (ইন্নাদ দ্বীনা ইনদাল্লাহুল ইসলাম-কোরান)। ‘অদ্যকার এ দিনে আমি তোমাদের জন্য আমার ধর্ম ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিলাম যা তোমাদের জন্য আমার পক্ষ হতে আমার নিয়ামত হিসেবে প্রদান করলাম’। (সুরা মায়েদাহ ঃ ৩)। তিনিই আল্লাহ, যিনি তার রাসুল মোহাম্মদ) কে হেদায়াত (সৎপথ প্রদর্শন) ও সত্য-ধর্ম (ইসলাম) সহ প্রেরণ করেছেন, যে ধর্ম ও হেদায়াত সকল ধর্মের উপরে প্রভাবশালী। সত্য-সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট (সূরে ফাতহি : ২৮)। সত্য শুধু আল্লাহেরই সন্নিধান হতে। (ইমরান ঃ ৬০ ও বনী ইসরাইল ঃ ১০৫)। আল্লাহের বান্দাদের মধ্যে শুধু জ্ঞানী দৃঢ় বিশ্বাসীরাই পবিত্র কোরানের সত্য আয়াত পাঠ করিয়া প্রকৃত আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) ও সেজদাকারী রূপে আল্লাহের গৌরব ও মহিমা-পবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করেন (বনী ইসরাইল ঃ ১০৭-১০)’।

হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, ‘যার ইলম (ধর্মজ্ঞান) নাই, তার ঈমান নাই। আরো ইরশাদ হয়েছে যে, যার আমানতদারী (বিশ্বস্ততা) নাই তারও ঈমান নাই’। কাজেই যার ঈমান নাই সে তো শুধুমাত্র বেঈমান নয়, কারণ যে বেঈমান সে কাফেরও বটে। ঈমান বা ধর্মবিশ্বাস ও বিশ্বস্ততা (আমানত) এর বিপরীতে শুধু অবিশ্বাস বা কুফরি ও সন্দেহবাদীতার স্থান। আর এই বৈপরীত্যের মাঝামাঝি অন্য কোন স্থান অবস্থানের অস্তিত্ব নাই। যেমন - সত্যের বিপরীতে মিথ্যা আলোর বিপরীতে অন্ধকার, ন্যায়ের বিপরীতে অন্যায়-অবিচার-নির্যাতন-বঞ্চনা-জুলুম পূণ্যের বিপরীতে পাপ ইত্যাদি। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন যে, হিদায়াত ও গোমরাহী অর্থাৎ ধর্ম ও অর্ধমের বিষয়ে আলাদাভাবে এবং সুস্পষ্টরূপে বাতলে দেওয়া হয়েছে। এরপরেও যারা শয়তানীচক্র বা তাগুত গোমরাহী, কুফুর, শিরক, চক্রান্ত, কপটতা, মিথ্যাচার, পাপাচার, নাফরমানী অর্থাৎ অধর্ম) প্রতিহত করে আল্লাহের প্রতি দৃঢ় আস্থা পোষণ করে, তারাই তো মজবুত আশ্রয় পেল, যার কোন বিপর্যয় নেই (সূরে বাকারা, আয়াতুল কুরসী, আয়াত ঃ ২৫৬)। ‘আল্লাহর ওহী ভিত্তিক সত্য কালামই মানব ধর্মের প্রকৃত সোপান এবং সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে শুধু আল্লাহর পবিত্র কালামই পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত (আনাম ঃ ১১৬ ও তারিখ ঃ ১৩)’। ‘সত্য শুধুমাত্র আল্লাহর পক্ষ হতে নাজেলকৃত’ (ইমরান ঃ ৬০)। কাজেই ব্যক্তিগতভাবে যদি কেউ তার মর্জি (ইচ্ছা) অনুযায়ী আভ্যন্তরীণভাবে (অন্তরে, মনে, হৃদয়ে বা মানসিকতায়) অন্য কিছু বিশ্বাস করে বা মনে করে তা তার রূহের (আত্মার) জন্য ফলদায়ক হয় না (ততক্ষণ পর্যন্ত যে যাবৎ সে সত্য-ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন না করে ও তাওহিদি তাহকিক (আল্লাহ পাকের একত্বের ও এককত্বের অর্থাৎ আহাদাত ও ওয়াহদানিয়াতের সত্য সঠিক ধারনা) ও ইয়াকিন (দৃঢ় বিশ্বাস, গভীর বা সত্য প্রত্যয়) সহ সদা সর্বদা ন্যায়পরায়নভাবে কল্যাণকর ভাল কাজ সম্পাদন না করে ও একমাত্র আল্লাহর ইবাদতকারী ও গুণমহিমা, প্রশংসা ও পবিত্রতার সাক্ষীদাতা, আত্মসমর্পণকারী ও ভরসাকারী না হয়)। এ অবস্থাই প্রকৃত ধার্মিক ও

পূণ্যাত্মা হওয়ার সোপান। সত্য, ন্যায়, সুন্দর, আন্তরিকতা, পবিত্রতা, স্নেহমমতা, পরকল্যাণ ও ভালকজেই শুধু প্রগতি ও শান্তির পূর্বশর্ত। আন্দাজ অনুমান যেমন সত্য ও ধর্ম দর্শন নয়, তেমনি কুকাজ ও অন্যায় অবিচারও ধর্ম নয়। যারা এমন ধরনের লোক তারা যত বাহ্যিক চাকচিক্য ও বুজুর্গী দেখাক না কেন, তারা আসলে মোনাফেক। সাত প্রকারের লোক আল্লাহর হেদায়াত বঞ্চিত (আল কোরান)। যথা –

(১) কাফের (২) মুশরেক (৩) মুনাফেক (৪) কাজ্জাব (মিথ্যুক) (৫) জালিম (৬) ফাসিক-গোনাহগার (৭) গাফেল । তাই প্রত্যেকের উচিত তার নিজ আত্মার দিকে খেয়াল করে চলা যাতে পরিণামে চিরন্তন দোজখ না হয়।

মানুষের জন্য ধর্ম তো শুধু ইহাই যা আল্লাহর মনোনিত ও প্রত্যাদেশকৃত (ওহী) যা রিসালাতে ইলাহী বা আল্লাহর বাণী। যেমন ইরশাদ হয়েছে যে, 'আল্লাহর প্রতি মানুষের শর্তহীন সমর্পনই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম যা তিনি কর্তৃক অনুমোদিত ও নাজেলকৃত যা ইসলাম বৈ নয় (সূরে ইমরান : ১৯)। 'যারা আল্লাহর ওহীকে বিশ্বাস করে না, তারা আল্লাহকে অবিশ্বাস করার মত কাফের, যাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস (ইমরান : ৪)। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে যে, 'যারা ধর্ম হিসাবে আল্লাহকে খালিক, মালিক ও মাবুদ (ইলাহী-উপাস্য) না মেনে অন্য কিছু করে, তাদের এমন তর মনগড়া বানোয়াট ধর্মকর্ম কখনো আল্লাহ গ্রহণ করবেন না বরং আখিরাতে তারা বিরাট ক্ষতিগ্রস্থ হবে (ইমরান ঃ ৮৫)'। এ আয়াতে দ্বীন ইসলামের বিশ্বাসী অনুসারী ছাড়া বাকি সব মানুষই যে চরমভাবে বিধর্মী ও ক্ষতিগ্রস্ত তা বলাই বাহুল্য। মুসলমান হয়েই মরার হুকুম হয়েছে সুরে ইমরানের ১০২ আয়াতে। মুসলমান শুধু তারাই যারা আল্লাহ পাকের প্রতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আত্মসমর্পিত ও আত্মনিবেদিত এবং তার রাসূল মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর প্রতিও ফরমাবরদার।

তাওহিদ আল্লাহপাকের হাকিকত ও ইসলাম আল্লাহর প্রদত্ত ধর্ম এবং মহানবী হযরত মোহাম্মদ (দ:) মুসলমানদের একমাত্র শিক্ষক, নেতা, পথপ্রদর্শক দীক্ষাগুরু ও আদর্শ। আল্লাহ পরম হাদী ও নবী (দ:) হুদাল্লিল আলামিন। মুসলমানদের তাওহিদি প্রত্যয়ে (আল্লাহর একত্ব ও এককত্বের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস) অটল ও আন্তরিক থেকে জীবন যাপন করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু, মুসলিম সমাজের বর্তমান দৈন্যদশা (বিধ্বস্ত অবস্থা) ইহাই প্রমাণ করে যে, অধিকাংশ লোকই পবিত্র কোরান ও সিহা সিত্তা হাদিসের পরিপূর্ণ জ্ঞান ও সমঝদারীর (সঠিক উপলব্ধি-অনুধাবন), অপরিহার্যতা, মর্যাদা ও তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন ও প্রত্যয়শীল নয়। ফলে অজ্ঞতা, বিভ্রান্তি, বিকৃতি, বিচ্যুতি, বিকার, পাপাচার ও পতন সামগ্রিকভাবে সমগ্র সুমলমান সমাজকে গ্রাস করেছে। পবিত্র কোরান ও সিহা সিত্তা হাদিসের পরিপূর্ণ জ্ঞানের অভাবে আমাদের মতাদশ ভাবাদর্শ, মতবিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, অনুধাবন-অনুভূতি, বিচার বিশ্লেষণ, মনন, মানস, বিবেক, দৃষ্টিভঙ্গী, আমল ও আখলাক-রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা পশুশ্রমে পরিণত হচ্ছে। আমাদর বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক অধঃপতন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। মজার ব্যাপার হল যে, বেশির ভাগ লোকই পতন ও ধ্বংসোন্মুখ অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর (উদাসিন, গাফেল) ও বেপরোয়া। আর যে অল্প সংখ্যক সচেতন ও বিদগ্ধ সুধীজন আছেন, তাদের আর্তচিৎকারের প্রতি জনসাধারণ ও উপর তলার কেহই তেমন ভ্রুক্ষেপ করার গরজ বা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে না এবং জরুরি ভিত্তিতে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার আবশ্যকতা অনুভব করছে না। এই অবস্থার কারণেই ব্যক্তি (আলাদাভাবে প্রত্যেকে) ও সমষ্টি (সকলে মিলে) বাধহনিভাবে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছে। অরজকজতা ও মহাপাপাচারে চারিদিক অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। প্রাগৈসলামিক আইয়ামে জাহেলিয়াতের মতই ইহার পুনরাবৃত্তি। বর্তমানে মুসলিম সমাজে এবং সমগ্র পৃথিবীতে ধর্মজ্ঞানহীনতা, আইন ও ন্যায়নীতিহীনতা, ব্যভিচারী যৌন লালসা, ধনলিপ্সা, অবৈধ ক্ষমতা দখল, প্রভাব-প্রভুত্ব প্রতিপত্তি বিস্তারের অদম্য লোভ ও উচ্চাভিলাষ, খোদা-ভীতিহীনতা, অনুতাপ-অনুশোচনাহীনতা, বেঈমানী তথা কুফর, শিরক, বিশ্বাসভঙ্গ, ষড়যন্ত্র, আত্মপ্রতারণা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাচার, অন্যায়, অবিচার-নির্যাতন, ব্যভিচার, সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, হেরোইন বা অন্য মাদকদ্রব্য সেবন, যথেচ্ছাচার, স্বেচ্ছাচার, স্বৈরাচার, যেনতেনভাবে বিবাহ বা তালাক, ধর্ষণ খুন, জখম, চুরি, ডাকাতি, লুটতরাজ, ছিনতাই, তহবিল তসরুফ, চোরাকারবার, মুনাফাখোরী, কালোবাজারী, মজুদদারী, ব্যবসা বাণিজ্যে হের ফের, লেনদেনে কপটতা, ধর্ম ব্যবসা, পেশাদারী ও পাপাচারী ভন্ড দরবেশী, গায়ের তাওহিদী অর্থাৎ শিরক ও বেদায়াত যেমন-বহু ঈশ্বরবাদ, দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ, অবতারবাদ, মানুষ-খোদাবাদ, বস্তুবাদ, বস্তুপূজা, মানুষ-ভজন, খোদ খোদাবাদ, শক্তি পূজা, কল্পনা প্রসূত গায়রুল্লাহ পূজা, বস্তুপূজা, প্রকৃতিবাদীতা, জড়বাদীতা, ভোগবাদীতা, জ্যোতিষী, যাদুবিদ্যা, ভক্তি ও নিবেদন সমর্পণের আতিশয্য, উদর সর্বস্ববাদীতা প্রভৃতি দিন দিনই বাড়ছে। আর, না আছে জবাবদিহি, না আছে বিবেকের দংশন, না আছে সংশোধন। সামাজিক মর্যাদাহীনতার ভয় ও লজ্জাটুকুও নেই। আখিরাতের অবশ্যম্ভাবী পরিণামের খেয়াল-চেতনাও নেই। তাছাড়া, জাগতিক পরিণতির ভয়ও কারো মধ্যে নেই। চারিদিকে শুধু অরাজকতা ও মহাপাপের অতল অন্ধকার। ধর্ম-অধর্মের বাছবিচার ও জায়েজ-নাজেয়াজের খেয়াল চেতনা হারিয়ে গেছে। অথচ আল্লাহ পাক ধার্মিক সচ্চরিত্রবান মহৎ বান্দাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন বলে ঘোষণা করছেন সুরে হুজুরাতের ১৩ আয়াতে। আর মহানবী হজরত আল মুকাররম মোহাম্মদ (দঃ) বলেছেন যে, ধর্মের বিধান বহির্ভূত স্বেচ্ছাচারী ভোগ বিলাস ত্যাগ করাই তার সুনীতি। তিনি আরো ইরশাদ করেছেন যে, ধর্ম জ্ঞানই আমার মূলধন, সত্যই আমার মধ্যস্থকারী, যুক্তিই আমার ধর্মের মূল উপাদান এবং দৃঢ় বিশ্বাস বা সত্য প্রত্যয়দীপ্তি ও আত্মপ্রত্যয়জনিত প্রতীতিই আমার আত্মার খাদ্য। আজকাল তো এমন অবস্থায় দেশের মুসলমানগণ এসে পৌঁছেছে যে, কেহ পবিত্র কোরান বা হাদিসের সত্যকথন (সত্য-বাণী) প্রকাশ করলে অনেকেই তাকে 'আধ্যাত্মিক' বলে অভিহিত করে। অথচ ইসলামে আত্মিক (রূহানী) বা আধ্যাত্মিক বা আধ্যাত্মবাদ বা মরমীবাদ বা সূফীবাদ (তাসাউউফ) বা এমন ধরনের মনগড়া ও বানোয়াট বাদ এর কোন দলিল নাই। যা আছে তা হল কোনটা সত্য যা গ্রহণীয় আর কোনটা মিথ্যা যা বর্জনীয়। শরিয়তের আওতায় অবশ্য করণীয় ও বর্জনীয় কাজসমূহ (যা মুক্তি ও কল্যাণের দিকে নিয়ে

যায়) যেমন আদেশকৃত কর্তব্য পালন না করে অবাধ্য হওয়া এবং নিষেধকৃত বর্জনীয় পাপাচারে লিপ্ত হওয়া উভয়ই সীমালংঘন যা মহাপাপ (যা হুদুদুল্লাহ বা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত মানবের তথা মুসলমানদের মান্যতা ও বাধ্যতার সীমারেখা যা লংঘন মহাপাপ)। আজকাল প্রথমোক্ত কর্তব্য যা পূণ্য তা বর্জন করে দ্বিতীয়োক্ত কবীরা গোনাহের কাজেই নির্দ্বিধায় ও নির্ভয়ে লিপ্ত হচ্ছে অনেকেই। তাওবার প্রকৃত হকিকত অর্থাৎ তাওবাতুন নাসহারও ভাটা পড়েছে মুসলমানদের মধ্যে অথচ তাওবার সুযোগ মহান স্রষ্টা আল্লাহর অপার ও ক্ষমারই মহত্ব মহিমার নিদর্শন। আল্লাপাক আন্তরিক ও ঐকান্তিক সংশোধনকারী, অনুতপ্ত পাপবর্জনকারী ও পূন্যার্থীকে ভালবাসেন। তাওবাতুন নাসুহা অবলম্বনকারীর অবস্থা নিম্নরূপ :

(১) কাফির ও মুশরিককে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। (আল কোরান)। কাজেই তাদের জন্য তাওবা প্রযোজ্য নহে।

(২) যে সকল মুসলমান নরনারী আল্লাহর হদ বা সীমা ক্রমাগত বেপরোয়াভাবে লংঘন করে ও যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন না, তাওবা তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। কেননা কবীরা গোনাহগার সীমা লংঘনকারী অবাধ্য ফাসিকগণ হেদায়াত বঞ্চিত। পবিত্র কোরান অনুযায়ী কুফর ও শিরক ছাড়াও মোট ১৬২ রকমের মহাপাপের (ফিসক) তালিকা আমার ইংরেজি প্রবন্ধ 'TRANSGRESSION PER OURANUL KARIM' এ দ্রষ্টব্য।

(৩) খোদাভীরু প্রকৃত মুসলমান ও মুমিনগণ সীমা লংঘন বর্জন করে চলেন বলেই তারা মুত্তাকি পরহিজগার। আর সৎকর্মশীল ও ন্যায়বান বলেই সালেহ-নেককার-আদিল হন ও পরোপকারী বলে মুহসিন হন।

(৪) হঠাৎ কোন কবীরা গোনাহ হয়ে গেলে বা করে ফেললে তাৎক্ষণিকভাবে মুমিন মুসলমান নরনারী আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হন এবং যার সাথে জুলুম করা হয় তার নিকট, বিচারক-মুরব্বী বা কর্তৃপক্ষের নিকট ও সবার উপরে আল্লাহর নিটক স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের দোষ স্বীকার (Confersion) করেন।

(৫) নিজ দোষ স্বীকার ও অনুশোচনা প্রকাশের পরেই ক্ষমা প্রার্থী হন।

(৬) ক্ষমাপ্রার্থী কবীরা গোনাহগার ওয়াদা করেন যে, তিনি আর কখনো এমন ধরনের সীমা লংঘনমূলক গর্হিত কাজ করবেন না ও আত্মসংশোধনের জন্য তৎপর থাকেন।

(৭) সর্বশেষে সকল প্রকারের কবীরা গোনাহ হতে নিবৃত্ত থাকেন ও আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে পাপ হতে মুক্ত থাকার জন্য তার হিফাজত কামনা করেন।

পবিত্র কোরানের সূরে মোহাম্মদ (সঃ) এর ১৭ আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন যে, যারা ন্যায় পথে চল তিনি তাদেরকে পাপকাজ হতে রক্ষা করেন (আলহামদুলিল্লাহ-আল্লাহ হাফিজুন)। মহানবী (দঃ) বলেছেন যে, ঐকান্তিক বিশুদ্ধচিত্ত তাওবাকারী সংশোধনকারী ব্যক্তি এমন নিষ্পাপ হয়ে যায় যে, সে যেন কখনো কোন পাপই করে নাই (আলহামদুলিল্লাহি-আল্লাহ গাফুরুর রাহীম-তাওয়াবুর রাহীম)। প্রত্যেক মুসলমান নর ও নারীকে সর্বাগ্রে মুত্তাকী (খোদাভীরু), পরহিজগার হয়ে মহাপাপ বর্জন করে সৎকর্মশীল হয়ে আমরণ চলতে হবে। কবীরা গোনাহ বর্জনকারীর ছোট ছোট সগীরা গোনাহ আল্লাহ-গাফফার ও গাফুরুর রাহীম পাকড়াও না করে ক্ষমা করে দেন বলে পবিত্র কোরানে ঘোষণা করেছেন। যেহেতু ঈমান বিল গায়েব তথা ইসলামে বিশ্বাস ইসলামের জ্ঞান অর্জনের সাথে শর্তহীন ও সৎকাজের উদ্দেশ্যে নিবেদিত (যাহা ইরশাদ হয়েছে সূরে আসরে) তাই কোনটা পাপ ও কোনটা পূণ্য, কোনটা সত্য ও কোনটা মিথ্যা, কোনটা ন্যায় ও কোনটা অন্যায়, কি জায়েজ ও কি নাজায়েজ, কোনটা বৈধ ও কোনটা অবৈধ ইত্যাদি জানা ফরজে আইন বা ধর্মীয়ভাবে অবশ্য কর্তব্য। এই জন্যই হাদিসে ধর্মজ্ঞানার্জন ও আজীবন ধর্মজ্ঞান সাধনা ফরজ করা হয়েছে প্রত্যেক বালেগ ও বালেগা মুসলিম পুরুষ ও নারীর জন্য। আর এ জন্যেই ধর্মজ্ঞান চর্চাকে এত মরতবা (মর্যাদা) দিয়েছেন স্বয়ং স্রষ্টা আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূল (দঃ), যেমন ইরশাদ হয়েছে যে, এক ঘন্টাকাল ধর্মজ্ঞানার্জনের জন্য চেষ্টা সাধনা ও চিন্তাভাবনা সারা রাত ইবাদতের তুলনায় শ্রেয়। ইলম (ধর্মজ্ঞান) তলব করা আল্লাহর প্রতি দাসত্ব-ইবাদত ও তার সালাত, হামদ-সিফাৎ ও তাসবিহ, সানা ও তাঁকে সিজদার চেয়েও উত্তম এ কারণে যে, কেহই ধর্মজ্ঞানহীনভাবে ধর্মকর্ম, সালাত -ইবাদত, ন্যায়নুগ সৎকর্ম (আমলে সালেহা বিল কিসতি) সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হতে পারে না। কর্মবিষয়ক ধর্মজ্ঞান ও নীতিজ্ঞান-সচেতনতা কর্ম সম্পাদনের পূর্ব শর্ত। তাই বিজ্ঞরাই প্রকৃত যোগ্য। সাধুত্ব ও সত্যপ্রত্যয় সততারই নামান্তর। ঈমান, সৎকর্ম, ধার্মিকতা ও পূণ্যকর্মের মাধ্যমে কামালিয়াত (নৈতিক পরিপক্কতা), বুজুর্গী ও তাজকিয়া (আত্মোৎকর্ষতা অর্জন বা উন্নততর ধর্মজ্ঞানী ও সৎকর্মশীল হওয়া) অর্জন করা কর্তব্য। জ্ঞানীই গুণী। জ্ঞানীই শক্তিধর। জ্ঞানীই ধার্মিক যদি পাপী না হয়। অজ্ঞতা, বিভ্রান্তি, পাপাচার ও জুলুম অভিশাপ। তাই জাহিল, গোমরাহ, গোনাহগার ও জালিম অভিশপ্ত।

'মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ধর্মজ্ঞান দান করেন এবং যাকে ধর্মজ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) বা হিকমত দান করা হয়, তিনি প্রচুর কল্যাণ লাভ করেন। তবে কেহই তা খেয়াল ও স্মরণ করে না একমাত্র সমঝদার (যে সত্য-সঠিক উপলব্ধি অনুধাবন করে)' ছাড়া (সূরে বাকারা ঃ ২৬৯, আল কোরান)।

ধর্মজ্ঞান শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য (ফরেজ আইন) আল হাদিস।

‘ধর্মজ্ঞানই আমার মূলধন সত্যই আমার মধ্যস্থ (Intercessor), যুক্তিই আমার ধর্মের ভিত্তি এবং আত্মপ্রত্যয় (দৃঢ় বিশ্বাস) বা হাক্কুল ইয়াকিনই আমার রূহের খাদ্য’-আল হাদিস।

জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান বা বিজ্ঞান বলতে ওহীভিত্তিক আল্লাহর বাণী বা রিসালাতে এলাহী ভিত্তিক ধর্মজ্ঞানকেই বোঝায় (যা চিরন্তন সত্য) হাদীস।

ধর্ম তত্ত্বজ্ঞান বা হিকমতে দ্বীন মুমিনদের হারানো মানিক। ‘যে যেখানে তা পাবে তা আহরণ করবে’–হাদীস। মহান আল্লাহের পাক কালাম ও মহানবী হযরত মোহাম্মদ (দ:) এর পবিত্র বাণী আঁকড়িয়ে থাকলে কেহই বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত হবে না -হাদীস (মহানবী (দ:) এর বিদায় হজ্বের ঐতিহাসিক পবিত্র ভাষণ)। ‘হেদায়াত ও গোমরাহীর রাস্তা পরিষ্কার করে আলাদাভাবে বাতলে দেয়া হল এবং এর পরে যারা তাগুত (শয়তানীচক্র তথা কুফর, শিরক ও নাফরমানী) প্রতিহত করে আল্লাহকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করে ও তার রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়িয়ে থাকে তারা নিশ্চিতরূপে মজবুত আশ্রয় পেল যার কোন বিপর্যয় নেই (সূরে বাকারা : ২৫৬)। ‘তোমরা আল্লাহর ওহীকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করো না ও হাসি-ঠাট্টার বিষয় বানিও না (বাকারা : ২৩১)। দ্বীন ইসলাম তথা আল্লাহ পাক, তদীয় তাওহিদ, রিসালাত, রাসুল, ফিরিশতা, আখেরাত, হিসাব-নিকাশ, বিচার-জবাবদিহি, বেহেশ-দোজখ ও কিয়ামতের বিষয়ে আমাদের ঈমান-আকিদা (স্বচ্ছ ধারণা), তাহকিক (সত্য সঠিক ধারণা), ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস বা গভীর সত্য প্রত্যয়), তাফরেকা, আমল, আখলাক, মেহনত, ত্যাগ তীতিক্ষা, পবিত্র কলেমা (স্বীকারোক্তি) ও বাইয়াত (আনুগত্যের অঙ্গীকার) তো শুনলাম ও মানলাম, (সামিয়ানা ওয়া আতানা-সূরে বাকারা : ২৮৫, নূর : ৫১) এর ভিত্তিতে। কারণ, যা বিশ্বাস করি তা তো সত্য জানা ও বুঝার মাধ্যমেই। প্রকৃত জ্ঞানী ও প্রত্যয়দীপ্ত সত্য-সচেতন ও সত্য দ্রষ্টা (মুকিন ও বাসির) মুমিন-মুসলমানগণ ধর্মের সত্য জানা, বুঝা ও সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে শাহাদাত বরণ করতেও পিছপা হন না। আল্লাহর ওহীর (প্রত্যাদেশ) মাধ্যমে তাঁর পবিত্র বাণী (কালাম ও রিসালাত) যা মহানবী (দঃ) এর উপরে অবতীর্ণ হয়েছে, মহানবী (দ.) স্বয়ং পুরোপুরি তাতে বিশ্বাস করেছেন ও সোজা-সরল-সত্যপথ যা আল্লাহের পথ তাতে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন যা পবিত্র কোরানের সূরে বাকারার ২৮৫, সূরে ইয়াসিনের ৩-৪ আয়াতে ও সূরে সাবার ৬ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে ইরশাদ করা হয়েছে। সিরাতাল মুস্তাকিম -সোজা-সরল-সত্যপথ) তো আল্লাহের কালামের মধ্যেই নিহত যেমন ইরশাদ হয়েছে সূরে আনামের ১৫৪ আয়াতে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, যার ধর্মজ্ঞান নাই তার ঈমান নাই। ইহা এ জন্য যে, মুসলমানেরা তো সত্য নবী (দঃ) এর মাধ্যমেই আল্লাহর সত্য বাণীসমূহ লাভ করে তাতে অটল বিশ্বাস স্থাপন করেছেন প্রথমে শুনে ও পরে পবিত্র কোরান ও সিহা সিত্তা হাদীস হতে জেনে বুঝে মুসলমানগণ আল্লাহর সত্য বাণীসমূহ ঐকান্তিকতার সাথে যথাসাধ্য পরিপূর্ণরূপে পালন করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সদা সর্বদা সচেষ্ট স্বতঃস্ফূর্তভাবে (আল্লাহ পাক ও তদীয় রাসুল মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর প্রতি একান্ত বাধ্য অনুগত হিসেবে)।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন ‘সত্য-সে তো আপনার হে-মোহাম্মদ) পালনকর্তার কাছ থেকেই এসেছে, সুতরাং আপনি সংশয়বাদীদের (সন্দেহবাদীদের) শামিল হবেন না (ইমরান : ৬০)’। পুনঃইরশাদ হয়েছে, সত্য এবং ন্যায়ের ক্ষেত্রে আল্লাহর কালামই পরিপূর্ণ (Perfect)। আল্লাহের কালামের কোন পরিবর্তন নাই এবং কেহ-ই তা করতে সক্ষম নয়। তিনি শ্রোতা ও সর্বজ্ঞ (আনাম : ১১৬)। ধর্মজ্ঞান না থাকলে যে ঈমান থাকে না বলে হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ইহার কারণ খুবই সুস্পষ্ট। কারণ, আমরা তো আল্লাহ পাকের রহমতেই আল্লাহর রিসালাত ও হিদায়াত (হক-হিকমতের) লাভ করেছি। যেমন ইরশাদ হয়েছে সূরে ইউনূসের ৫৮, নমলের ৭৭, আরাফের ২০৩ ও মদাসিসরের ৩১ আয়াতে। তাছাড়া মহানবী (দ.) হুদাল্লিল আলামীন হিসেবেই তো রাহমাতুল্লিল আলামিন, যিনি সিরাজুম মুনীরা ও সারওয়ারে কায়েনাত। সত্য মহানবী (দঃ) এর সত্যধর্ম ও পরিপূর্ণ জীবনবিধান-ব্যবস্থা (ইসলামের সত্য বাণী সমূহ) সত্য সঠিক ও পরিপূর্ণরূপে পৌঁছে দেয়ার সাক্ষী তো স্বয়ং আল্লাহপাকই, যেমন ইরশাদ হয়েছে সূরে ইউনুসের ৬২ আয়াতে। পবিত্র কোরআন যে আল্লাহের পাক কালাম ও গৌরবান্বিত কিতাব তার সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ পাকই। সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে সূরে ত্বা হাসূ: ৪ সিজদাহ : ২, ইয়াসিন : ২ ও ৫ আয়াতে এবং কোরান যে মস্করার (হাসি-ঠাট্টা-তামাশা) জিনিষ নয় তা সূরে তারিকের ১৪ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। ধর্মজ্ঞান ছাড়া কারো কোন গুণ লাভ হয় না। কারণ, জ্ঞান গুণের পূর্বশর্ত এবং জ্ঞান ও নিশ্চিত প্রত্যয় ছাড়া কোন জাগতিক ও নৈতিক-আত্মিক-সাংস্কৃতিক কাজই সুস্পন্ন হয় না জ্ঞানীরাই অমর ও অতৃপ্ত (হাদিস)। জ্ঞানীরাই জীবিত, সজাগ, চক্ষুষ্মান (জ্ঞান-চক্ষু সম্পন্ন, অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন বা আত্মিক স্বচ্ছতা সম্পন্ন) এবং অপর পক্ষে অজ্ঞ, অন্ধ ও বিভ্রান্তরা মৃত, যারা কখনো সমান নয়।

ধর্ম আসলে মানব জাতির জন্য একটিই যা সত্যধর্ম। এই সত্যধর্ম ইসলাম মহান সর্বজ্ঞ জ্ঞানদাতা-সুপথপ্রদর্শক আল্লাহের তরফ হতে ওহীভিত্তিক অবতীর্ণ হয়েছে এবং এ জন্যেই ফিরকাবন্দি দলাদলী, মজহাববন্দি, তরিকাবন্দি, মনগড়া নতুন আবিষ্কার, সত্য অস্বীকার ও গোপন করা ও বিকৃত করা কবীরা গোনাহ যেমন ইরশাদ হয়েছে সূরা বাকারার ১৩৭, রূমের ৩২ ও আনামের ১৬০ আয়াতে। আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান, একচ্ছত্র সত্বাধিকারী, সর্বময় কর্তা, আদেশ ও নিষেধকর্তা (শরিয়ত দাতা) এবং মহানবী (দঃ) এর হুকুম (আদেশ) ও মানা (নিষেধ) শরিয়ত হিসেবে চিরন্তন কার্যকরী। যেমন তিনি ইরশাদ করেছেন, ‘আমার হুকুম-ই শরিয়ত, আমার পন্থা (সুন্নত)ই তরিকত, সত্য-ই আমার আনন্দ-উচ্ছাস (হাকিকত) ও আমার গুঢ় রহস্যই আমার মারেফাত’। এই হাদিস জানা সত্ত্বেও শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ মনগড়া ও কায়েমী স্বার্থ হাসিলের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য আল্লাহ পাক ও তদীয় রাসুল (দঃ) এর হুকুমের নাফরমানী করে যার যার মজহাব ও তরিকা জারি (ও প্রচার) অবাধ্যতা ও অমান্যতার স্বাক্ষর বহন করে না কি? পবিত্র কোরান ও সুন্নাহ (সিহা সিত্তা হাদিস) ভিত্তিক ইসলাম-ই তো আসল ও সত্য ইসলাম। ফিরকাবন্দি

তো নাজায়েজ। এ বিষয়ে উপরে বর্ণিত দলিল-ই যথেষ্ট। আন্দাজ অনুমানকারীকে আল্লাহ লানত দিয়েছেন সূরে যারিয়াতের ১০ আয়াতে। উদ্ভট কল্পনাকারী (আন্দাজ-অনুমান ভিত্তিক) অভিশপ্ত (সূরে যারিয়াত : ১০)। মহানবী (দঃ) তো আল্লাহর ওহী ছাড়া ধর্মের বিষয়ে নিজের তরফ (পক্ষ) হতে কিছুই বলেননি (নাজম : ৩-৪)। তাহলে তার পবিত্র কাওলকে অমান্যকারী ফাসিক নয় কি? তাঁর কাওল ও ফেয়ল মিলেই তো সুন্নাহ (শিক্ষা ও আদর্শ চরিত্র) যার অনুসরণ, অনুকরণ ও অনুগমন আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য (অপরিহার্য) এবং তা না করলে গোনাহগার হতে হবে। ইতায়াত ও ইত্তেবায়ে নবী (দঃ) মুসলমানদের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে ফরজ। যেমন – ইলমে দ্বীন তলবের হুকুমে কোনটি ওয়াজিব, কোনটি সুন্নত, (মুয়াক্কেদা ও গায়ের মুয়াক্কেদা), কোনটি মুস্তাহাব ও কোনটি নফল ইত্যাদি। ধর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হলে জীবনের সামগ্রিক কর্ম ও চরিত্র কি ভাবে সৎ হবে? ধর্মজ্ঞান ছাড়া তো যথাযথ কর্ম সম্পাদন সম্পূর্ণ অসম্ভব। ধর্মজ্ঞানে বিজ্ঞ মুমিন মুসলমানই তো কেবল সৎকর্মশীল, প্রত্যয়দীপ্ত ও উন্নত আত্মিক দরজা ও মাকামের (বিকশিত আত্মার উন্নীত অবস্থান) অধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন। কারণ, ঈমান ও নেক আমলই তো মুমিন মুসলমানদের পরিচয় ও গুণ-বৈশিষ্ট যা কাফের, মুশরিক, অবাধ্য ফাসিক হতে আলাদা করার সোপান। যার ধর্মজ্ঞান নাই, তার ঈমান নাই'– এই হাদিস বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমানই জানেন না বা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম নন। যে কারণে বর্তমানে আমার নজরে যদিও চালাক চতুর বুদ্ধিমান লোকের অভাব নাই কিন্তু পবিত্র কোরান ও সিহা সিত্তা হাদিসের সত্য সঠিক ধারণা-দীপ্ত, বিচক্ষণ-ন্যায়বিচারক ও ন্যায়পরায়ন লোকের অভাব মুসলিম সমাজের সর্বত্র বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। অথচ যথেচ্ছাচার ও জুলুমবাজী তো মুসলমান নরনারীর মধ্যে থাকার কথা নয় যা ইরশাদ হয়েছে সূরে নিসার ১৩৫, নহলের ৯০ ও আরাফের ২৯ ও ৩৩ আয়াতে। ধর্মজ্ঞান না থাকলে প্রজ্ঞা বিচক্ষণতা ও তত্ত্বজ্ঞান হাসিল হবে কোথা থেকে? অথচ হাদীসে ইরশাদ হয়েছে যে, 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ যে কোরান হতে জ্ঞান শিক্ষা লাভ করেছে ও তা অন্যকেও শিক্ষা দিয়েছে'। এত জীবন রক্ষাকারী চিরন্তন বিষয় হতে বিমুখ হয়ে আমরা কোথায় আছি? আর যাচ্ছিই বা কোথায় দিশেহারা, মোহগ্রস্থ ও বিকারগ্রস্থ হয়ে? মুসলমানদের এ অবস্থা কেন হল? অনেকে আর্থিক দৈন্য-দশার কথা বা সুশাসনের অভাবের কথা বললেও আসল কারণ হল যে, প্রায় বেশির ভাগ মুসলমান নর-নারীই পবিত্র কোরআন ও সিহা সিত্তা হাদীস গভীর মনোযোগের সঙ্গে ও নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন থেকে বিমুখ ও গাফেল। আল্লাহ তায়ালা যে সত্য ওহী মারফত তাঁর রাসুল মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর নিকট অবতীর্ণ করেছেন তদপ্রতি চিন্তা-গবেষণা তো তেমন নাই বললেই চলে। আসলে প্রকৃত ধর্মজ্ঞানই হল ওহী মারফত যে সত্য আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং যা চূড়ান্ত' (ইমরান : ৬০ ও তারিক : ১৩)। এ সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে প্রত্যয় দীপ্তি লাভ এখনকার (বর্তমান) বাংলাদেশী মুসলমানদের মধ্যে নেই বললেই চলে। আর এই জন্যই আন্দাজ-অনুমান, অনৈসলামী ও গায়ের তাওহিদী আকিদার সয়লাব চলছে। অনেকের কতাবার্তা ও আচার আচরণের মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে এ সত্যটুকুই প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয় যে, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় বা হাক্কুল ইয়াকিন তো দূরের কথা সহি আকিদা বা তাহক্কিকই (সত্য-সঠিক ধারণা) নাই যা স্পষ্ট গোমরাহী। আন্দাজ অনুমানভিত্তিক ভ্রান্ত ধর্মজ্ঞান ও ভ্রান্ত ধর্মকর্ম সূরে যারিয়াতের ১০ম আয়াত অনুযায়ী অভিশপ্ত। সূরে ইউনূসের ৩৭ আশয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, আন্দাজ অনুমান কখনো সত্যের স্থান দখল করতে পারে না। সূরে আনামের ১১৬ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে শুধু আল্লাহর কালাম-ই পরিপূর্ণ মোকাম্মেল ((perfeet) ও চিরন্তনভাবে কার্যকরী। সূরে কামারের ৫ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহর রিসালাত ভিত্তিক হিকমতই চিরকার্যকরী। সহি আকিদার পরেই শুধু সহি আমল হতে পারে। 'শুভ পরিণাম শুধু ন্যায়বানদের জন্য (সূরে ত্বাহা : ১৩২)। ন্যায়বান হওয়ার পূর্বশর্ত ২টি। যথা :-

(১) ইখলাস বা আন্তরিকতা, ঐকান্তিকতা, অকপটতা ও একাগ্রহতা (Single Mindednegs)।

(২) সত্যবাদিতা।

হাদিস আবু দাউদ শরীফে ইরশাদ হয়েছে যে, যাহা বৈধ বা জায়েজ তা সুস্পষ্ট পরিষ্কার এবং যাহা অবৈধ বা নাজায়েজ তাও সুস্পষ্ট পরিষ্কার। তবে এ উভয়ের মধ্যবর্তী কিছু বিষয় আছে যা সন্দেহযুক্ত যার বিষয়ে শরীয়তের সুস্পষ্ট আদেশ বা নিষেধ কেহ অবগত নহে বা হতে পারছে না। এমনতর পরিস্থিতিতে সন্দেহযুক্ত বিষয় বা কর্ম বর্জন করাই শ্রেয়। এ হাদীসে ইসলামী শরিয়ত খুবই সুস্পষ্ট যেমন কি কি করণীয় ও কি কি বর্জনীয় তা সুস্পষ্টরূপেই আল্লাহ পাক ও তদীয় রাসুল মোহাম্মদ (দঃ) বাতলে দিয়েছেন। তাই যাতে বা যে বিষয়ে সন্দেহ-শুবা আছে তা বর্জন করাই জ্ঞানীর লক্ষণ, বর্জন করাই উচিত। অবশ্য আমল আখলাকের বিষয়ে সূরে মায়েদার ৪৪, ৪৫ ও ৪৭ আয়াতে পরিষ্কারভাবেই আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন যে, যারা আল্লাহ যে বিধান দিয়েছেন তদনুযায়ী নির্দেশ দেয় না বা নিজেও করে না তারা কাফির, ফাসিক, অবাধ্য ও জালিম মহাপাপী। তাহলে বালেগ হওয়ার পরে প্রত্যেক নরনারী বিশেষ করে মুসলিম নরনারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য জায়েজ ও নাজায়েজ বিষয়ক শরিয়ত সামগ্রিকভাবে জেনে নিয়ে আল্লাহ ও তদীয় রাসুল (দ.) এর আদেশ মোতাবেক কাজ করা ও নিষেধকৃত মন্দকাজ পরিহার করা। আর এ জন্যই সর্বাগ্রে প্রয়োজন পবিত্র কোরান ও হাদিসের জ্ঞানে বুৎপত্তি লাভ করা যা প্রত্যেকের নিজ কল্যাণ ও মুক্তির জন্য অপরিহার্য, তাই অবশ্য কর্তব্যও বটে। ধর্ম জ্ঞানে বিজ্ঞরাই তো অমর (হাদীস)। 'আর আল্লাহের বান্দাদের মধ্যে যারা প্রকৃত জ্ঞানী মনীষী তারাইতো প্রকৃত আল্লাহ ভীরু, মুত্তাকি (সূরে মালাইকাহ : ২৮)'। নিজ নিজ আত্মার ধর্মজ্ঞান-দীপ্তি, উৎকর্ষতা ও শুদ্ধি তো শুধু নিজের কল্যাণ পরিত্রাণ ও চিরন্তন আনন্দ শান্তির জন্য। আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, যারা উন্নতি লাভ করে তারা তো শুধু নিজেদের জন্য (মালাইকাহ : ১৮)। কেহই অন্যের মুক্তির ব্যবস্থা নিজ জ্ঞান গুণের দ্বারা করতে পারে না যে পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ জ্ঞান-গুণ ও পূণ্যের জন্য নিজেই সচেষ্ট-নিবিষ্ট না হয়। এই আয়াতে করীমারই প্রথম স্তবকে ইরশাদ হয়েছে যে, কোন মানব সন্তানই একে অন্যের পাপের বোঝা বহন করতে পারে না, যদিও এমনতর লোক তার ঘনিষ্ঠজনের নিকটই এ জন্য রোদন করে। 'মহানবী (দ.)

কেই তো চূড়ান্ত ও চিরন্তন সত্যসহ প্রেরণ করা হয়েছে গোটা মানব জাতির জন্য (মালাই-কাহ : ২৪, আরাফ : ১৫৭-১৫৮)'। সূরে নিসার ১৬২ আয়াতে একমাত্র মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন যে, যারা ধর্মজ্ঞানে সুদৃঢ় ও ইসলামে তথা পবিত্র কোরান ও হাদীস অর্থাৎ আল্লাহ কর্তৃক ওহী মারফত নাজেলকৃত সত্য (যা মহানবী (দঃ) এর উপর প্রেরিত) রিসালাতে স্থির বিশ্বাসী ও মহানবী (দ.) এর পূর্ববর্তী নবীগণের (আ.আ.) উপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তৎপ্রতিও বিশ্বাসী, সৎকর্মশীল, নামাজ ও জাকাত আদায়কারী ও আখেরাতে বিশ্বাসী আল্লাহ পাক তাদেরকে প্রভূত পুরস্কারে ভূষিত করবেন। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ঈমান ও সৎকর্মই মুসলমানদের জন্য আসল কথা। তবে ধর্মজ্ঞান তথা কোরআন ও হাদীসের পর্যাপ্ত জ্ঞান ছাড়া যেমন ঈমানই থাকে না (যে বিষয়ে ইতিপূর্বে হাদীসের উদ্ধৃত্তি দেয়া হয়েছে), তেমনিভাবে পূর্বাহ্নে জ্ঞান ও ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্ত ছাড়া কোন সৎকর্মই সম্পাদন করা সম্ভবপর নহে, অধিকন্তু আল্লাহপাক ও তদীয় রাসূল (দঃ) কর্তৃক নির্ধারিত সীমার প্রশ্ন তো আছেই। কারণ শুধু সীমালংঘনকারী ফাসিক অবাধ্য নাফরমান মহাপাপীরা কাফের-মুশরেকের পরেই কঠোর শাস্তিযোগ্য যদি তারা আন্তরিকভাবে তাওবাকারী, সংশোধনকারী, পরহেজগার ও সৎকর্মশীল না হয়। নির্দ্বিধায় তাকওয়া ও তাবোহীনভাবে অনেক প্রকারের মহাপাপ বা কবীরা গোনাহে লিপ্ত রয়েছে এমন নরনারীর সংখ্যা (তবে নারীর চেয়ে নরের সংখ্যা বেশি) এদেশের মুসলমান জনগোষ্ঠির মধ্যে একেবারে কম তো নয়ই বরং এ মহাপাপাচারিতার কারণেই স্বাধীনতার পরের বছরগুলোতে দেশটা উচ্ছন্নে গেছে। এ দেশে তো পান্ডিত্য-বুজুর্গী ও কামালিয়াতেরও শেষ নাই। আবার বাচালতা, ফাঁকা-বায়বীয় বক্তৃতা-বাজী, বুলি কপচানো, তন্ত্রমন্ত্র-বাদ-বিবাদ এরও কমতি নাই। অপরদিকে নেতা নাই, নেতা নাই, সঠিক নেতৃত্বের অভাবে দেশ গোল্লায় গেল, জাহান্নামে গেল এই হা-হুতাশ এরও শেষ নাই। অনাচার ক্লিষ্ট এ মুসলিম সমাজ। কে কত খবর রাখে আল কোরান ও হাদীসের? পত্র পত্রিকায় তো বেশির ভাগ কোটেশনই (উদ্ধৃতি) অমুক বেদ্বীনের, তমুক বেদ্বীনের এবং আশ্চর্য ও দুঃখের বিষয় যে, কোটেশনদাতারা এ দেশেরই কিছুসংখ্যক নামধারী মুসলিম বড়পীর দস্তগীর আর কি? যাক, এখানেও আমার ক্ষুব্ধ মেজাজটা এসে পড়ল।

স্বেচ্ছা প্রণোদিত মিথ্যার বেসাতি, কপটতা (মোনাফেকী), অন্যায় অবিচার, নির্যাতন, হিংসা-বিদ্বেষ, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, ষড়যন্ত্র, অবৈধ ক্ষমতা দখল, অযোগ্য-অসৎ লোকের দৌরাত্ম, ব্যভিচার, ধনলিপ্সা ইত্যাদি মহাপাপাচার যখন সমাজকে গ্রাস করে তখন সেই সমাজের পতন ও ধ্বংস রোধ করা দুরূহ হয়ে পড়ে, যে পর্যন্ত কর্তৃত্বে নিয়োজিত ও ধর্মজ্ঞানে বিজ্ঞব্যক্তিগণ শিক্ষা ও শাসন সংস্কারে নিঃস্বার্থভাবে ও নিবিষ্ট চিত্তে অগ্রগামী না হন ও কার্যকরী অবদানে সমাজকে পরিচালনা না করেন। শুধু কথার মালা গেঁথে (শব্দের মোহন কারুকাজে, বক্তব্যের বা উপস্থাপনার নিত্যনতুন স্টাইলে, বখাটে চরিত্রহীন, বুদ্ধি ব্যবসায়ী, আঁতেল বুদ্ধিজীবীদের উৎসবে সেমিনার সিম্পে জিয়ামে মিথ্যা-কাল্পনিক ফাঁপা-বায়বীয় বিষয়ের অসার অকার্যকরী বাচালতা, কচকচানি, চাপাবাজিতে) সমস্যার কোন সুরাহাই হবে না। তথাকথিত মুক্ত বুদ্ধির জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির (যা আদর্শ উদ্দেশ্যহীন, ভোগবাদী ও বিকৃত-অশ্লীল অপ-সাহিত্য ও অপসংস্কৃতি হিসেবে পরিচিত) চর্চা যাকে আমি বা অসার-অকার্যকরী ফাঁপা পান্ডিত্য বলি তার দ্বারা কোন কাজ গত ১৮ বছরে এ দেশে হয়েছে কি?

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরানকে 'তিরস্কারক' হিসেবে 'নিশ্চিতরূপে' দুইবার উল্লেখ করেছেন সূরে মুদাসসিরের ৫৪ আয়াতে এবং একই বিষয়ে ঘোষণা করেছেন সূরে মায়েদার ৪৬ আয়াত ও আবাসার ১১ আয়াতে এবং হাদিস শরীফেও ইরশাদ হয়েছে যে, পবিত্র কোরানই তিরস্কার এবং পরম তিরস্কারক স্বয়ং আল্লাহ পাক প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে। কিন্তু এই দুর্ভাগা দেশের (মহাপাপাচারিতার দেশে) পূণ্যবানদের সত্য ও ন্যায়ভিত্তিক তিরস্কার অপছন্দতা অধিকাংশ লোকের নিকটই তিক্ত এবং সত্যবাদী এখানে পাপিষ্ঠ-পাপাচারী দুরাচার দুর্বৃত্তদের নিকট উপেক্ষিত। প্রকৃত জ্ঞানই হল ধর্মজ্ঞান। হাদিসে ইরশাদ হয়েছে যে, যদি ঈর্ষা করা জায়েজ হতো, তাহলে দুই ব্যক্তিকে ঈর্ষা করা যথাযথ হতো। প্রথমত : ঐ দানশীল ব্যক্তিকে যাকে আল্লাহ ধনসম্পদ দান করেছেন এবং দ্বিতীয়ত: ঐ ব্যক্তিকে যাকে আল্লাহপাক (আল্লাহপাক পরম জ্ঞানদাতা হাকিম ও সুপথপ্রদর্শক হাদী) ইলমে দ্বীন বা ধর্মতত্ত্বজ্ঞান দান করেছেন এবং যিনি অপরকে সত্য সঠিক ধর্মজ্ঞান শিক্ষা দেন। হুজুর পুর নুর (দঃ) বলেছেন 'জ্ঞানই আমার মূলধন, সত্যই আমার মধ্যস্থ যুক্তিই আমার ধর্মের ভিত্তি এবং দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় বা ইয়াকীনই (সত্যপ্রত্যয় দৃঢ়বিশ্বাস, বিদ্যজ্ঞান বা প্রত্যক্ষ প্রতীতি) আমার রূহের খাদ্য। গভীর চিন্তার বিষয় এই যে, স্বয়ং মহানবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর রূহের খাদ্য যদি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় বা ইয়াকীন হয় তাহলে তার উম্মত হয়ে আমরা কোথায় আছি? আর যাচ্ছিই বা কোন রসাতলে?

পবিত্র কোরানে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, 'আমার নবী কোরানের অনুসারী ও তাঁর উপর যা নাজিল করছি তা তিনি পুরোপুরিভাবেই বিশ্বাস করেন ও তিনি সিরাতাল মুস্তাকিমেই (সহজ-সরল-সত্যপথ) পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত। (ইয়াসিন : ৩-৪)। অর্থাৎ খোদ মহানবী (দঃ) আল্লাহর ওহী রিসালাতের (বা কোরানের) মুমিন ও উম্মত অনুসারী-অনুগামী ছিলেন দৃঢ় প্রত্যয়শীলভাবে।

আত্মপ্রত্যয়, দৃঢ়বিশ্বাস, প্রত্যক্ষ প্রতীতি, দিব্যজ্ঞান বা ইয়াকীন যা মহানবী (দঃ) এরও রূহের খাদ্য, তা কিরূপে অর্জিত হয়, তার পর্যায় নিম্নরূপ –

(১) সত্য জানা ও তদনুযায়ী চলা (যা সত্যবাদী ও সৎকর্মশীল হওয়ার পূর্বশর্ত)।

(২) সত্যের ভিত্তিতে ন্যায়বান হওয়া ও থাকা।

(৩) ধারণা ও মনোভাবে সত্যে বিশ্বাস (অস্বচ্ছ জ্ঞান সম্পন্ন)। এই স্তর সাধারণ মুসলমান মুমিনদের, তাকলিদি অর্থাৎ বিনা

দ্বিধায় এবং সত্য তেমন না জেনেও বিশ্বাস। এই স্তর প্রাথমিক ঈমান বিল গায়েব (ইসলাম তথা আল্লাহ, রাসুল কিতাব, ফিরিশতা, আখিরাত, কিয়ামত, মিজান-হিসাব নিকাশ, বেহেশত দোজখ প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্বাস)।

(৪) গায়ের তাকলিদি অর্থাৎ ইজতিহাদি ঈমান যা আইনুল ইয়াকীন অর্থাৎ চর্মচক্ষে দেখে বিশ্বাস ও সাক্ষ্যদান (শাহাদাত) যে, হাঁ ইহা বাস্তব সত্য।

(৫) ইলমুল ইয়াকিন বা জ্ঞানসম্মত বিশ্বাস। কোরানপাক ও হাদীস শরীফের জ্ঞানভিত্তিক প্রত্যয় দীপ্তি বা দৃঢ় আস্থা।

(৬) হাক্কুল ইয়াকিন বা এতেক্বাদ বা দৃঢ় সত্য-প্রতীতি বা সুদৃঢ় বিশ্বাস বা দিব্যজ্ঞান বা প্রত্যক্ষ সুদৃঢ় প্রতীতি বা সুগভীর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। (Conviction-certitude-affirmation-unity of self evident truth with revealed truth).

এই সন্দেহাতীত সত্যপ্রত্যয়, সত্য চেতনা বা প্রত্যক্ষ, সুগভীর সুদৃঢ়, প্রতীতি (বিশ্বাস)-ই মহানবী (দ.) এর রূহের খাদ্য ছিল। (ইহাই সিদ্দিক-সাদিক ও নেককার এর স্তর, মকাম বা দরজা)। এই জন্যই নবীদের পরেই সিদ্দিক-হাকিম আলীমদের স্তর।

সত্যজ্ঞানী, ধর্মজ্ঞানী ধর্ম তত্বজ্ঞানী অর্থাৎ সিদ্দিক, হাকিম, মুহাক্কেক বা হাক্কানী আলীম ও হেকমতের অধিকারী পূনর্তত্ত্বজ্ঞদের মর্যাদা নবী (দঃ) এর পরেই বলে স্বয়ং ঘোষণা করেছেন। আর ইহাও জানা জরুরি যে, পবিত্র কোরানের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহের নিবিষ্টচিত্ত মুসলিম বান্দাদের মধ্যে যারা ধর্মতত্ত্বজ্ঞানী মনীষী পন্ডিত তাঁরাই শুধু আল্লাহকে প্রকৃতপক্ষে বেশী ভয় করেন। (সুরে মালাইকাহ : ২৮)। অথচ যারা অজ্ঞ তারা যে কিভাবে মুত্তাকী মুসল্লি, পরহেজগার হয়, বোধগম্য নহে। আগেও উল্লেখ করেছি যে, ধর্ম অজ্ঞরা অনুমানকারী, অভিশপ্ত। কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফই শুধু সত্যের চূড়ান্ত উৎস (তারিক-১৩)। তাই যারা কোরান ও হাদিস শরীফের খোঁজখবর রাখে না, কোরান ও হাদীস শরীফের কিতাবী সত্য ও তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়ে অনবহিত ও অনভিজ্ঞ তাদের পক্ষে আন্দাজ অনুমান-মনগড়া-উদ্ভট-ফাঁপা বায়বীয় কল্পনা ও ভ্রান্তধারণা ছাড়া ধর্ম বিষয়ে আর কিরূপ ধারণা থাকতে পারে? মিথ্যা কল্পনা, উদ্ভট চিন্তাধারা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, ফাঁপা বায়বীয় ভাববাদিতা তো আসলে মোহাগ্রস্থতা, মায়া মরীচিকা এবং পরিণামে পন্ডশ্রম ভন্ডুল। আন্দাজ অনুমানকারী তো আল্লাহ কর্তৃকই অভিশপ্ত যা সূরে যারিয়াতের ১০ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে। হিকমত তো খায়রান কাসিরা (প্রভূত কল্যাণকার) যা সূরে বাকারার ২৬৯ আয়াতে উল্লেখিত। আর একমাত্র হিদায়েতের মাধ্যমেই তো আল্লাহর রহমত নাজেল হয় যেমন মুমিনদের জন্য আল কোরানই হিদায়াত ও রহমতরূপে নাজেলকৃত (ইউনূস : ৫৮)। আর এ হিদায়াতের ধারক ও বাহক একমাত্র মহানবী (দঃ) (মহানবী (দঃ) হুদাল্লিল আলামিন এবং একমাত্র তিনিই রাহমাতুল্লিল আলামিন)-এ খবর ক'জন মুসলমান রাখেন? আন্দাজ-অনুমানতো কখনো সত্যের স্থান দখল করতে পারে না (সূরে ইউনূস : ৩৭)।

মুসলমান জনগোষ্ঠী পবিত্র কিতাবের প্রতি বিমুখ ও অমনোযোগী থেকে আন্দাজ অনুমানের উপর ভর করে কি আরো অভিশপ্ত হতে চান? যদি তাহা না-ই চান তাহলে আজকাল শতকরা ক'জন মুসলমান নর-নারী কোরান ও হাদীস শরীফের সত্য-সঠিক জ্ঞানের খবর রাখেন? তাহকিক (সত্য-সঠিক ধারণা) ছাড়া শুধুমাত্র শ্রুতিবাক্যজনিত জ্ঞানভিত্তিক আকিদা সহি (শুদ্ধ) হয় কি তাহাকিক (সত্য সঠিক ধারণা) ছাড়া ইয়াকিন (দৃঢ়-বিশ্বাস বা গভীর সত্য-প্রত্যয়) কিভাবে হবে তা তো বোধগম্য নয়। আর ইয়াকীন ছাড়া তাফরেকা (ফুরকান বা সত্য-মিথা, ন্যায়-অন্যায়ের যাচাই-পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষণের পর দৃঢ়রায় বা সিদ্ধান্ত) কিভাবে সম্ভব? আর তাফরেকা-রায় ছাড়া ন্যায়ানুগ স্বচ্ছ সৎকর্ম (আমলে সালেহা বিল কিসতি) করা যায় কি?

অথচ, প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীকে আল্লাহের ওয়াস্তে সত্য-সাক্ষ্যদানকারী ও ন্যায়পরান হতেই হবে যদিও তা নিজের, মা-বাপের বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন বা ধনী-গরীব যে কোন লোকের বিরুদ্ধে যায় ও স্বার্থহানি ঘটে যা ইরশাদ হয়েছে সূরে নেসার ১৩৫ আয়াতে। ন্যায়বান হওয়ার জন্য আরো হুকুম হয়েছে সূরে নহলের ৯০ আয়াতে ও খোদ মহানবী (দঃ) কে আল্লাহ হুকুম করেছেন সূরে আরাফের ২৯ আয়াতে। ন্যায়পরায়ন না হলে মুসলমান কিসের? জালিম তো জালিম-ই। আর নিজ আত্মার উপর জুলুম করে আল্লাহের নিকট অনুতপ্ত হয়ে রাব্বানা জালামনা আনুফুসানা বা ইন্নি জালামতু নাফসিন বা বার বার ইস্তিগফার পড়লে তাওবাতুন নাসূহা হল কি? বারবার (ক্রমাগত, একের পর এক) নির্দ্ধিধায় যারা মহাপাপ করে ও তাওবাও করে, আবার মহাপাপ করে, আবার তওবা করে এই সকল ভন্ড-পাপাচারী-কবীরা গোনাগার কি প্রকৃত তায়েবিন না আল্লাহর সঙ্গে ঠাট্টা-মস্করাকারী? সবাই ভেবে দেখে উচিত, কারণ শুধু বিশুদ্ধচিত্ততারই দাম আল্লাহর নিকট, যে জন্য সূরে-সাফফাতে হুকুম হয়েছে একাধিকবার। স্বয়ং আল্লাহই করেছেন পবিত্র কোরানে 'আখলাসু দ্বীনাকুম লিল্লাহে (বাইয়েনাহ ঃ ৫)। দ্বীন তো চিরন্তনভাবে আল্লাহরই – যেমন ইরশাদ হয়েছে সূরে নসরের দ্বিতীয় আয়াতে ও নহলের ৫২ আয়াতে। তাছাড়া ইন্নাদ্বীনা ইন্দাল্লাহুল ইসলাম এবং প্রকৃত দ্বীন যে ইসলাম যা পরিপূর্ণ, তা ঘোষিত হয়েছে সূরে মায়েদার ৩য় আয়াতে। মহানবী (দঃ) যে সত্যসহ প্রেরিত তারও দলিল পবিত্র কোরান। মুসলমানদের ধর্মজ্ঞান দৈন্যতা অমার্জনীয়। জ্ঞানবিমুখতা পাপাচারিতার আকর। অজ্ঞরাই যথেচ্ছাচারী কেননা জ্ঞান ও সত্যের উপরই সুবিচার বা ন্যায় প্রতিষ্ঠিত। স্বয়ং আল্লাহপাক সত্যের ভিত্তিতে ন্যায় বিচার করেন। তার (আল্লাহর) যেমন ইচ্ছা হয় তেমনভাবে তিনি কারো বিষয়ে বিচারের রায় দেন না বরং যা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত তিনি তাই করেন। এ বিসয়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে সূরে মুমিনের ২০ আয়াতে। কাজেই ধর্মজ্ঞানী, সত্যবাদী ও সত্যাশ্রয়ী ছাড়া কেহ-ই ন্যায়বিচারক তো নয়ই বরং ন্যায়পরায়নও নয়

বরং যথেচ্ছাচারী। আর এরাই মহাপাপে লিপ্ত ও সমাজ কলুষকারী জালিম, মুনকার ও অবাধ্য ফাসিক। এ বিষয়ে সূরে মায়েদার ৪৪, ৪৫ ও ৪৭ আয়াত সুস্পষ্ট যে যারা আল্লাহর বিধান মত চলে না ও অন্যকে চলতে নির্দেশ দেয় না তারা কাফের, ফাসেক ও জালেম।

ধর্মজ্ঞান ও আল্লাহ বিমুখ অমনেযোগী অলস লোকদেরকে আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন সূরে ইনফিতারের ৬ষ্ঠ আয়াতে যে, হে লোকসকল তোমাদেরকে কিসে তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের প্রতি গাফেল ও বিমুখ করে রেখেছে? নিজের দোষ স্বীকার করা ছাড়া এর জবাব কে দেবে ও কি দেবে? যে সকল মুসলমান নরনারী নিজে আগে কোরান শরীফ ও হাদিস শরীফের জ্ঞানার্জন (মূল বা তরজমা-অনুবাদ, তফসির নহে) অধ্যয়ন করে না অথচ ধর্মজ্ঞান বা হিদায়াত-হিকমত পাওয়ার জন্য তথাকথিত নামীদামী কিতাবীজ্ঞানহীন পেশাদার ধর্ম ব্যবসায়ী গদ্দিনশীন ধর্মযাজক বা পীরদের (যারা আন্দাজ-অনুমান করে মনগড়া ধর্ম প্রচার করে) নিকট ছোটাছুটি করে এবং ভক্তির আতিশয্যে (ভক্তির বাড়াবাড়িতে) নজর-নিয়াজ ঢেলে দেয়, এমনতর উভয়পক্ষই দুর্ভাগা, হতভাগা ও বিভ্রান্ত। তারা তো এমন যে, তাদের কাছে পবিত্র কোরান হাদিসের সত্যকথা হঠাৎ যেন আকাশ হতে পড়ে মূর্চ্ছা যাওয়ার উপক্রম বলে প্রতীয়মান হয়। আসলে বেশির ভাগ লোকই প্রচলিত, প্রথাগত বানোয়াট ধর্ম বিশ্বাস, কুসংস্কার ও মনগড়া আকিদা (মনগড়া ভ্রান্ত-ধারণা) নিয়ে আত্মতুষ্ট। ইয়াকীন (দৃঢ়বিশ্বাস বা গভীর সত্য প্রত্যয়) ও তাফরেকা (ফুরকান বা সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের যাচাই-পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষণের পর দৃঢ় রায় বা সিদ্ধান্ত) বিহীন ধর্মকর্ম নিয়ে অধিকাংশ লোকই আত্মতুষ্ট।

সত্য কাফেরের নিকট-ই তিক্ত। কিন্তু বর্তমানে নামধারী অনেক মুসলমান নর-নারীর নিকট সত্য শুধু তিক্তই নয় বরং বিষবৎ মনে হচ্ছে বলে আমি স্থির নিশ্চিত। সে কারণেই প্রকৃত কট্টর ধর্মজ্ঞানী সত্য-প্রভাষকের কাছে স্বেচ্ছায় যাওয়ার জন্য অধিকাংশ লোকই বিমুখ-অনীহাগ্রস্থ। বর্তমানে বিকৃত যৌন লালসাগ্রস্থ, ধনলিপ্সায় বিকারগ্রস্থ, কামাতুর ও লোভুতুর লোকের সংখ্যা দিন দিনই ক্রমাগতভাবে উচ্চহারে বাড়ছে। এইসব মহাপাপী কবীরা-গুনাহগার লোকদের নিকট ধর্মজ্ঞান ও ধর্মদর্শন হারানো মানিক রতন নয়। অথচ ধর্মজ্ঞান ও দর্শ দর্শন মোমেনদের হারানো রতন। কিন্তু বর্তমানে ধর্মজ্ঞান তলবের কোনরূপ গুরুত্ব-ই অনুভূত হচ্ছে না এমন ধরনের লোকেরা জ্ঞানার্জনের জন্য আবার আরব হতে চীন দেশে যাবে? আমি তো চীন দেশে সাড়ে চার বছর স্বপরিবারে বসবাস করলাম, আবার আরবও গেলাম। কিন্তু সকল অজ্ঞতা ও সমস্যার নিরসন তো ফেলাম শুধু আল্লাহ পাক ও তদীয় রাসূল (দঃ) যে জ্ঞানার্জনের জন্য সুদূর চনি দেশে যাওয়ার কথা বলেছেন তা তো রূপক। আসলে, চীন দেশে যাওয়া–এ কথার মাধ্যমে তিনি জ্ঞানার্জনের অপরিহার্যতার চিরন্তন গুরুত্বকেই বুঝিয়েছেন। কেননা, সকল সত্য ও তত্ত্বজ্ঞানের ধারক, বাহক ও প্রকাশক তো তিনি নিজেই যার পবিত্র জবানেই উচ্চারিত ও প্রকাশিত হয়েছে চিরসত্য কোরানুল করিম ও হাদিসে রাসূল (দঃ)-এ। আমি নিজেই সূরাতুল ফাতেহার তফসির ১৭ পৃষ্ঠায় ইংরেজীতে লিখতে গিয়ে শুধু ধর্মজ্ঞানের অপরিহার্যতা ও তাৎপর্যের উপর অন্যুন ৬৫ খানা হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়েছি ঐ প্রবন্ধে। নবী (দঃ) তার ঔরসজাত কোন আওলাদকে তো তার নবুয়তের ওয়ারিশ হিসেবে রেখে যান নাই। রেখে গেছেন আল্লাহ প্রদত্ত ধর্মজ্ঞান, যে কারণে ধর্ম টিকে আছে ও থাকবে ইনশাআল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় আর চিরকাল লৌহ হে মাহফুজে। আর এ ইসলাম ধর্মের জ্ঞানের অধিকারী ওয়ারিসুল কিতাবগণই প্রকৃত নায়েবে নবী। কোরান ও হাদিস বিজ্ঞ সমঝদারগণই প্রকৃত আলীম, হাকিম, হাদিয়ে জামান, মুয়াল্লিম, মুহাক্কেক, হাক্কানী, উলিন আলবাব, উলিল আবসার, উলিল ফিকহ বা ফুকাহা, মুবাল্লিগ, মুফাচ্ছির, মুতাকাল্লিম, কালিমে হক, সিদ্দিক ও সাদিক এবং তাদেরই মধ্যে যারা পূণ্যে অগ্রগামী তারা সার্বিক-মুকাররাবীন (অগ্রবতী ও আল্লাহর ঘনিষ্ঠ ও পছন্দনীয়) এবং সকল উন্নত দরজা ও মাকামের অধিকারী–যেমন মুখলিস, সিদ্দিক, বুজর্গ, মুসল্লি, তায়েব, সখি, মুহসিন, মুয়াল্লিম, হাদি, মুবাল্লিগ, মুফাক্কির, কামেল, বাসিরে হক ও আদল, মুওয়াহিদ (একত্ববাদী), মুহিব, আশিক, আহলুল্লাহ, আহলুন্নবী, আনসারুল্লাহ এবং আরো অনেক মরতবার অধিকারী। তবে মুসলমানদের একমাত্র নেতা (ইমাম), সুপথপ্রদর্শক (মুর্শিদ) হুজুর পুরনুর মোহাম্মাদুর (দঃ)-ই যিনি সাঈদুল মুরসালিন ও ইমামুল মুরসালিন-সুরতানুল আম্বিয়া ও নাজিরিন। যেহেতু ইসলাম ধর্মই আল্লাহপাকের একমাত্র মনোনীত ধর্ম এবং ইসলাম ছাড়া আর কোথাও কিছুই নাই, তাই ধর্ম বিষয়ে কোন কিছু জানার জন্য বা ফায়সালার জন্য পরম ফায়সালাকারী শুধু আল ।লাহপাক ও তদীয় রাসূল (দঃ) এর নিকটই আরজি পেশ করার হুকুম এসেছে পবিত্র কোরানে। তবে যেহেতু সবাই পবিত্র কোরান ও হাদিস পরিপূর্ণভাবে জানে না বা বুঝে না, তাই সকল মুসলমান নর-নারীকেই সর্বপ্রথমে কোরান ও হাদিস শরীফের মূল আরবী কিংবা আরবী না জানা থাকলে ও না বুঝতে পারলে নিকটস্থ বা দূর দূরান্তরের মুহাক্কেক ও মুকিন-সাদিক (সত্য-সঠিক জ্ঞানের অধিকারী, প্রত্যয়শীল বিজ্ঞ সমঝদার সত্য-প্রভাষক) এর নিকট থেকে জেনে বুঝে নিতে হবে। তবে কোনক্রমেই পেশাদার তথাকথিত ধর্ম ব্যবসায়ী, পীর মুরিদির দ্বজাধারী, আন্দাজ অনুমানকারী মনগড়া বানোয়াটি ধর্ম-যাজকদের নিকট ধর্ণা দেয়া কারো পক্ষে উচিত নয়। যারা তথাকথিত পেশাদার ধর্ম-ব্যবসায়ী, উদ্ভট আন্দাজ-অনুমানকারী-তাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা পন্ডশ্রম ও ব্যর্থ। পবিত্র কিতাব ও আলীম ওয়ারিসুল কিতাব-নায়েবে রাসুরের নিকট ধর্ণা দেয়া ফলদায়ক। প্রকৃত আলীমদের অন্তর এক সূতায় বাধা হেতু ইজমায়ে মুহাক্কেক সত্য, যা আল্লাহ মেহেরবানী করে তাদেরকে দান করেছেন ও কোরান বর্ণিত যে সম্পর্কে মিথ্যাচারীরা জিজ্ঞাসিত হতে কিয়ামতের দিন (আনকাবুত ১৩ আয়াত)। আল্লাহতো সবাইকে সত্যনিষ্ঠ কিনা তাই পরীক্ষা করে দেখতে চান (আনকাবুত ঃ ৩)। সত্য সাধক মুসলমান কারা সে সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে সুরাতুল হুজুরাতের ১৫ আয়াতে এবং ১৩ আয়াতে ঘোষণা করেছেন যে উভয় জ্ঞানী সমভাবে সত্যবাদী-ইহাই ইজমা, এতে ইখতেলাফ হয় না যদি জ্ঞান, সমঝ ও চিন্তাধারার গভীরতার তারতম্য না থাকে। মুখলিস-সত্যসন্ধানী ও সত্যানুরাগী সত্যপরায়নদের মধ্যেকার মতদ্বৈততাকেও আল্লাহর রহমত বলেই বর্ণনা করেছেন মহানবী (দঃ)। তবে কোনক্রমেই কেয়াস যা আন্দাজ ও অনুমানমূলক, তা অধর্ম হেতু গ্রহণযোগ্য নহে। বাজারে তো ধর্মের নামে নানা প্রকারের ভ্রান্তি

ও ত্রুটিপূর্ণ বই-পুস্তক অহরহ প্রকাশিত হচ্ছে ও বিক্রি হচ্ছে, যে সকল বইয়ের প্রকাশিত অধিকাংশ কথাই বাতেল ও বাজেয়াপ্তির যোগ্য। কারণ এ সকল পুস্তক আন্দাজ-অনুমান, বেদাতি ধারণা ও মিথ্যা-বায়বীয় কল্পনায় ভরপুর। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সজাগ দৃষ্টি দেয়া উচিত। আমি নিজেই বেশ কয়েকটি পুস্তক সংশোধন করেছি। আত্মপ্রত্যয়হীন অবিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞদের ধর্ম বিষয়ে বই লেখা সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চা ও অনুচিত। এ ব্যাপারে বরং নিবৃত্তিই উচিত। ধর্মজ্ঞান সকল পূণ্যকর্মের পূর্বশর্ত। বাজে কথা ও বাজে কাজ সম্পূর্ণ বর্জনীয় বলেই আল্লাহ নিষেধ করেছেন (আযাব ঃ ৭০)। পবিত্র কোরানে মোট ৩০ পারায় ১১৪ সূরায় তো অসীম সত্যের প্রত্যাদেশ লিপিবদ্ধ। মৌলিক ধর্ম ও দর্শন চিন্তার তো বিরাট ভাটা পড়ে গেছে। ভোগ-বিলাস উদ্রেককারী মনোভাব ও মানসিকতায় প্রকৃত মুসলমান লিপ্ত হতে পারে কি? চলুন সবাই রীতিমত মনোযোগ সহকারে কোরান ও হাদিসের বঙ্গানুবাদই অধ্যয়ন করি, যার হুকুম রয়েছে বাকারার ১২১ ও নিসার ৮২ আয়াতে।

মহানবী (দঃ) বলেছেন –

(১) মুসলমানদের মধ্যে যারা কোরান শিক্ষা করেছে ও অপরকেও তা শিক্ষা দিয়েছে, তারাই সর্বোত্তম ধার্মিক।

(২) যাদের অন্তরে কোরআনের জ্ঞান-আলো নাই, তাদের অন্তর ফাকা গৃহের ন্যায় শূন্য অর্থাৎ মরুভূমিবৎ।

কোরান পাকের উপর গভীর মনোনিবেশ করা ও চিন্তা-গবেষণা করা কর্তব্য বলেই আল্লাহ প্রশ্ন করেছেন যে, তারা (মুমিন) কেন কোরআনের বিষয়ে চিন্তা করে না? কোরানে ইরশাদ হয়েছে যে, বিজ্ঞ ও অজ্ঞ, চক্ষুষ্মান ও অন্ধ এবং জীবিত ও মৃত তো এক নয়। জ্ঞানীরাই অমর (হাদিস)। জ্ঞানীরাই জীবিত (হাদিস)। জ্ঞানীরাই প্রকৃত সত্য সাক্ষী শহীদ যারা মৃত নহেন এবং আল্লাহ পাক হতে রিজক প্রাপ্ত যা আমরা বুঝতে পারি না (কোরান)। যারা এখানে অন্ধ তারা আখেরাতেও অন্ধ হয়েই থাকবে বরং প্রকৃত সঃপথ হতে আরো দূরে অবস্থান করবে (বনী ইস্রাইল ঃ ৭২)। আল্লাহপাক নিজে তাঁর নিজের মহিমার সাক্ষী, তারপরে তাঁর নবীগণ ও তারপরেই প্রকৃত জ্ঞানীগণ (কোরান)।

ধর্মজ্ঞানের তারতম্য অনুসারেই মর্যাদা ও দরজার (মকামের) তারতম্য)। আখিরাতের বিচার ও প্রাপ্তি হবে প্রত্যেকের নিজ নিজ জ্ঞানের পরিধির তারতম্য অনুসারে (হাদিস বায়হাকী)। একমাত্র জ্ঞানী ছাড়া বাকি সব বনী আদম অভিশপ্ত (হাদিস)। উপদেশ শুধু জ্ঞানীরাই গ্রহণ করে চলেন যারা ফজলপ্রাপ্ত (কোরান)। জ্ঞানী ছাড়া অন্য কেহই আত্মোৎকর্ষতা লাভ করতে পারে না ও উন্নত স্তরের অধিকারী হয়ে পরিত্রাণপ্রাপ্ত নয় বরং ধ্বংসপ্রাপ্ত–যেমন ইরশাদ হয়েছে 'ক্বাদ আফলাহা মান জাক্কাহ, ওয়া ক্বাদ খাবা মান দাসসাহা'–অর্থাৎ যারা আত্মার উৎকর্ষ সাধন করে তাঁরাই মুক্তি পাবে আর যারা আত্মাকে কলুষিত করে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত (সূরে শামস ঃ ৯-১০)। ধর্মজ্ঞান ছাড়া মোহমুক্তি লাভ হয় না। সত্য আয়নার মত স্বচ্ছ। আর সে জন্যই, পরম সত্য স্বরূপ (আল হাককু) আল্লাহ যিনি মুমিনও বটে, তিনি তাঁর মুমিন বান্দাহদের জন্য আয়না স্বরূপ। অর্থাৎ যে সত্যকে মহানবী (দঃ) তাঁর মধ্যস্থকারী বলেছেন সেই সত্যজ্ঞানই আল্লাহ ও মুমিন বান্দাহর মধ্যে আয়না স্বরূপ (আল মুমিনু মারাতুল মুমিন-হাদিস)। তাই তো বলি-মারেফাতে আল্লাহ, ইলমুল্লাহ ছাড়া হাসেল হয় না আর আরিফউল্লাহ হলে আলিমুদ্দিন, বাসিরুল হক, আশিকুল্লাহ ও আহলুল্লাহ হতে হবে। মুহাককেক মুকিন ছাড়া আরিফ, ফকিহ, বাসির ও আরিফ হওয়া দুরূহ।

ধর্মজ্ঞান বলতে শুধু আল্লাহর অহিভিত্তিক নাজেলকৃত সত্য ও ন্যায়ের মাপকাঠিকেই বুঝায়। যাতে রয়েছে আফাফী (প্রাকৃতিক বা বাহ্যিক বিশ্বের জ্ঞান), আনফুসি (আত্মনিচয় বা মানুষের আত্মার জ্ঞান) স্রষ্টা (তথা আল্লাহর তাওহিদ সার্বভৌমত্ব ও অসীম গুণরাজির জ্ঞান বা ইলমুল্লাহ, কিয়ামত এবং আখিরাতের বর্ণনা (তথা বেহেশত দোজখ, হাশর, মিজান) এবং আল্লাহের ঘনিষ্ঠ বান্দাহদের অবস্থান – মাকায়েদে সিদক (সূরে কামার ঃ ৫২-৫৫)। হাদিসে ইরশাদ হয়েছে যে, সবচেয়ে কঠোর শ্রম ব্যয় হয় জ্ঞানার্জনের জন্য চেষ্টা সাধনা করতে, যাতে প্রতি পলে (মুহূর্তে) সত্য-সন্ধানী, সত্য-সাধক, সত্যাশ্রয়ী ও সত্যানুরাগী তালেবুল ইলমের বাহ্যিক জগতের সহিত ইন্দ্রিয়ের যে সম্পর্ক তা লোপ পেয়ে গভীর মনোনিবেশ ও মনোসমীক্ষণের দরুণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ও জীবন চেতনা হতে সাময়িকভাবে মৃতবৎ হয়ে পড়েন। আর এ সৌভাগ্যই হলো – 'মাওতুহু কাবলা আনতুম মাওতুহ' (তোমরা প্রকৃত মৃত্যুর আগেই মরতে শেখ বা মরে যাও)। এখানে আইনুল ইয়াকিনের পর্যায়ে আফাকী তাফাককুর বা বাহ্যিক প্রাকৃতিক বস্তু ও শক্তিনিচয়ের প্রতি দুকপাতের চেয়ে পবিত্র কোরানে প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও সত্যতা বা হাকিকত তত্ত্ব, মানব-প্রকৃতি বা স্বভাব যা আল্লাহেজর স্বভাবের সাদৃশ্যে সৃষ্ট (রূম ঃ ৩০) ও মানব তথা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী, জ্ঞানী ও মুর্খ এবং ভাল মন্দ লোকের যে অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ও পরকালের যে চিরন্তন অবস্থা সে সকল সম্পর্কে সবিস্তার ও সুস্পষ্ট বর্ণনা সানুগ্রহভাবে বাতলে দিয়েছেন মহান আল্লাহপাক (শুধুমাত্র চক্ষুষ্মান, চিন্তা গবেষণাকারী সত্যসাধক ও সমঝদার হুশিয়ার লোকের জন্য)। যে কারণে সূরে কামারের ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, 'আমিই তো এই কোরানকে উপদেশ লাভের জন্য, বুঝবার জন্য সহজ করে দিয়েছি কিন্তু তোমাদের মধ্যে চিন্তা করে দেখার মত ও বুঝবার মত কেউ আছে কি?'

বর্তমানকালে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মজ্ঞান তলব, চর্চা ও চিন্তা গবেষণা খুবই দুর্দশাগ্রস্থ ও দৈন্যতাগ্রস্থ। এ কারণেই, এ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব হ্রাস পেয়ে গেছে, গৌরবশালী আত্মপরিচিতি বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিপতিত-নিমজ্জিত। বাংলাদেশের মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যেও স্বাধীনতার পরের সময়ে ধর্মচিন্তার বিমুখতা ও দৈন্যতা সুস্পষ্ট অথচ মৌলিক সত্য-তাত্ত্বিক ও সত্য সন্ধানী চিন্তা গবেষণা ও সুসামঞ্জস্যপুর্ণ ধ্যান ধারণা ছাড়া উত্তরণের আর কোন বিকল্প নাই। তাছাড়া জ্ঞানের তো জ্ঞান ছাড়া আর কোন বিকল্প, প্রক্সি বা

গত্যন্তর নাই। মুসলমান মধ্যবর্তী সম্প্রদায় (উম্মতে ওয়াস্তা ঃ বাকারা ঃ ১৪৩) ও সর্বোত্তম সম্প্রদায় (খায়ের উম্মাহ, ইমরান ঃ ১১০)। হওয়ার গুরুদায়িত্ব কিভাবে পালন করবেন যদি না তারা প্রথমে পবিত্র রিসালাতে এলাহির জ্ঞান তথা কোরানী ও হাদিসী সত্য সঠিক জ্ঞান, ধারণা ও প্রতীতি ও তদসঙ্গে ন্যায়পরায়ন ও পরকল্যাণ মহৎ না হন?

শ্রেষ্ঠত্ব তো জ্ঞান, গুণ ও নৈতিক উৎকর্ষতার কারণেই শুধু অর্জিত হয়। শ্রেষ্ঠ দাবি করার চেয়ে ও শ্রেষ্ঠ মনে করে অহঙ্কারী হওয়ার চেয়ে বিনয়ী হয়ে প্রকৃত মুসলমান বনে যাওয়াটাই কল্যাণকর ও কার্যকরী। সত্য ধারণা প্রকাশের কার্যকরী মাধ্যম হল যুক্তি। আর তাই তো হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, যুক্তিই আমার ধর্মের মূল ভিত্তি এবং আল্লাহজ যুক্তির চেয়ে এত সুন্দর জিনিস আর বানান নাই (তৈরি করেন নাই)।

সত্যই ধর্ম এবং ধম্য সত্য হওয়াই স্বাভাবিক। সত্য রাস্তাই (সিরাতুল হক) আল্লাহর রাস্তা (সিরাতুল্লাহ সাবিলিল্লাহ) যা সহজ-সরল-সত্যপথ (সিরাতাল মুস্তাকিম)। প্রকৃত আত্মসমর্পণকারী নিবিষ্টচিত্ত মুসলিম, আহলুল্লাহ, ওয়ালী আল্লাহ, আনসারুল্লাহ, আমিনউল্লাহ ও হিজবুল্লাহগণ আল্লাহের রজ্জু, (হাবলিল্লাহ) অবলম্বন করেন। আর তান্ডব (শয়তানীচক্র) ও হিজবুশ শয়তান, মুনকার ফাসিকরা হতভাগা। সালেহীনদের (সৎকর্মশীলদের) মধ্যে পারস্পরিক আত্মীয়তার সদ্ভাব খুবই জরুরী। সিরাতুল্লাহ চিনতে হলে পুরো কোরান ও হাদিসের স্বচ্ছ ইলম লাগবে। যে কারণে সিরাতাল মুস্তাকিমের বিষয়ে পবিত্র কোরানে ইরশাদ হয়েছে যে, ইহাই সোজা সরল পথ, তোমরা এ পথই অনুসরণ করবে ও বক্রপথ অনুসরণ করবে না। পবিত্র কোরানের সত্যকে আল্লাহ পাক চিরন্তন আত্মার খোরাক বলে অভিহিত করেছেন সূরে ওয়াকেয়ার ৭৭-৮২ আয়াতে। আর এই কোরানী প্রত্যয়কেই মহানবী (দঃ) তার রূহের খাদ্য বলেছেন। তাই কোরানী জ্ঞানের অধিকারী না হলে আখেরাতের রিজক বা গেজা পাওয়া যাবে কি? মিথ্যা আরোপকারী ভ্রান্ত মনগড়া মতবাদের আশ্রয় নিয়ে ারা কৌতুকে মত্ত রয়েছে, তাদেরকে সেদিন জাহান্নামের আগুনে দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হবে (তুর ঃ ১২-১৩)।

মুসলমানদের মধ্যে যারা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে নানা মনগড়া ও ভ্রান্ত মতবাদ ও দলাদলিতে লিপ্ত তারা পরিষ্কারভাবে মহাপাপে নিমজ্জিত। এ বিষয়ে দলিলী (আল-কোরআনের) রেফারেন্সসহ ফিরকাবন্দী, মজহাববন্দি ও তরিকাবন্দির ভ্রান্তি নিরসনের জন্য আমার ইংরেজি প্রবন্ধ 'TRANSGRESSING SCHISMS AND SECTARIANISM' উল্লেখ্য। তাছাড়া আমার প্রায় ৬০,০০০ ইংরেজী থিওরী ও হাজার হাজার প্রবন্ধ (ইংরেজী ও বাংলা) প্রকাশের পথে ইনশা আল্লাহ যা পবিত্র কোরান ও হাদিস ভিত্তিক যুগ সমস্যার সমস্যার সমাধান কল্পে নিবেদিত। আমার ইংরেজী পুস্তক `THE SALVATION' (দি স্যালভেশন) যা বাংলাদেশের উন্নতিকল্পে লিখিত ও প্রকাশিত তা আজো উপলব্ধি করা হয়নি, কার্যকরী করা তো দূরের কথা। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত আমার বাংলা বই 'ব্যাভিচারের পরিণাম' তো নিঃশেষিত (বিক্রিত) অনেক আগেই যার ২য় সংস্করণ প্রকাশের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনে আজ প্রায় ৬ বছর যাবত পড়ে আছে। আমার রচিত ও প্রকাশিত বাংলা বই 'নূর-এ আখলাক' এর ২য় সংস্করণও ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৬/৭ বছর যাবত পড়ে আছে। এছাড়াও ইংরেজী বই (১) রেডায়েন্স (২) রিমেডী (৩) কগনিশন অব আল্লাহ-মারেফাতে এলাহী বিষয়ক ৩৫ খানা ইংরেজি প্রবন্ধ সম্বলিত পুস্তক) (৪) সমাধান (বাংলায়) (৫) ধনলিপ্সার পরিণাম (বাংলা) (৬) স্বনির্ভরতা পরিত্রাণ (বাংলা) (৭) স্যালভেশন সিরিজ-২ (ইংরেজী) প্রকাশের প্রতীক্ষায় আজো পড়ে আছে। এ দেশে তো প্রকৃত ধর্মপন্থা ছেড়ে বাজে কথা ও বাজে কাজই হচ্ছে বেশী যা নিষেধকৃত (আহযাব ঃ ৭০)। প্রত্যক্ষ ও কার্যকরী দিকদর্শনশূনা, বাজেয়াপ্তযোগ্য, আন্দাজ-অনুমানভিত্তিক উদ্ভট কল্পনা সমৃদ্ধ তথাকথিত ধর্মীয় পুস্তকের সমাহার তো সর্বত্র।

পবিত্র কোরান ও হাদিস অধ্যয়ন বিমুখতার কারণেই ধর্ম বিষয়ে এই সকল অজ্ঞতা। এই সকল অজ্ঞা, আন্দাজ-অনুমান, উদ্ভট কল্পনা-ভাববাদিতা অভিশাপ বৈ নয় যা ইরশাদ হয়েছে সূরে যারিয়াতের ১০ আয়াতে। অপরপক্ষে আল্লাহর পবিত্র কোরানই যে কেবল কার্যকরী হিকমত সে বিষয়ে ইরশাদ হয়েছে সূরে কামারের ৫ আয়াতে। হেদায়াত বা ধর্মজ্ঞানই সকল সমস্যা রোগ ব্যধির আরোগ্য ও আল্লাহর রহমত (ইউনূস ঃ ৫৮)। অজ্ঞতা ও পাপ মানুষকে পশুর চেয়েও অধম করে বলেই সূরে তীনের ৪র্থ হতে ৬ষ্ঠ আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, 'আমিই তো মানুষকে কত না সুন্দর করে বানিয়েছি। তারপরে ধীরে ধীরে তাকে রসাতলে পৌঁছে দিলাম। তবে যারা ঈমান এনেছে ও নেককাজও (সৎকাজও) করেছে তাদের জন্যই তো অফুরান (অফুরন্ত) পারিশ্রমিক রয়েছে।' ঈমান ও নেক কাজ (সৎকর্ম) অবিচ্ছেদ্য যা আখিরাতে শুভ পরিণামের জন্য শর্তমীল। তবে শুধু ঈমান এছ বললেই নেক কাজ (সৎকর্ম) করা যায় না, যদি কোনটা নেককাজ ও কোনটা বদকাজ তা পরিষ্কারভাবে জানা না থাকে। জানা মান্যতার পূর্বশর্ত। এ কারণেই আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (দঃ) ধর্মজ্ঞান ও ন্যায়পরায়নতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

তাহলে, মুসলমান জনগোষ্ঠী আজ ধর্মজ্ঞান চর্চা ও আদর্শবাদীতায় এত বিমুখ ও অমনোযোগী হওয়ার কি যৌক্তিকতা আছে? পবিত্র কোরানই তো জগৎবাসীর জন্য একমাত্র আল্লাহর স্থায়ী বিধান হিসাবে মওজুদ রয়েছে (বাইয়েনাহ ঃ ৩) তাহলে আজকাল কোরানীজ্ঞানের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী ও হাক্কানী-জ্ঞানীর এত প্রকট অভাব মুসলিম সমাজের সর্বত্র কেন পরিলক্ষিত হচ্ছে? এই জ্ঞান বিমুখতা ও অনীহা আমাদিগকে কি অনিবার্য পতন ও ধ্বংসের দিকে ধাবিত করছে না? শয়তানী চক্র (তাগুত) ঐ সকল লোকদেরই প্রভাবান্বিত করতে পারে যারা অজ্ঞ, বিভ্রান্ত, আল্লাহ-বিমুখ, সত্য-ন্যায় ও কর্তব্য বিস্মৃত। এ অবস্থা ব্যষ্টি ও সমষ্টির জন্য অভিশপ্ত অবস্থা।

পবিত্র কোরান তো সারা জাহানবাসীর জন্য উপদেশ। আর বিশেষ করে তাদেরই জন্য উপকারী যারা সরল, সহজ ও সত্যপথে

(সিরাতাল মুস্তাকিম) চলতে চায়, (সূরে তাফউয়ির : ২৭-২৮)। এ জন্যই বলি, পবিত্র কোরানের সত্য না জানলে হতভাগা হয়েই মরতে হবে। পবিত্র কোরান ও হাদিসের সুস্পষ্ট জ্ঞান ছাড়া জায়েজ-নাজায়েজ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বোঝা যাবে না এবং অন্ধভাবে, আন্দাজ-অনুমান করে পূণ্যকাজ করা যায় না মোটেই। চলুন! আজ হতেই সবাই গভীর মনোযোগের সাথে পবিত্র কোরআন ও হাদিস আরবীতে না বুঝলেও বাংলা তরজমা পাঠ করে জ্ঞান অর্জন করে সরলভাবে ন্যায় ও পরকল্যাণে জীবন উৎসর্গ করি। নচেৎ ঈমানদার ও নেককার মুসলমান হয়ে মরা যাবে না মোটেই। কারণ শুধু আল্লাহতে আত্মসমর্পণকারী মুসলিম-ই আল্লাহ ও তদীয় রাসুল (দঃ) এর হুকুম আহকাম জেনে মান্য করে চলেন। আর যারা গাফেল, জাহেল ও অবাধ্য স্বেচ্ছাচারী তারা ফাসিক ও শাস্তিযোগ্য, যদি তাওবাকারী পরহেজগার ও নেককার না হন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন যে, "অবশ্যই আল্লাহ তায়ালাকে তারাই ভয় করে চলে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাঁরা সুধী-মনিষী" (সূরে ফাতির : ২৮)। তাকওয়া ইলমে দ্বীনের শর্তশীল।

ইলমে দ্বীন (ধর্মজ্ঞান) পবিত্র কোরান ও হাদিসের মধ্যে লিপিবদ্ধ হেতু গভীর মনোযোগ সহকারে সঠিকভাবে হেকমত ও হাকিকত লাভের জন্য কোরানের আয়াতে করীমা (মুহকম ও মতাশাবিহা) অধ্যায়ন করে তাহকিক, ইয়াকিন ও সত্য দৃষ্টি লাভ করে পাপবর্জন ও পূণ্য অর্জনে সদা সর্বদা নিবেদিত থেকে আহলুল্লাহ (আল্লাহওয়ালা বা আল্লাহ-তে নিবিষ্ট) (অলি আল্লাহ) (আল্লাহর বন্ধু), আনসারুল্লাহ (আল্লাহর সাহায্যকারী), আমনিউল্লাহ (আল্লাহর বিশ্বস্ত) ও তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ (আল্লাহ পাকের স্বভাবে নিজ স্বভাব মন্ডিত করা) হওয়ার সাধানায় জীবনবাজী রাখলেই তো প্রকৃত মুসলমান হয়ে মারা যাওয়া যাবে, নচেৎ নয়। অজ্ঞ তো হতভাগা-ই। মুমিনগণ যেমন আল্লাহর বন্ধু তেমনি আল্লাহও মুমিনদের বন্ধু। তাই পারস্পরিক সাহায্যকারী হওয়ার-ই হুকুম হয়েছে সূরে সফ-এর ১৪ ও ইমরানের ৫২ আয়াতে। আমাদের সবারই এতটুকু জেনে নেয়া নিজ স্বার্থে অপরিহার্য যে, সকল সত্য ও সুপথই আল্লাহ প্রদত্ত (ইমরান : ৬০)। তাই যারা জেনেশুনে সত্যকে মিথ্যা দ্বারা আবৃত্ত করার জঘন্য চেষ্টা করে, কিংবা সত্য গোপন করে বা সত্য বিমুখ, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী, সত্য ও সত্যবাদীকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে কিংবা সত্য ও সত্যবাদীর বিরোধিতা করে অথবা সত্যপথ তথা আল্লাহর পথে চলার বাধা সৃষ্টি করে বা সত্যকে ও সত্যসাধক (সিদ্দিক)কে ঘৃণা করে কিংবা মিথ্যা বলে বা সত্য যাদের কাছে তিক্ত প্রতীয়মান হয়, তাদেরকে অভিশম্পাত করেছেন স্বয়ং আল্লাহপাক এ বলে যে, সেদিন অর্থাৎ ফায়সালার দিন মিথ্যাবাদীদের জন্য নিদারুন বিপর্যয় রয়েছে (সূরে মুরসালাত : ১৫, ১৯, ২৪, ২৮, ৩৪, ৩৭, ৪০, ৪৫, ৪৭ ও ৪৯ আয়াত)। আর আজকাল মুসলমানদের কি যে হয়েছে যে, সত্যকে ছেড়ে দিয়ে মিথ্যার বেসাতিতে মাতোয়ারা অনেকেই। এর কারণ এটাই যে, কিতাবের (আল কোরান ও সিহা সিত্তা হাদীস) খোঁজখবর তো অনেকেই রাখে না। ফলে, আন্দাজ অনুমানের আশ্রয় নিয়ে প্রথমতঃ বিভ্রান্ত, দ্বিতীয়ত : বিচ্যুত, তৃতীয়ত : সত্য বিষয় ও ঘটনা জেনেশুনেও মিথ্যা সাক্ষ্য দান এবং সত্যবাদী ও ন্যায়বাদীর সত্য ও ন্যায় বক্তব্যে গা জ্বালা ধরার মত পাপাচার তো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও সূরে মুরসালাতের মোট ৫০ আয়াতের মধ্যে ১০ আয়াতেই মিথ্যাবাদীর অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়ের ব্যাপারে হুশিয়ার করে দিয়েছেন। এছাড়াও সূরে মারিজের ১৭, বাকারার ৪২, ঝুমুরের ৫৯, কলমের ১১-১৩, মুমিনুন-এর ৭০-৭১ ও আম্বিয়ার-১ আয়াতেও মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী দিয়েছেন মহান স্রষ্টা, আইনদাতা ও হাদি আল্লাহপাক যিনি ন্যায়বিচারক ও পরম ফায়সালাকারী এবং পাপীকে কঠোর শাস্তিদাতা ও পূণ্যবানকে বিপুল পুরস্কারদাতা মুসলমানগণ নিজেদের মধ্যে ও বেদ্বীনদের মধ্যে পবিত্র কোরান ও হাদিসের শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে সদুপদেশ দান ও পরোপকার করেই শুধুমাত্র আনসারুল্লাহ বা আল্লাহর সাহায্যকারী হতে পারেন। কেননা আল্লাহ সামাদ (স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অভাবহীন)। তবুও তাঁর কল্যাণকর ধর্ম ইসলামের শিক্ষা, সুপথ, সুনীতি ও চিরন্তন সত্য একে অপরকে নসিহত করার মাধ্যমে (হিতোপদেশ বা সদুপদেশ দান করার মাধ্যমে) এবং গাফলতি পাপাচারের বিরুদ্ধে তিরস্কার করার মাধ্যমে নিজ নিজ ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হলেই আল্লাহকে সাহায্য করা হয়। যেহেতু মানুষ একে অপরের জন্য পারস্পরিকভাবে জ্ঞান ও পূণ্যের আদান-প্রদান করলেই শুধু আল্লাহর প্রতি সাড়া দেয়া ও সাহায্য করা হয়। আল্লাহ পরম ও সর্বদাতা মঙ্গলময়। ন্যায়পরায়নদের-ই শুভ পরিণাম (ত্বা-হা : ১৩২, ইনফিতার : ১৩, কাসাস : ৮৩) এবং আল্লাহর দেয়া আইন ও ন্যায়নীতির হদ বা সীমা লংঘন করলে ন্যায়কেও লংঘন করা হয় যা জুলুম। হুদুদুল্লাহ বা আল্লাহের সীমালংঘন-ই মহাপাপ (নেসা: ১৩-১৪ ও তালাক ১)। সীমালংঘনের সাথে সাথেই তাওবাতুন্নাসুহ করে পাপ হতে নিবৃত্ত নিস্পৃহ হয়ে পূণ্যবান হওয়ার জন্য ব্রতী হওয়াই মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। তাওবা ভাল কাজেরই দিকে আত্মাকে পরিচালিত করে। তাওবার বিষয়ে সূরে নেসার ১১০ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে।

উপরে উল্লেখিত মিথ্যাবাদীদের মত অনেক পেশাদার পীর ও ভন্ড দরবেশ মুসলমান সমাজে বিশেষ করে বাংলাদেশে আছে যারা জেনে শুনে সত্য ও সত্যের দলিল (পবিত্র কোরাান হাদিসে যা বর্ণিত আছে) গোপন করে। অথচ এ বিষয়ে আল্লাহর হুশিয়ারী রয়েছে সূরে বাকারার ১৪০ আয়াতে। যারা আন্দাজ ও অনুমানের উপর ভিত্তি করে নিজেদের মিথ্যা ও উদ্ভট কল্পনা লিপিবদ্ধ করে ধর্মের নামে ওয়াজ করে ও বই লেখে তাদের সম্পর্কে হুশিয়ারী, 'তাদের মধ্যে অনেকেই তো মূর্খ, যারা কিতাবের (কোরান) খোঁজ খবর রাখে না, শুধু মিথ্যা (মনড়া) কল্পনা ছাড়া। তারা শুধু বাজে কল্পনাই করে যাচ্ছে।' (বাকারা : ৭৮)। ধ্বংস হোক তারা, যারা নিজেদের হাতে কিতাব লিখে আর কম দামে তা বিক্রির জন্য বলে : এ যে আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে – হাতে যা লিখেছে সেসব বরবাদ হোক, আর যা কামাই করেছে তাও বরবাদ হোক (বাকারা : ৭৯)।

পবিত্র কোরান সম্পর্কে অজ্ঞ অথচ যথেচ্ছাচারী, আরাম-আয়েশী ও সুখী দুনিয়াদার যাদের কাছে সত্য কথা খারাপ লাগে তাদেরকে আজাব পাকড়াও করবে– এ সম্পর্কেও হুশিয়ারী রয়েছে সূরে মুমিনুনের ৬৩-৬৭ আয়াতে। আজকাল এমনতর লোকেরই তো দৌরাত্ম্য সর্বত্র। কোরান পাকই আল্লাহর চূড়ান্ত বাণী ও চূড়ান্ত সত্যধর্মের কিতাব (তারিক : ১৩) এবং ইহা কোন গাল গল্পও নয়

(No pleasantry) (তারিক : ১৪) বরং ইহা জ্ঞান সমৃদ্ধ কোরানুল করীম, হাকীম, ফুরকানুল হামিদ ও মজিদ (ইয়াসীন : ২, বুরুজ : ২১-২২) হুশিয়ারী শুধু ওহী পালনকারী রাহমানের ভীরু বান্দাহরাই সঠিকভাবে গ্রহণ করেন (ইয়াসিন : ১১)।

বাংলাদেশের মুসলমান নরনারীগণের একথা তো বেশ জানার কথা যে, কোন মানুষই একে অন্যের মাগফিরাত বা পরিত্রাণ ও পাপ মোচন করতে পারে না এবং আল্লাহ আর মানুষের মধ্যবর্তী কোন কিছুই নাই, যে কারণে সরাসরি আল্লাহকেই ডাকা বা দোয়া করার হুকুম হয়েছে। কারণ তিনিই (আল্লাহ পাক) সরাসরি সাড়াদানকারী মুজিবুদ দাওয়াত, সামিউদ দোয়া ও শাকুরু। আল্লাহর ডাকে (ইসলাম) সাড়া দেওয়ারও হুকুম হয়েছে (সূরা : ৪৭)। আল্লাহই শুধু হুকুমদাতা (হাকাম), হাকিম (সর্বজ্ঞ) এবং তাঁর হুকুমই আইন বা স্থায়ী বিধান (বাইয়েনাহ : ৩ ও কাসাস : ৮৮)। হুকুম ও নিজাম তো তাঁরই। কাজেই বানিয়ে কথা বলা ও মনগড়া আইন বানানো হারাম (আনকাবুত : ১৩)।

সরকারি, বেসরকারি বা নিজেদের অফিস আদালতে বা সংসার কাজেও অন্য সকল আচার ব্যবহারে যারা সত্য বিমুখ গাফেল, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী, যথেচ্ছাচারী, আল্লাহ ও রাসুলের (দঃ) হুকুম বরদারী করে না বরং অবাধ্য-স্বেচ্ছাচারী ও জালিম (যারা মনে করে তাদের কথা ও মর্জিই আইন ও নীতি-নিয়ম) তাদের বিষয়ে হুশিয়ারি এসেছে 'আপনি (হে নবী) তাকে মোটেই অনুসরণ করবেন না, যার অন্তরকে আমার জিকর সম্পর্কে উদাসীন করে রেখেছি, আর সে নিজের খেয়াল খুশী মোতাবেক খামখেয়ালীভাবে কাজ করছে, আর তার কাজকর্মও সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আপনি বলুন : তোমাদের পালন কর্তার কাছ থেকেই তো এই সত্য এসেছে। যার খুশি ঈমান আনবে আর যার খুশি অবিশ্বাস ও অস্বীকার করবে। আমি (আল্লাহ) তো জালিমদের জন্য আগুন তৈরি করে রেখেছি। তার বেড়া তাদেরকে ঘিরে রাখবে' (কাহফি : ২৮–২৯)। পুন:ইরশাদ হয়েছে, "যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে, নিশ্চয়ই আমি তাদের পারিশ্রমিক মোটেই বিনষ্ট করব না, যারা কাজকর্ম যথাযথভাবে ও ঠিকমত করেছে, একথা সত্য সুনিশ্চিত' (কাহফি : ৩০)।

অফিস-আদালতে আজকাল তো বড়কর্তা ও কর্মকর্তাদের খেয়াল-খুশী ও মর্জিই ন্যায়সঙ্গত আইন (Fairplay) ও নিয়মতন্ত্র (Rales Regulation) হিসেবে চলছে এবং সুষম বন্টন (Equity) ও যথাযথতাকে তো খুব কমই তোয়াক্কা করা হচ্ছে। ফলে, একদিকে দুর্নীতি ও খাতির তোয়াজ, অপরদিকে ন্যায্য পাওনা-বঞ্চনা ও নির্যাতন বেড়েই চলেছে।

এ অবস্থা কি খোদাভীরু সত্য ও ন্যায়বান মুসলমানদের? স্বাধীনতার পরে সব মুসলমানই আল্লাহপাক হতেও মুক্ত স্বাধীন হয়ে গেলো নাকি? ভাবখানা তো এমন যে, মুসলমান বলে পরিচিতি যে দিচ্ছে, তাতে যেন সে আল্লাহ ও রাসুল (দঃ) কেই যেন বাধিত করে ফেলেছে?

আফসোস! দুঃখ হয়, এ জাতির মুসলমানদের জন্য। এখন তো সত্য কথা বললে আধ্যাত্মিক কথা ও অন্যরকম লোক বলে অনেকে মনে করে। ইহা কিসের আলামত? এ অবস্থা কি ইহা প্রমাণ করে না যে, কোরানী ও হাদিসী হক কথা বললে (ঐ সকল লোকদের কিতাবের অর্থাৎ কোরানী ও হাদিসী জ্ঞানের কোন খোঁজ খবর না থাকার কারণে) তারা হঠাৎ যেন হতবিহ্বল ও আশ্চার্যন্বিত হয়ে আকাশ হতে মর্তে পড়ে মূর্চ্ছা যাওয়ার হালে চলে যায়? কি বিচিত্র, কি বিকৃত এই হাল (অবস্থা)।

মুসলমানদের কোরান ও হাদিস শরীফের জ্ঞান থাকালেই তো এ হাল (অবস্থা) হওয়া স্বাভাবিক। তবে, এ দেশে ইসলাম আসার পর মনে হয় এমনতর হাল অতীতে কখনও হয় নাই। কারণ, আগেতো পশ্চিমের সঙ্গে যোগাযোগ অবাধ ছিল এবং বিদ্যাপিঠগুলির সঙ্গে ও প্রসিদ্ধ মনীষীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ সুবিধাও ছিল। আর এখন তো এখানে প্রায় সবাই মনীষী না হলেও বেশ জানে, কারো চেয়ে কেউ কম জানে না–তাছাড়াও না জানলেও স্বীকার করলে তো মহাপাপ হবে।

অহংকার, পরশ্রীকাতরতা, ঘৃণা, সত্য ও জ্ঞান প্রতিহত করা, বাধার সৃষ্টি করা, জ্ঞানীর প্রতি কটাক্ষ ইত্যাদি তো আজকাল মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ধর্মের ব্যাপারে অনেকেই কামেল, বুজুর্গ ও বই পুস্তক লিখছে, এমনকি কলেমা তৈয়ব লিখছে শুধু লা ইলাহা ইল্লালাহু (মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'র উল্লেখই নাই) অথচ বই এর নামকরণ হয়েছে "নাজাতের পথ"। আবার অনেক পন্ডিত আছেন দ্বীন ও ঈমান বিষয়ে প্রবন্ধ লিখছেন নিজের মনগড়া দর্শন দিয়ে যা পবিত্র কোরান, হাদিস, ঈমান ও তাওহিদি হকিকতের খেলাফ।

কি করব? এদের দ্বারাই তো বাজার ও কিস্তি মাত। আমার নিকট আমার দ্বারা শুদ্ধকৃত বেশকিছু সংখ্যক ধর্মীয় পুস্তক মওজুদ আছে যা বাজেয়াপ্তির যোগ্য। কেননা মিথ্যাকে তো ইসলাম বলে চালিয়ে দেয়ার ছাড়পত্র দেয়া যায় না। দলিলহীন উদ্ভট কল্পনা ও আন্দাজ-অনুমানকে ধর্ম বানিয়ে নেওয়ার অনুমতি দেয়া অসম্ভব। কেন যে আন্দাজ-অনুমান সর্বস্ব আত্ম-প্রত্যয়হীন লোকেরা ধর্ম ন্যায়-নীতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বলাবলি ও লেখালেখি করে নিজে গোমরাহ হয়, অন্যকেও গোমরাহ করে তা বোধগম্য নয়। সত্য হীনভাবে পন্ডিত্য হয় কি? যা হয় তা হল, অহমিকা-অহঙ্কারের নফসে আম্মারার চরিতার্থতা এবং সস্তা ও ক্ষণস্থায়ী জনপ্রিয়তা, যশ ও খ্যাতি।

আমি ইনশাআল্লাহ পরে আস্তে আস্তে সব ভ্রান্ত অকার্যকরী ও ভন্ডুল কর্মকান্ডই জনসমক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা করব, যেহেতু জনসমক্ষে তুলে ধরার দায়িত্ব আমার আছে। এখনতো অনেক ব্যস্ত আছি। চলুন সবাই সাচ্চাকেই অবলম্বন করে, "সাচ্চা গুড় আঁধারে মিঠা" প্রমাণ করি।

"মিথ্যাচারী তো হিজবুশ ময়তান আর সত্য প্রভাষক ও লেখক তো হিজবুল্লাহ (মুজাদিলাহ : ১৯-২২)। শুধু সত্য-ই তো চিরন্তনভাবে আমাদের রূহের খোরাক (জীবিকা), যা আল্লাহ স্বয়ং ঘোষণা করেছেন সূরে ওয়াকিয়ার ৭৭-৮২ আয়াতে' সত্য ছাড়া তো ইসলাম নাই, তাই ধর্মও হয় না অন্তত: মুসলমান নরনারীর জন্য। কোরান পাক তো খোদাভীরু গায়েবে বিশ্বাসী মুসলমানদের-ই হিদায়াতের জন্য (বাকারা : ২-৫)। যেহেতু কোরানী সত্যই আমাদের চিরন্তন জীবনের গেজা (খাদ্য-খোরাক) তাই তো মহানবী (দ.) তার ইয়াকীনকেই তার রূহের খাদ্য বলেছেন। এ বিষয়ে আমার ইংরেজী প্রবন্ধ Food of human soul উল্লেখ্য।

হেদায়েত তো শুধু পূণ্যবানদের জন্য, যেহেতু আল্লাহ ৮ প্রকারের মানুষকে হেদায়াত করেন না–যাদের মধ্যে, অবাধ্য দূরাচারী মহাপাপী ফাসেকও রয়েছে। কাজেই হেদায়াত পেতে হলে সর্বাগ্রে সকল প্রকারের কবীরা গোনাহ তথা নাফরমানী সম্পূর্ণ রূপে ছেড়ে দিতে হবে, নচেৎ জ্ঞানচর্চাও পরিণামে ভন্ডুল হতে বাধ্য। ইহা আল্লাহর হুকুম 'ইন্নাল্লাহা লা ইয়াহিদয়াল কাওমিল ফাসেকিন' এবং কোরানী বর্ণনানুযায়ী ১৬২ রকমের কবীরা গোনাহ ও গোনাহগার আছে। আমাদের সবার মধ্যে এত কবীরা গোনাহ থাকা কি শুভ লক্ষণ? আমরা তো কলেমা ও বাইয়াতের শুরুতেই আল্লাহর ধর্ম ইসলামের সত্য প্রথমে শুনে মেনে নিয়ে ঈমান এনেছি 'সামিয়ানা ওয়া আতান' (শুনলাম ও মানলাম–আল কোরান)। তাই, শ্রুত সত্যকে পরে কিতাব হতে (আল কোরান ও সিহা সিত্তা হাদিস হতে) জেনে নিয়ে তদনুযায়ী জীবন যাপন করা আমাদের কর্তব্য।

তবে, কে কতটুকু জেনে মানল, সেটাই আসল। কারণ, না জানলে মানা বা করা বা হওয়া বা অন্যকে বলা কিছুই হয় না। বাইয়াত বা আনুগত্যের অঙ্গীকার (আল্লাহ ও রাসুলুল্লাহ (দঃ) ও তাদের হুকুম আহকাম) বিষয়ে আমার বাংলা প্রবন্ধ (যা বিমানের ধর্মবিষয়ক মুখপত্র 'দিশারীতে' প্রকাশিত) উল্লেখ্য।

ধর্ম আগে না বিশ্বাস আগে তথা ধর্মশূন্য বা বিবর্জিত বিশ্বাস (ঈমান) কিংবা ধর্মজ্ঞানহীন ঈমান (ধর্ম না জানলে ঐ না জানা অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তির জন্য) ফাঁকা (Shallow-hollw) ও মূল্যহীন। তাই হাদিসে আছে যে, যার ধর্মজ্ঞান নাই তার ঈমান নাই। এখানে অজ্ঞ ও অবিশ্বাসী-অস্বীকারকারী অন্ধ বরাবর ও সমার্থবোধক। যারা এখানে (দুনিয়াতে) অন্ধ তারা আখিরাতেও অন্ধ (বনি ইসরাইল : (২)। আর এই ভ্রান্তি ও বিচ্যুতি দূরীকরণার্থেই আমি তাওহিদী তাহক্কিক প্রচার মজলিশের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে 'দ্বীন ও ঈমান নামক বাংলা গ্রন্থ রচনা করেছি (প্রায় ৪৫০ পৃষ্ঠা), যা প্রকাশের পথে।

ধর্মের উপরই তো ঈমান আনা হয়েছে। ধর্মহীন ঈমান তো ঈমানই নয়। কারণ ইসলাম ধর্মেই চূড়ান্ত ও সামগ্রিক সত্য আল্লাহ বাতলে দিয়েছেন। আর, কোরান ও হাদিস শরীফ (সিহা-সিত্তা) ও ইজমায়ে মুহাক্কেকিন-মুখলেসিনই ইসলাম। এর বাইরে কারো মনগড়া ধারণা, আন্দাজ-অনুমান, উদ্ভট কল্পনা বা নতুন আবিষ্কার (বিদাত) ইসলাম নয়। আর, কোন লোকের কপট প্রতারণা ও চালবাজী-ভোজবাজিও ইসলাম নয় বা কোন শাসক-প্রশাসকের মর্জি ও হুকুমও ইসলাম নয়।

তাই, হুশিয়ার! আর হুঁশ ছাড়া হুশিয়ার কেহই হতে পারে না। তাই, এই হুঁশ অপরিহার্য। কারণ, আখেরাতের বিচার ও দরজা (মর্তবা, স্তর, মকাম, অবস্থান) এই হুঁশের ভিত্তিতেই হবে (sense proportion-এর ভিত্তিতেই হবে)–হাদিস বায়হাকী।

যেহেতু আল্লাহ কোন অবাধ্য সীমালংঘনকারী ফাসিক-কীবরা গোনাহগারকে হেদায়াত (সত্য-সঠিক ধারণায় সত্যপথ বা সুপথের প্রত্যয়দীপ্তি) দেন না, তাই যারা কোরান ও হাদিস শরীফ অধ্যয়ন করেছে ও নিজেদেরকে আলীম মনে করে অথচ কোন না কোন প্রকারের প্রকাশ্য বা গোপন পাপে লিপ্ত (অপরিণামদর্শী ও যথেচ্ছাচারীরূপে তাকওয়া ও তাওবাহীনভাবে তারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তাওবাকারী ও পরহেজগার না হলে সুপথপ্রাপ্ত নয়। অর্থাৎ সত্যসঠিক ধারণায় প্রত্যয়দীপ্ত সত্যদ্রষ্টা-জ্ঞানী নয়, যদিও তারা নিজেদেরকে আলীমই মনে করে। এ বিষয়ে সূরে যুখ রূফের ৩৬ আয়াত সুস্পষ্ট– যেমন ইরশাদ হয়েছে, "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম-মানা (উপদেশ) সম্পর্কে অন্ধ বনে যায়, তার উপরে একটা শয়তান চাপিয়ে দিয়ে থাকি। সুতরাং সেই শয়তান তার সাথেই থাকে আর তাকে সুপথে চলার পথ থেকে শয়তান এই ব্যক্তিকে ফিরিয়ে রাখে, অথচ সে ভাবতে থাকে যে, সে সঠিক পথেই রয়েছে।'

ধর্ম বিজ্ঞ অথচ পাপে লিপ্তদের জন্য এ মহাউপদেশ খেয়াল রাখা দরকার। আজকাল আলীমদের ওয়াজ ও নসিহতে জনসাধারণের তাছির না হওয়ার কারণ আছে। যেমন আলীমদের মধ্যে যারা মুকিন নয় অথচ প্রত্যয়হীন ও দৃঢ় না হয়েই হয়ত বক্তৃতা-ভাষণ-ওয়াজ করছে কিংবা আলীম নিজেই অন্তরে ও কাজকর্মে জুলুম, নেফাক ও নাফরমানি করছে, এ বিষয়ে আলীমদের খেয়াল করে চলার আবদার রইল। তাছাড়া জনগণের ভাত-কাপড়-বাসস্থান-চিকিৎসার ব্যাপারে ও বেহেশতের ব্যাপারে ছেড়ে দিয়ে কেবল একদেশদর্শী পাপাচারের জন্য দোজখের ভয় দেখানোও উচিত নয়। কারণ, সাধারণ্যে যদিও হুজুর (দ.) কে নবী (সুসংবাদ দাতা) বলে সবাই জানেন, নাজির (ভয় প্রদর্শনকারী) রূপে খুব কম লোকেই জানেন।

তবে, কোরান ও হাদিস শরীফ বিজ্ঞ প্রচারকগণকে (পেশাদার পীর নহে) নবী (দঃ) এর নাবা বা সুখবর (অর্থাৎ সৎকর্মশীল মুমিন-মুসলমান-মুকিনদের জন্য পুরস্কারের কথা) বেশী বেশী বলে পূণ্যে-পূণ্যবানকে আরো উৎসাহিত করা উচিত। আর অজ্ঞ, বিভ্রান্ত, গাফেল, জালেম, পাপীদেরকে পাপের পরিণামের বর্ণনা দিয়ে (যাতে আরও বেশি পাপ না করে) ও তওবাতুন নাসুহার তাৎপর্য তুলে ধরে পূণ্যে অনুপ্রাণিত করার জন্য ব্যাপক প্রচার জরুরি ও অপরিহার্য। আল্লাহ তো পাপের জন্য কঠোর শাস্তিদাতা (শাদিদুল

ইকাব), সারিউল হিসাব (সত্বর হিসাব গ্রহণকারী-পূণ্যবান ও পাপী উভয়ের জন্যই) তওবা কবুলকারী (তাওয়াবুর রাহীম), ক্ষমাশীল দয়ালু (গাফুরুর রাহিম) ও বিপুল পুরস্কারদাতা (ওয়াহহাব)। আলহামদুলিল্লাহ!

পাপী তাওবা করে পাপ হতে বিরত না হওয়া ও না থাকা পর্যন্ত জ্ঞানী নহে। কারণ জ্ঞান, ঈমান আর পাপ একসঙ্গে চলতে পারে না। এ জন্যই মহানবী (দঃ) ইরশাদ করেছেন যে, যখন কোন মুমিন জেনা করে, তখন সে মুমিন থাকে না, তবে তাওবা (অনুশোচনা, দোষ স্বীকার, আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া ও পাপ ছেড়ে দেয়ার ওয়াদা পূর্ণ করে পাপ ছেড়ে দেয়া ও পূণ্য করায় ব্যাপৃত থাকা) করলে ঈমান ফিরে পায়। কাজেই এ বিষয়ে আলেম সম্প্রদায়কে দৃষ্টি দেয়ার আবেদন করছি। আসল বিদ্বান তারাই যারা ন্যায়পরায়ন ও আমলে বিদগ্ধ।

ইসলামে হেরফের, কমবেশী বা অতিরঞ্জন নাই। সত্য সত্যই, সত্যকেই সত্যবাদী অকপটভাবে উপস্থাপন করবেন, তাতে নিজের যোজনা নাই বলেই মুসলমান ধর্মযাজক হতে পারে না। মুসলমান হল-হুবহু প্রচারক-প্রভাষক, ধারক, বাহক ও সত্যানুযায়ী ন্যায়ানুগ ও পরকল্যাণকর্মী। যারা অজ্ঞ অথচ ধর্মের কথা বলে এবং যারা বিজ্ঞ অথচ পাপকার্যে নিয়োজিত অথচ ধর্মের কথা কপট ও আত্মপ্রতারক হয়ে প্রচার করে–এই উভয় শ্রেণীই জনগণকে ধোকা দেয়। ধর্মজ্ঞানের উদ্দেশ্য পূণ্য-ভালাই ও কল্যাণ-পরিত্রাণ-শান্তি এই জন্যেই বিজ্ঞরা কখনো জ্ঞানের বিনিময়ে দুনিয়াদার হতে পারেন না। হাদিসে দুনিয়া-সর্বস্ব আলীমকে লানত দেয়া হয়েছে। হাল জেজাউল এহসান ইল্লাহ এহসান (সূরে রাহমান : ৬০) ই হল ধর্মজ্ঞান ও ধার্মিকতার মূলমন্ত্র। আলীমই মুত্তাকী, মুমিন, মুসলমান, মুকিন, পরহেজগার, সিদ্দিক, সাদিক, আদিল, মুকসিত, সালেহ, মুহসিন, জাকির, শাকির, মশকুর।

তিলকে তাল করা জায়েজ নহে। কেননা ইহা ন্যায়ানুগ নহে। তবে, সত্যকে মূল রেখে ভাষার মাধ্যমে সত্য সঠিক ধারণা বা তাহকিক ও ফিকহকে (সমঝ) তাফসিরের জন্য সংকোচন ও সম্প্রসারণ জায়েজ।

এ জন্যই অসীম সত্যকে আল্লাহ চূড়ান্ত আকারে পবিত্র কোরানে মাত্র ৩০ পারায় মোট ১১৪ খানা সূরায় প্রকাশ করলেন যা কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতি অকূল ও অসীম হিসাবেই পাবে। এখানে তো কম কথায় বেশী জানানো ও বুঝানো হয়েছে, তবে মূল ঠিকই আছে। তবে সত্যে হেরফের করার কোন গুঞ্জায়েশ নাই বলেই হেরফের হারাম।

মূলসত্য (বরহক) অপরিবর্তনীয় যেমন ইরশাদ হয়েছে সূরে আনামের ১১৬ আয়াতে যে, 'আল্লাহর কালাম হক-ইনসাফের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ (perfect)'।

আমাদের সমাজে পূর্ব হতে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রম চালু আছে (মাদ্রাসার শিক্ষা-ব্যবস্থাও সংশোধনযোগ্য) তা ইসলামের সত্য ও ন্যায়ের মাপকাঠি অনুযায়ী অকার্যকরী। আর তাই, উচ্চ শিক্ষিত লোকেরা বড় বড় পদাধিষ্ট নির্বাহী হিসাবে অবসর গ্রহণের পরেই তথাকথিত বানপ্রস্থের ন্যায় পবিত্র কোরান ও হাদিস অধ্যয়ন করেন। পীর বুজুর্গদের নিকট যাওয়া-আসা করেন, ইবাদত বন্দেগীতে বেশী লিপ্ত হন এবং জিকির আজকার, তাসবিহ-তাহলিল, ধর্মীয় বই-পুস্তক অধ্যয়ন ইত্যাদিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অথচ শিক্ষা ব্যবস্থায় কোরানী ও হাদিসী হকিকত পাঠ্যক্রমে থাকলে ইলম একিন, কামালিয়াত ও তাজকিয়া যৌবনকাল হতেই Regular Process-এ হাসিল হতে পারত ও উন্নত দরজা (মকাম, মর্তবা, স্তর, অবস্থান) সাবিত কদম হিসেবেই হাসিল হত আল্লাহর খাস রহমতে। কারণ, যারা আল্লাহর রাস্তায় ধর্মজ্ঞান ও পূণ্যের সাধক তাদের আল্লাহ সাহায্য করেন ও জ্ঞান বাড়িয়ে দেন, যে কারণে 'রাব্বি জিদনি ইলমা' (হে আল্লাহ! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন–সূরে ত্বাহা ও 'ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম' (আমাদিগকে সহজ সরল সত্যপথে পরিচালনা করুন)– এর মোনাজাত জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত একান্ত জরুরি ও অপরিহার্য।

ধর্মজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে Syllabii-হতে নির্বাসিত কারবালার পর হতেই। কেউ তো ভরসাই পায় না যে, কোরানী জ্ঞান এত প্রগতিশীলভাবে তাদেরকে চালাতে পারবে আর কেউতো ভীষণ ভয় পায় বলে আপসে চুপ থেকে গোপনে কাজ করে, যাতে কোরানী ইলম মুসলমান ছাত্রছাত্রী না পায়।

বাজে কথা ও বাজে বর্জনীয় (আহযাব : ৭০) ও হাদিসে ইরশাদ হয়েছে যে, মুসলমানের আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতার প্রমাণ হল যে, যে কথা ও কাজ বা ব্যবহার তার নিজের জন্য প্রয়োজনীয় ও যথাযথ নয়, তৎপ্রতি সে ভ্রুক্ষেপ করে না।

ধর্মজ্ঞানের গুরুত্ব, মর্যাদা ও অপরিহার্যতার বিষয়ে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ হাদিস নিম্নে বর্ণিত হল : –

(১) "যারা আলীমকে সম্মান করে, তারা আমাকে সম্মান করে"।

(২) "তারাই বেহেশতে প্রবেশ করবে যাদের অন্তর সত্যদীপ্ত, ন্যায়বান, পবিত্র ও দয়ালু"।

(৩) "কেহই সত্য অর্থে সত্যবাদী ও সত্যদীপ্ত নয় যার ভাষণ সত্য নয়, যার কর্ম সত্য নয় ও যার চিন্তা সত্য-তাত্ত্বিক নয়"।

(৪) "তোমরা সদা সর্বদাই পূণ্য ও সত্যে নিবিষ্টচিত্ত থাকবে যাতে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করতে পারে"।

(৫) "আমি যে নূর প্রাপ্ত হয়েছি, তাতেই আমি অবস্থান করি"।

(৬) "আমার কালাম আইন, আমার উদাহরণ হল নীতি এবং আমার অবস্থা-ই হল সত্য"।

(৭) "মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যে মন্দস্বভাবের জ্ঞানী এবং সর্বোৎকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যে নাকি ভাল স্বভাবের জ্ঞানী"।

(৮) " ঐ সময় সন্নিকটবর্তী যখন ইসলামের মাত্র নাম ছাড়া বাকী কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না এবং কোরানের শুধু উপস্থিতি এবং মুসলমানদের মসজিদ প্রকৃত জ্ঞানহীন ও সালাতহীন অবস্থায় থাকবে এবং বিজ্ঞ লোকেরাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে এবং বিবাদ বিসম্বাদ এমনতর বিজ্ঞদের পক্ষ হতেই উত্থিত হবে এবং এসব তাদেরই উপর বর্তাবে"।

এ অবস্থায়ই তো আমরা দিনাতিপাত করছি। তাই নয় কি?

(৯) "বেশী বেশী ধর্মজ্ঞান বেশী ইবাদত-সালাত হতেও শ্রেয় এবং ধর্মের সমর্থন হল পরহেজগারীতে"।

(১০) "রাতে এক ঘন্টাকাল ধর্মজ্ঞান শিক্ষা দেয়া সারারাত জেগে ইবাদতের চেয়েও শ্রেয়"।

(১১) " যারা ধর্মজ্ঞান তলব করে ও অর্জন করে তাদের জন্য ২টি পুরস্কার ১টি হল জ্ঞানার্জনের নেক নিয়তের জন্য ও অপরটি হল অর্জন করার জন্য এবং যদিও সে জ্ঞানর্জনে সমর্থ নাও হয় তবুও তার জন্য ১টি পুরস্কার থাকে"।

(১২) "যে ব্যক্তি ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানচর্চা করে, সে নবীদের চেয়ে মাত্র এক স্তর নিচে অবস্থান করবে"।

(১৩) "নিশ্চয়ই অজ্ঞ আবেদের চেয়ে বিজ্ঞ মুমিনের মরতবা (মর্যাদা) সকল তারকার উপরে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায়"।

(১৪) "নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে বিজ্ঞ ও ন্যায়পরায়ন শাসকই সর্বোত্তম আর মন্দস্বভাবের অজ্ঞ শাসক সর্বনিকৃষ্ট"।

(১৫) "যা সত্য শুধু তাই বলবে (লিখবে ও করবে) যদিও তা জনগণের নিকট তিক্ত ও বিরাগ উৎপাদক (বিরক্তিকর)"

এ হাদিস হতে প্রত্যেক সত্যসাধক, সত্য প্রচারক ও লেখকের শক্তি সঞ্চয় করা কর্তব্য।

(১৬) "কাউকেও যুক্তিবহির্ভূত অতিপ্রশংসা করো না"।

(১৭) "ধর্ম তিরস্কারক এবং ইহার অর্থ পবিত্র হওয়া"।

(১৮) "আল্লাহপাক যুক্তির চেয়ে উত্তম-বিশুদ্ধ ও সুন্দর আর কোন কিছুই সৃষ্টি করেন নাই। আল্লাহ এই যুক্তির কারণেই কল্যাণ করেন এবং সমঝদারী-যুক্তির দরুনই লাভ হয় হৃদয়ঙ্গমতা এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টিও যুক্তিরই কারণে এবং ইহার কারণেই পুরস্কার ও সাজা"।

(১৯) "অন্য নবীদের অলৌকিকত্ব ছিল, আমার মোজেজা পবিত্র কোরান যা চিরদিন থাকবে"।

(২০) "ধর্মজ্ঞানীদের ভাষণ শুনা, অন্যকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া ধর্ম-কর্ম করার চেয়ে উত্তম"।

(২১) "শহীদের রক্তের চেয়ে ধর্মজ্ঞানীর কলমের কাল কালি পবিত্র"।

(২২) "আল্লাহর সৃষ্টি রহস্যের উপর এক ঘন্টা ধ্যান করা ৭০ বছরের একাদতের চেয়ে উত্তম"।

(২৩)"ধর্মজ্ঞানার্জন কর। ইহা ভাল মন্দের পার্থক্য বুঝায়, ইহা বেহেশতের পথ সুগম করে। ইহা মরুভূমিতে বন্ধুর কাজ করে, ইহা সুখের দিকে পরিচালনা করে, ইহা দুঃখের দিনে রক্ষা করে। ইহা বন্ধু বান্ধবদের মাঝে অলংকার সদৃশ এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে বর্মের ন্যায়"।

(২৪) "জ্ঞানের দ্বারা মানুষ ভালাইর উন্নত স্তরে পৌঁছে, মহত্বের স্তরে পৌঁছে জগতের অমাত্যবর্গ ও শাসনকর্তাদের সহচর্য্য লাভে সমর্থ এবং পরকালে চিরন্তন পরিপূর্ণ সুখের দিকে পরিচালনা করে"।

তাই, সবাইকে বলি, ধর্মজ্ঞানের যে কি গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা তা অনুধাবন করুন ও সে জন্য এবং জ্ঞানকে বাড়িয়ে দেয়ার জন্য সকলেই জ্ঞানদাতা আল্লাহতালার নিকট মোনাজাত করুন, "রাব্বি জিদনি ইলমা" (হে আল্লাহ! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন"–সূরে ত্বাহা : ১১৪) এবং পবিত্র কোরান ও হাদিস সুগভীর মনোযোগ-মনোনিবশে সহকারে অধয়ন করুন যাতে অজ্ঞতা, বিভ্রান্তি, বিকৃতি ও বিচ্যুতি বিদূরিত হয়।

আত্মচেতনা আসলে সত্য ও ন্যায় চেতনার মাধ্যমে উন্নততর চিন্তাধারায় পরম সত্য (আলহাক্ক) ও পরম ন্যায়কর্তা (আল আদলু ওয়াল মুকসিতু) তথা মাসালুল আলা (সর্বোত্তম উপমা) আল্লাহর নৈকট্য লাভ। (বান্দা ও আল্লাহের মাঝামাঝি আর কিছুই নাই। বান্দা ও আল্লাহের মধ্যে কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই–আল কোরান।

অর্থাৎ সত্য প্রত্যয়দীপ্ততা, দৃঢ় সত্য প্রতীতি, সুদৃঢ়বিশ্বাস, দিব্যজ্ঞান, প্রত্যক্ষ সুদৃঢ় প্রতীতি সুগভীর দৃঢ়আত্মপ্রত্যয় (convicticn-certitude affirmation-unity of self-evident truth with revealed truth) ও আত্ম-উৎকর্ষতা লাভ হলে ঐ আত্ম-উৎকর্ষশীল বান্দা (ব্যক্তি) এবং সর্বজ্ঞ, সর্বগুনধর (হাকিম-হামিদ)– আল্লাহর মধ্যে ব্যবধান খুবই অল্প। যে কারণে সাবিক মুকাররাব (ধর্মজ্ঞান ও সৎকাজে অগ্রবর্তীরাই আল্লাহর ঘনিষ্ঠ) এবং মহানবী (দঃ) কে আল্লাহ সূরে আলাকে ১৯ আয়াতে হুকুম করেছেন "ওয়াসজুদ ওয়াকতারিব"- " সেজদা করুন ও নৈকট্যলাভে তৎপর হউন"।

এতে ইহাই স্পষ্টত প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আত্মপ্রত্যয়শীল মুকীন বা সার্বিক-সাজিদদের সচেতন সেজদা-ই আল্লাহর নৈকট্যের একমাত্র সোপান।

এ বিষয়ে, সিরাতাল মুস্তাকিম কি, সে সম্পর্কে জানাও জরুরী। সূরে আনামের ১৫৪ আয়াতে আল্লাহপাক হকুম করেছেন যে, ইহাই আমার, সহজ সরল সোজা পথ। তাই তোমরা ইহাই অনুসরণ করবে। অন্যপথ অনুসরণ করবে না। যদি কর, তা বিপথ, ভ্রান্তি ও মিথ্যাপথ হেতু তোমাদিগকে বিচ্যুত করে ফেলবে। তোমাদের এসব ব্যাপারে তাগিদ করা হচ্ছে যেন তোমরা পাপ পরিহার করে পরহজেগার হয়ে মৃত্যুবরণ করতে পার।

সব বালেগ নর-নারীই পাপ বুঝে। কাজেই যখন তারা পূণ্যের কথা জানে না, বুঝে না বলে জাহির করে–তা গ্রহণযোগ্য নহে। বর্তমানে অনেকেই আমার বই কঠিন ও জটিল বলে মনে করে। এতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, এ দেশের মুসলমান নর-নারীগণের কাছে কোরান ও হাদিস শরীফের সত্যটুকু প্রকাশিত প্রচারিত হয়নি। তা না হলে, আমার বইয়ের কথা তাদের নিকট দুর্বোধ্য মনে হতো না।

মৃত্যুবৎ মানসিক যন্ত্রণা নিবৃত্তির জন্য তওবা।

অভিশপ্ত অজ্ঞতা দূর করার জন্য ধর্মজ্ঞান অর্জনে নিষ্ঠা ও কঠোর সাধনা-বিমুখ বিস্মৃত কোন মুসলমানই সৌভাগ্যবান নহে।

হাজা সিরাতাল মুস্তাকিম (ইহাই সিরাতাল মুস্তাকিম) এই জন্যই বলা হয়েছে যে, সম্পূর্ণ রিসালাত তথা কালামুল্লাহ, কাওল ও ফেয়লে নবী (দঃ)-ই হেদায়াত বা সিরাতাল মুস্তাকিম। ইহা না জেনে, না মেনে, নিজের মর্জি বা প্রবৃত্তির নিবৃত্তি মহাপাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা, ধর্মই নৈতিকতার উৎস।

আল্লাহর কাছ থেকে যে সত্য এসেছে যা পবিত্র কোরান ও সিহা সিত্তা হাদিসে (কালামুল্লাহ-পবিত্র কোরান এবং কওলে নবী ও ফেয়লে–হাদিস বা সুন্নাহ) লিপিবদ্ধ, সর্বসাকুল্যে তাহাই সিরাতাল মুস্তাকিম। এখানে আন্দাজ-অনুমান ও প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কাজ করার কোন গুঞ্জায়েশ নাই।

বুখারী শরীফে আছে, মোহাম্মদ (দ.) ইরশাদ করেন, "নিশ্চয়ই ধর্ম সহজ। কিন্তু কেহ যদি উহাকে কঠোরতার সহিত সম্পাদন করতে চায় তবে সে উহা পালনে অক্ষম হইয়া পড়িবে। সুতরাং সর্বদা মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর। সহজ, সরল পথে চল। সন্তুষ্ট থাক"।

মিথ্যাচারিতা, আত্মপ্রতারণা ও আত্মপ্রবঞ্চনা অর্থাৎ কপটতা শঠতা এক সূতায় বাঁধা। অর্থাৎ কাজ্জাব (মিথ্যাবাদী, মিথ্যুক) মোনাফেকও (কপট) বটে। মিথ্যাচারিতা দুই প্রকারের। প্রথমত: আল্লাহ যে সত্য পাঠিয়েছেন (ইমরান : ৬০ ও বনি ইসরাইল ১০৫) তা না জেনে নিজস্ব মনগড়া আন্দাজ-অনুমান ও উদ্ভট কল্পনাকে সত্য বলে মনে করা, বলা ও কাজ করা যা আসলে বাতেলে।

দ্বিতীয়ত : জেনেশুনে সত্য, সত্যের দলির গোপন করা ও মিথ্যার আশ্রয় নেয়া (বাকারা : ৪২)।

ঈমান ও সৎকর্ম অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য। যার পূর্বশর্ত ইলমুদ্দীন (দ্বীনের ইলম তথা জায়েজ-নাজায়েজ জ্ঞান) ও জ্ঞান হাসেল করে সৎপথ অবলম্বন করার দৃঢ়-প্রত্যয় ও কার্যকরী কর্মসম্পাদন। বিষয় ও পদ্ধতিগত জ্ঞান (Subjective and objective methodology) ছাড়া কেহ কোথাও, কখনও কোনও কার্যকরী ও উপকারী (কল্যাণকর) কর্ম, ধর্মকর্ম, সাহিত্য–শিল্পকর্ম, অর্থনৈতিক-সামাজিক, প্রশাসনিক বা অন্য কোন ক্ষেত্রে সফলকাম হয়েছে কি? পবিত্র কোরান ও হাদিস কি মাদ্রাসার ছাত্র, শিক্ষক বা মওলানা নামধারীদের জন্যই শুধু আবশ্যক ও চর্চার বিষয়বস্তু? নাকি প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম নর-নারীর জন্য ইলমে দ্বীন (আল কোরান) ও সিহা সিত্তা হাদিস হতে) অর্জন করা ফরজে আইন, যা সহি হাদিসে বর্ণিত আছে।

ইহা কেমনতরো বেওকুফের কথা যে, মুসলমানদের মধ্যে অনেকে মনে করে যে তারা ইসলামে বিশ্বাস করে অথচ তারা জানে না পবিত্র কোরানে ও হাদিসের মধ্যে কি সত্য নিহিত আছে যা হেদায়াতকারীরূপে তাদের জীবনে কার্যকরী হবে, যেমন স্বয়ং

আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন সূরে বাকারার ৩ আয়াতে। এবং ঠিক এজন্যই মহানবী (দঃ) বলেছেন, 'যার এলেম নাই, তার ঈমান নাই।" কেননা এমন ধরনের ঈমান ফাঁকা ও আত্ম-প্রতারণার সামিল। অপরপক্ষে ধর্মজ্ঞানীরাই অমর (হাদিস)।

প্রত্যেক জাতির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে কিছু আপদ (Calamity) নিপতিত থাকে। বাংলাদেশ হওয়ার পর এ দেশের আপদ মুসলমান মুসলমানদের মধ্যে বাদানুবাদ ও পীর-বুজুর্গির নামে ধর্মজ্ঞানে স্বল্প বিজ্ঞ গরীব-দুঃখীদের শোষণ-বঞ্চনা।

মহানবী (দঃ) এর জন্য মধ্যস্থ (Interessor) হল সত্য। অর্থাৎ, পরিত্রাণের জন্য, বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে ফয়সালার জন্য এবং বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র উপায়-মাধ্যম বা অবলম্বনই হল সত্য। কিন্তু গভীর পরিতাপ ও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আজ মুসলমান নরনারীগণ ওহীভিত্তিক সত্য-জ্ঞান হাসেল না করে অমুক-তমুকের পিছনে ছোটাছুটি করছে বা বুজুর্গি হাসেল করছে বলে আত্মপ্রসাদ-আত্মতুষ্টি লাভ করছে। অথচ সত্যই মধ্যস্থকারী। স্বয়ং মহানবী (দঃ) বলেছেন যে, সত্যই তার মধ্যস্থ। পবিত্র কোরানে আল্লাহপাক সুস্পষ্টরূপে একাধিকবার ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ ও বান্দাহদের মধ্যে কোন মধ্যস্থতা নাই।

স্বয়ং মহানবী (দঃ) তালেব ও উম্মত-উল কোরান এবং আনুগত্যের অঙ্গীকারকৃত (বাইয়াত গুদা) মুরীদ-উল্লাহ হিসাবে মোকাম্মেল, আহলুল্লাহ, সাজেদ-উল্লাহ আবিদুল্লাহ-আবদুল্লাহ, সিবগাত আল্লাহ, আনসার-উল্লাহ, হাবিবউল্লাহ, আমিনউল্লাহ, মুমীনউল্লাহ, মুকীনউল্লাহ, আওয়াল মুসলিমউল্লাহ ও আহমদউল্লাহ ছিলেন।

আমি মনে করি, তলোয়ারের চেয়ে ধর্মসত্যের তথা আল্লাহর রিসালাতের হকিকতের প্রচারক কলম ধারাল বেশী যেহেতু ইহা অবাতেলযোগ্য রায় লেখে।

অনেকেই গর্বভরে বলে থাকেন যে, তারা প্রায় হাজার বছর হল ইসলাম ধর্ম কবুল করেছেন। এটা তো হল ভারতীয় দ্রাবিড় এবং আর্যদের কথা, যারা মহানবী (দঃ) এর বংশের লোক তথা সৈয়দ বংশীয় নন। সৈয়দ বংশীয় বলে দাবি করেন এবং সৈয়দ বংশীয় এরকম উভয়পক্ষের লোকদের নামের মধ্যে দেখা যায়, কেউ মুজিবুর রহমান, হাফিজুর রহমান, মুতিয়ুর রহমান ইত্যাকার নাম রাখছে। অথচ এবম্বিদ নাম রাখা মুসলমানদের জন্য চরম বেয়াদবী বটে। কারণ, এ সকল নাম আল্লাহপাকের, তাঁর সিফতি পবিত্র, সুন্দর নাম হিসাবে। এ বিষয়ে জ্ঞান-অর্জন ও পাপ বর্জন জরুরী।

বাংলাদেশ হওয়ার পরে বাঙ্গালী কিংবা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক আত্মপরিচিতি বিষয়ে ইসলাম ও মুসলমানের সাথে সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে হাঁ সূচক ও না সূচক মহলের বলাবলি ও লেখালেখি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ বিষয় ধর্ম, ধর্ম বিশ্বাস, কলেমা (বাইয়াত), ইলম-ইয়াকীন, মতবিশ্বাস (আকিদা), মতাদর্শ-ভাবাদর্শ, সত্য বা মিথ্যা মতবাদ আন্দাজ অনুমান ভিত্তিক কিংবা স্বার্থ প্রণোদিত বা জিদের বশবতী হয়ে বিদ্বেষ প্রসূত বাদানুবাদ অন্তত মুসলমানদের মধ্যে হওয়ার তো কথা নয়। কারণ, মুসলমানদের জন্য মাতৃভূমি বা স্বদেশত্যাগ করে হিজরত করা তো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত ফরজ। তাছাড়া, বাঙ্গালী কিংবা বাংলাদেশী হয়ে মরার তো হুকুম হয়নি। কি হয়ে মরার জন্য আল্লাহপাক হকুম করেছেন তা জেনে শুনে তদনুযায়ী মরার আপ্রাণ চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি? তাছাড়া সূরে বাকারার ২-৫, ২৫৬ আয়াতে শিক্ষা বাংলাদেশী ও বাঙ্গালীদের জন্য প্রযোজ্য না হলেও অন্তত: ইসলামে অনুসারী বিশ্বাসীদের জন্য তো অবশ্য অপরিহার্য। জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদি ফিতনা বৈ কিছুই নয়।

মজহাববন্দী পেশাদার পীরতন্ত্র (Priest croft), দলীলী ভিত্তিহীন সুফীবাদের আওতায় বানোয়াট ভন্ড দরবেশবাদ (Psuedo mistician) বা দুর্বোধ্য ত্বরীয় অতীন্দ্রীয়বাদ, অবতারবাদ, (Incarnation) ইত্যাকার ভ্রান্তধারণা ও মতবিশ্বাস নিজ নিজ আত্মার জন্য বিভ্রান্তিকর তো বটেই বরং এসকল ভ্রান্তধারণা ও মতবিশ্বাস প্রকাশ, প্রচার ও বাদানুবাদে লিপ্ত থাকার কারণে যে সকল ফেতনা-ফ্যাসাদের সৃষ্টি হয়েছে, তা নিশ্চতরূপে কবীরা গোনাহ, যা হাদিসে বর্ণিত। এ প্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আল কোরআন ও হাদিসের শিক্ষা অনুযায়ী আমার রচিত তৎকালীন 'ইয়ং পাকিস্তান' পত্রিকায় (১৯৬৯ সালের পুরো ফেব্রুয়ারি মাসে) প্রকাশিত CONCEPT ON NATIONALISM ON ISLAM 'দ্রষ্টব্য। বর্ণবাদী, প্রথাবাদী, ভাষা-সর্বস্ববাদী (যে ভাষায় আল্লাহর ওহীর সম্পূর্ণ সত্যতা (হকিকত) আজো ধারণ ও বহন করা হয়নি) হওয়া তো বেদাত ও ফিতনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

স্বরূপ ছেড়ে দিয়ে আরোপে মত্ত থাকার অর্থ ধ্বংস। এখানে তো এখনও অরূপ ও অপরূপের পর্যায় অতিক্রম করা হয়নি। অথচ অরূপ যদি বিমূর্তকেই বুঝায়, তাহলে স্বরূপ নিয়ে চর্চা করতে বাঁধা কোথায়? ইসলাম তো স্বরূপেরই বাহক ও প্রচারক। ইসলাম সুন্দরের বিরুদ্ধে নয় বলেই হাদিসে আছে। 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর। তাই, তিনি তারই সৃষ্টি সুন্দরকে ভালবাসেন'–হাদিস। তবে মুসলমানদের জন্য বাহ্যিক চর্মচক্ষের সৌন্দর্য অপরূপ নয় বরং সু-রূপ। আমিতো কুরূপ এবং অপরূপকে একই পর্যায় দেখি।

ইহাই চিরন্তন সত্য যে, সত্য-ধর্ম আল্লাহর পক্ষ হতে (সূরে নহল : ৫২) এবং রিসালাত আল্লাহের (সূরে জ্বীন : ২৩) যাহা আলকোরান ও সিহা সিত্তা হাদিসে প্রত্যক্ষ সত্য-প্রত্যাদেশ হিসাবে লিপিবদ্ধ এবং মানবজাতির ধর্মজ্ঞান ও সকল প্রকার জ্ঞানের একমাত্র উৎস হল আলকোরান ও হাদিস। ওলামাদের ইজমা এই সত্যেরই সাক্ষ্য বহন করে, যাতে কোন ইখতেলাফ নাই।

আমার একমাত্র ব্রতই হল যে, সকল মুসলমান নর-নারী যারা এখনও কোরান ও হাদিস শরীফ সম্পর্কে অজ্ঞ, বিমুখ, অমনোযোগী কিংবা অনীহাগ্রস্থ, বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছন্ন ও বিচ্যুত এবং আন্দাজ অনুমান করে যত্রতত্র বানোয়াট শোনা ও বাতেলকে ভিত্তি করে দলীলহীনভাবে ধর্মকর্ম করছে, তারা সবাই যেন অনতিবিলম্বে দোজখের আগুন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এবং দুনিয়াতে ইজ্জত ও আনন্দের সাথে জীবন যাপন করার জন্য আয়াতে করীমা ও কাওলে রাসুল (দঃ) এর হাকিকত মন্ডিত হন এবং আল্লাহর পক্ষ হতে নূরে হেদায়াত দীপ্ত হয়ে 'তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ'–(হাদিস) (আল্লাহ পাকের স্বভাবে নিজ স্বভাব মন্ডিত করা) মন্ডিত হন যা আমার রচিত ও প্রকাশিত 'নূরে আখলাক' বইয়ে ব্যক্ত করেছি।

তাই, কোরানী ও হাদিসী জ্ঞান হাসিল করে সত্য-সঠিক ধারণার অধিকারী হলেই আমার রচনার সত্যতা সুপ্রমাণিত হবে এবং মৌলিক চিন্তা উদ্রেক ও উত্তরণের জন্য, আত্মিক উৎকর্ষতার জন্য আমার বক্তব্য সহায়ক ও অনুপ্রেরণাদায়ক হবে।

ঈমানে কেউ মৌলবাদী বা মৌলকবাদী না হলে মুসলমানই হতে পারবে না এবং তখন স্বদেশ, স্বদেশপ্রেম, স্বাধীনতা, মাতৃভাষা কোনটাই কোন কাজে আসবে না। কারণ, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি কখনও ইসলাম ধর্মের চেয়ে আপন হতে পারে না, কেননা মুসলমানদের জন্য পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী হিজরত করা ফরজ। আর ইসলাম ধর্ম ছাড়া আল্লাহকে পাওয়া যায় না, অন্য কেউই পায় নাই।

আশ্চর্য লাগে, সূরে বাকারার ২১ আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ সবাইকে তারই উপাসনা করা রহুকুম (কারণ, আল্লাহ পাকই বনি আদমের অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতির স্রষ্টা, প্রতিপালক হিসাবে মাবুদ উপাস্য) দেওয়া সত্ত্বেও বনি আদমের বাকী অংশটুকু আজও তথাকথিত নানা বাতেল মতবাদ ও ধর্মমতবাদ আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে যা স্বয়ং আল্লাহপাক কর্তৃক মনসুখকৃত, বাতেল।

আমি কোন মুসলমানের মুখ হতে বা কলম হতে "মৌলবাদ একটা জঘন্য, মারাত্মক, ভয়াবহ কিন্তু তকিমাকার বস্তু বা বালা-মুসিবত বা দজ্জালের মত একটা কিছু"–শুনতে যেমন নারাজ, তেমনি কোন মুসলমানের মুখ ও লেখনি হতে বিধর্মী ও অমুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষমূলক বা হেয়প্রতিপন্নমূলক কটাক্ষ বা বিদ্রূপ শুনতেও পছন্দ করি না। কারণ, স্বয়ং আল্লাহপাক হুকুম করেছেন যে, "তোমরা মুসলমানেরা অমুসলমানদের উপাস্যদেরকে অমর্যাদা করলে তারাও তোমাদের উপাস্য আল্লাহপাককে উপহাস করতে পারে"।

আনফুসি ও হাকিকাতি চিন্তা ও সত্যসন্ধান জরুরী। কারণ, মৃত্যুর পরে আমরা ভূ-মন্ডলে বসবাস করছি না এবং হাক্কুল ইয়াকীন তথা হকিকতে কোরান ও হাদিসই আমাদের রূহের সাথী যা আখেরাতে বাস্তব ও প্রত্যক্ষ সত্য বলে বেহেশ ও দোজখ আমাদের সামনে প্রতিভাত হবে যা আল্লাহর ওহী মারফত আমাদের জানানো হয়েছে। সূরে তাকাসুরের ৫ থেকে ৭ আয়াতে জাহান্নামীরা যে জাহান্নাম বাস্তব সত্যরূপে দেখতে পাবে, সে সম্পর্কেও আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন।

বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে পূর্ব-পুরুষদের ধ্যান ধারণা, আচার ব্যবহার ও প্রথা মেনে চলার প্রবণতা প্রকট ও প্রবল। অথচ ভ্রান্ত মতবাদ ও ভ্রান্ত প্রথার বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যথাক্রমে সূরে বাকারার ১৬৯-১৭১ আয়াতে এবং সূরে মুমিনের ৩৫ ও সূরে বাকারার ৪২ আয়াতে।

যেমন কর্ম তেমন ফল সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে সূরে নেসার ১২৩ ও ১২৪ আয়াতে।

যাদের ধর্ম মহাপাপীকে ও পাপকে বরদাস্ত করার কিংবা সহায়তা করার কিংবা নীরব সমর্থন করার, তাদেরই জন্য বিশেষ করে এই পুস্তিকাখানি রচিত। আল্লাহপাক যেমন পাপ ও পাপীকে ঘৃণা করেন ও অসন্তুষ্ট, আমিও তাঁর তাবেদার বান্দা হিসাবে এবং তার রাসুল (দ.) এর তাবেদার, উম্মত, তালেব, মুরীদ, আওলাদ ও আল (সন্তান) ও আহল (ঘনিষ্ট) হিসাবে ঐ মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিতেই পাপ ও পাপীকে দেখি।

নম্রতা-নমনীয়তা, ভদ্রতা শুধু মুত্তাকি পরহেজগার সালেহীনদের প্রতি প্রযোজ্য। জঘন্য পাপীদের প্রতি সহানভূতি, সমর্থন, সহায়তা কিংবা নীরবতা অন্তত: মুসলমান হিসাবে আমার ধর্ম নয়। হুজুর পাক (সঃ) হুকুম করেছেন যে, 'মুমিনদের মধ্যে নাফরমান-ফাসিকদেরকে হাত দ্বারা প্রতিহত করে"। আজ আমি শুধু কঠোর ভাষায় এবং কখনও কখনও ভদ্রতার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে জঘন্য পাপীদেরকে অকথ্য অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করি। কারণ, আমি এখনও হাত দ্বারা প্রতিহত করার ধর্মীয় ও নৈতিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হলেও রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য লাভ করিনি হেতু কোনমতে গালিগালাজ করে দিনাতিপাত করছি।

বাংলাদেশের মুসলমানেরা হয়তো ভুলেই বসেছে যে ইসলামে বিশ্বাসের মৌলিক যে স্বীকারোক্তি বা কলেমা পাঠের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে আনুগত্যের অঙ্গীকার (বাইয়াত) ও প্রতিশ্রুতি (ওয়াদা) করা হয়েছিল, সেজন্য প্রত্যেক মুসলিম নরনারীকে অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে জবাবদিহি করতে হবে বাইয়াত (আনুগত্যের অঙ্গীকার) ও ওয়াদার (প্রতিশ্রুতি) বরখেলাফির জন্য, যা পলায়ন বা মৃত্যুতেও রেহাই মিলবে না বলেই স্বয়ং আল্লাহ ইরশাদ করেছেন সূরাতুল আহযাবের ১৫-১৭ আয়াতে।

বাংলাদেশের মুসলমানেরা এ সম্পর্কে অবহিত আছে কি?

আজকাল তো আহলে বাইতের দাবীদার ও আওলাদে নবী বলে গর্বিত দাবীদার সৈয়দ বংশীয় লোকের মধ্যে ইলমে দ্বীনের

সমঝদারী, ইয়াকীন ও আমলে সালেহা বিল কিসত হাসিলের জন্য পবিত্র কোরানের বাংলা তরজমাই তিলায়াত হয় বলে আমার মনে হয় না। আর জ্ঞান-তত্ত্ব পূর্ণ আলোচনা ও স্মরণসভা (Oratory) ও জিকরে ইলাহী ও জিকরে নবী (দঃ) ততটুকু হয় বলে তো আমার মনে হয় না। বিগত ১৭ বছরের মধ্যে এমন কোন সৈয়দ নামধারী লেকের সাক্ষাৎ পাইনি, যে নাকি কোরানী ও হাদিসী জ্ঞানের মাধ্যমে আমাকে খুশী করতে পারে? অথচ আল্লাহপাক নবী করিম (দঃ) এর জীবদ্দশাতেই আহলে বাইতের কালিমা-আবর্জনা (রিজস) দূর করতে চেয়েছিলেন। আর চেয়েছিলেন যে, আল্লাহর আয়াতসমূহের মধ্যে যা কিছু তিলায়াত করা হয় ও জ্ঞান-তত্ত্ব পূর্ণ যা কিছু ঘরে আলোচনা হয়, তা তারা স্মরণ রাখবে যা সূরে আহযাবের ৩৩ ও ৩৪ আয়াতে বিধৃত।

আমার আফসোস। আমি দেশে আসার পরে আজও এমন একজন মুসলমান সত্যসাধক ও সত্যনিষ্ঠ (সিদ্দিক-সাদিক-আলীম-হাকিম-বাসির-ফকীহ-শহীদ-আরিফ) পেলাম না যার সঙ্গে আমি খুশী হয়ে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি অসন্তুষ্ট না হয়ে।

অথচ, বিপুল পারিশ্রমিক তো শুধু সত্য-সাধকদের জন্যই যেমন বিধৃত হয়েছে আহযাবের ২৪ আয়াত ও সূরাতুল কামারের ৫৪-৫৫ আয়াতে।

বেদাত ও ফিরকাবন্দী মুরতাদী-গোমরাহী মুসলমানদেরকে কুরে কুরে খাচ্ছে, যদিও সুস্পষ্টরূপে সূরে আরাফের ১৬০ আয়াতে হুকুম হয়েছে যে, 'হে নবী, যারা নিজেদের জীবন ব্যবস্থা হিসাবে নানান পথ ও মত আবিষ্কার করছে ও নানান দলে ভাগ হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে আপনার কোন দায়িত্ব নাই। তাদের কাজকর্ম আল্লাহর উপর ন্যস্ত করুন। তিনিই তাদেরকে বলে দেবেন, যে সব কাজকর্ম তারা করছে'।

মুসলমানরা উদ্ভট কল্পনা অনুসরণ করতে পারে কি? যদিও আমি স্পষ্টত দেখতে পাচ্ছি যে, তারা করছে এবং সাক্ষী হিসাবে আমি একাই যথেষ্ট। আর প্রমাণ হিসাবে আল কোরান ও সিহা সিত্তা হাদিস।

এ বিষয়ে সূরে আনামের ১৫৪ আয়াতই যথেষ্ট ছিল কিন্তু আল্লাহর পথ সত্যপথ, সহজ ও সরল পথ অর্থাৎ সিরাতাল মুস্তাকিম অনুসরণ হল কোথায়? হলে তো আর নানান পথ ও মত-মতবাদ হতো না অন্তত মুসলমানদের মধ্যে এবং এত যার যার নিজস্ব মনগড়া ইসলামের বহিঃপ্রকাশ ঘটতো না আর আমিও এত রগচটা হতাম না।

মুসলমানদেরকে হুমিয়ার করে দিতে চাই যে, তারা কোরান ও হাদিস বিমুখ ও অজ্ঞ থেকে সরল-সহজ সত্য সনাতন পথ কেউই পাবে না। আর এজিদের শাসনধারার পুনরাবৃত্তি হতে কোন কালেই কেউই রেহাই পাবে না।

মহান আল্লাহের পবিত্র কালাম তাঁর রাসুল মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর উপর ওহী মারফত যা নাজেল হয়েছে তাই শুধু সত্য ও ন্যায়নীতির মানদন্ড বা মাপকাঠি যা মুসলমানদের জন্য আল্লাহের ধর্ম ইসলাম (দ্বীনিল্লাহ, নসর : ২), হিদায়াত, হিকমত, শরিয়ত, ওসুল ও সিরাতাল মুস্তাকিম তথা সিরাতুল্লাহ-সবিলিল্লাহ, সিরাতুন নবী (দঃ) বা সুন্নাহ বা তরিকাতুন নবী (দঃ)।

আমি ইসলাম ও মুসলমানদের একজন নগন্য খাদেম হিসাবে বাহাত্তর সনে দেশে আসার পর হতে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের মুসলমান নরনারীদের পবিত্র কোরান ও হাদিসের জ্ঞানের স্তর ও বিমুখতা লক্ষ্য করে অতীব মর্মাহত হয়েছি বলেই বিগত ১৭ বছর যাবত একদিকে নিরলসভাবে অহোরাত্র খেটে যাচ্ছি এবং অপরদিকে ভর্ৎসনা করে চলছি। তবে ধর্মীয়, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আত্মিক উৎকর্ষতার জন্য অর্থাৎ পারমাথিক জ্ঞানী ও সচ্চরিত্রবান হওয়ার জন্য আমার মত আরো বেশ সংখ্যক তিরস্কারক ও খাদেমের প্রয়োজন ছিল। অবস্থা দৃষ্টে আমি নিশ্চিত যে ধর্মজ্ঞান তথা হিকমত ও হিদায়াত বিষয়ে মহানবী (দঃ) এর সুপ্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ এ সহি হাদিসখানা যা নিম্নে উদ্ধৃত করা হল, তা অনেকেরই জানা নাই কিংবা তেমন গুরুত্ব সহকারে অনেকেই অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন না বলেই আমার এ গ্রন্থের নামকরণ 'ধর্মজ্ঞানই মূলধন' করা হয়েছে :

"ধর্মজ্ঞানই আমার মূলধন, যুক্তিই আমার ধর্মের মূল ভিত্তি, সদিচ্ছাই উন্নতির সোপান, জিকরুল্লাহই আমার সদা সাথী, নিশ্চয়তাই আমার রত্ন, উম্মতের জন্য দুশ্চিন্তাই আমার সাথী, বিজ্ঞানই আমার হস্ত, ধৈর্যই আমার শোভা, ত্যাগই আমার সুনীতি, সত্য সুনিশ্চিত দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ই আমার খাদ্য, সত্যই মধ্যস্থ, আল্লাহর প্রতি আনুগত্যই আমার আনন্দ উচ্ছ্বাস, সত্য ও ন্যায়ের জন্য সংগ্রামই আমার অভ্যাস এবং মহান আল্লাহের প্রতি আমার দাসত্ব ও আত্মসমর্পণই আমার পরমানন্দ (রাওয়ায়েত-হজরত আলী (ক:)"।

সারওয়ারে কায়েনাত, ওসওয়াতুন হাসানা, খুলুকীন আজিম, সীরাজাম মুনীরা, খায়রুল ওয়ারা, হুদাল্লিল আলামীন ও রাহমাতুল্লিল আলামিন, ইমামুল মুরসালিন ও সুলতানুল ওলামা, ফুকাহা, উলিল আবসার, সিদ্দিকিন, শুহাদা, সালেহীন, আওলিয়া, কামেলীন, হাবিবুল্লাহ ও মুরশিদুল মুসলিমিন, মুমেনিন ও মুকিনীন হুজুর পুর নূর (দঃ) স্বয়ং ইরশাদ করেছেন ধর্মজ্ঞানই তার মূলধন। আর আজ আমরা কোথায় ও কি মূলধন নিয়ে চলছি? কে জবাব দেবে, কাকে, কি দিয়ে? চলুন তো বাহাদুরী ও আত্মতুষ্টির নফসে আম্মারা ছেড়ে দিয়ে পবিত্র কোরআন ও সিহা সিত্তা হাদিস হতে যার যার মুক্তির পাথেয় ও দিশা মূলধন হাসেল করে অমুক তমুক ফুজুল সব পরিচিতি বাদ দিয়ে মুসলমান হয়েই মূলধনসহ চলে যাই। সর্বজ্ঞ, জ্ঞানদাতা ও পরম সুপথ প্রদর্শক মহান আল্লাহ পাক তার কোন বান্দা-বাঁদীকে জ্ঞান দেয়ার পর তা ফেরৎ নেন না বরং তালেবুল ইলমকে সাহায্য করেন।

বাংলাদেশের মুসলমান শিক্ষিত জনগোষ্ঠিকে প্রতি প্রজন্মেই এ সত্য কথাটুকু মনে রাখতে হবে যে, যে যত বড় বড় কথাই বলুক না কেন, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব-ইজ্জত-হুরমত-সচ্ছলতা-সভ্যতা ও শান্তি প্রগতির জন্য সর্বদাই ধর্মজ্ঞানে বিজ্ঞ সত্যসাধক সত্যনিষ্ঠ ন্যায়বানদেরকেই শাসন ও সমাজ ব্যবস্থায় সুষ্ঠু পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করে নিরলস নিঃস্বার্থভাবে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাথে কঠোর সৎ পরিশ্রম করে কিয়ামত পর্যন্ত যেতে হবে, নচেৎ পতন ও বিপদ অবধারিত। আমাদের শত্রু শুধু শয়তান নয়, কাফির-মুশরিক ও ফাসিক (মহাপাপী)–রাও।

প্রজ্ঞা ও জ্ঞান কৌশল তথা তত্ত্বজ্ঞান (হিকমত) তো মুমিনদের হারানো মানিক। তবে এ হারানো মানিক যেখানেই পাওয়া যায় তা কুড়ানোর হুকুম হাদিসে থাকার পরও এবং দৈনিক ৫ ওয়াক্তে মোট ৩৪ রাকাত নামাজের সময় সূরে ফাতিহায় প্রতবারই ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম বলে আল্লাহ হাদীর কাছে মোনাজাত করি অথচ অনেকেই জানি না যে স্বয়ং আল্লাহতায়ালা কোনটি সিরাতাল-মুস্তাকিম বা সত্য-সহজ-সরল ও সোজা পথ বা সিরাতুল্লাহ হাবলিল্লাহ ও সিরাতাল হক (আল্লাহর রাস্তা, আল্লাহর রুজ্জু বা সত্য পথ বা সৎপথ হিদায়াত-হিকমত হাকিকত তা সুস্পষ্টরূপে বাতলে দিয়েছেন সূরে আনামের ১৫৪ আয়াতে)। আল্লাহর কাছে প্রত্যেক নরনারীর নিজ নিজ ধর্মজ্ঞান ও পাপ-পূণ্যের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন স্তর বা মকাম–দরজা (Rank) রয়েছে (সূরে ইমরান : ১৬৩) এবং আল্লাহই একমাত্র রাফিউদ দারাজাত (উন্নতি প্রদানকারী)।

আর মানুষ ধাপে ধাপে উন্নতি লাভ করবে (ইনশিকাক : ১৯)। এত্তেবায়ে কোরান (অনুসরই) ফরজ (আনাম : ১৫৬)। পবিত্র কোরানই প্রকৃত প্রমাণ দলীল ও সত্য সরল সনাতনপথের নির্দেশ ও আল্লাহর রহমত। জেনে শুনে দলীল গোপন করা মহাপাপ (বাকারা ১৪০ ও ১৫৯)। যারা আল্লাহর আয়াত ও কিতাব বিমুখ ও মুখ ফিরিয়ে রাখে অথবা যারা লোকজনকে কোরান ও বিধান হতে ফিরিয়ে রাখে অর্থাৎ নিজে মুখ ফিরিয়ে রাখে ও অন্যেও যাতে কোরান হতে মুখ ফিরিয়ে রাখে সেজন্য উৎসাহী ও তৎপর তাদের জন্য জঘন্য শাস্তি রয়েছে (আনাম : ১৫৮)। কবীরা গোনাহের ফলাফল তো গোনাহগার নিজেই ভুগবে (নেসা : ১১১)। আত্মপ্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা কবীরা গোনাহ অথচ আজ এমনতর মুনাফেক, আমানতের খেয়ানতকারী (অথচ যার আমানত নাই তার ঈমান নাই-হাদিস) বিশ্বাসঘাতকতদের দৌরাত্ম সীমা ছাড়িয়ে গেছে এ দেশের মুসলমান নামধারীদের মধ্যে। আফসোস। আজকাল তো আল্লাহর কাছে মোটেই লজ্জা ও ভয় না পেয়ে মানুষের কাছেই লজ্জা ও ভয় পায় বেশি (নেসা : ১০৮) অথচ হুকুম হয়েছে শুধু আল্লাহকেই ভয় করার জন্য এবং তার নির্ধারিত সীমালংঘনকারীরা কিভাবে তার সম্মুখে জবাবদিহি করবে সে বিসয়ে ভয় ও লজ্জা তো আল্লাহকেই করার কথা নয় কি? (বাকারা ২২৯)। আল্লাহর বিধান অমান্য না করার হুকুম, আল্লাহকে ভয় করার হুকুম হয়েছে বাকারার ২,২০৩, ২৩১, ২৩৩, ২৩৫ ইমরানের ১০২, নেসার-৭৭ ও আরো অনেক আয়াতে করীমায়। আমার কথা হল, তাকওয়া তো কবীরা গোনাহ হতে পরহেজ করার একমাত্র রক্ষা কবচ আর সিরাতাল মুস্তাকিমে সম্পূর্ণ রিাসালত (কোরান ও সিহা সিত্তা হাদিস) পরিজ্ঞাত হলেই প্রত্যয়শীল ও অন্তর্দৃষ্টসম্পন্ন হয়ে জেনে, বুঝে চলা যাবে যা হিদায়াত ও এ বিষয়ে হিদায়াত ও গোমরাহীর রাস্তা আলাদাভাবে আল্লাহ পরিষ্কাররূপে বাতলে দিয়েছেন। তাই যারা তাগুত বা শয়তানী চক্র অর্থাৎ কবীরা গোনাহ, ফাসেকী, নাফরমানী প্রতিহত করে ইহার অনুসারীদের বিরুদ্ধে দুর্দমনীয় সংগ্রামী (মুজাহিদ) হিসেবে দাঁড়াবেন ও আল্লাহর উপর অটল বিশ্বাস রাখবেন, তিনিই তো মজবুত আশ্রয় পেলেন যার কোন বিপর্যয় নেই (বাকারা : ২৫৬)।

পূর্বেও বলেছি যে, (১) কাফির (২) মুশরিক (৩) মুনাফিক (৪) জালিম (৫) কাজ্জাব (মিথ্যাচারী) (৬) ফাসিক-সীমালংঘনকারী অবাধ্য দুষ্কর্মশীল কবীরা গোনাহগার (১৬২ প্রকারের) ও (৭) গাফিল (অমণযোগী-বিমুখ-বেখেয়াল-বেখবর) দেরকে আল্লাহ কখনো হিদায়াত করেন না (আল কোরান)।

হেদায়াত বঞ্চিত গোমরাহ বা পথহারা বিপথগামীরা তো অভিশপ্ত ও ধ্বংসশীল। যারা ধর্ম, ধর্ম বিশ্বাস, ধর্মীয় ও নৈতিক কর্তব্যপরায়নতার চেয়ে জাগতিক চলমান বিষয় নিয়ে মুসলমান হয়েও বেশি মেতে উঠেছে অথচ প্রয়োজন রোধে হিজরত ফরজে আইন (অবশ্য ধর্মীয় কর্তব্য) যে সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে সূরে আনফালের ৭২-৭৫ আয়াতে–তা জানে না বা জানলেও অবহেলা ও অবজ্ঞা করছে যারা, তারা আর যাই হোক মুসলমান হয়ে মরতে পারবে কিনা শুধু আল্লাহই জানেন। এ বিষয়ে ভেবে দেখার আছে, কেননা দুনিয়ার জীবন যে ক্ষণস্থায়ী ও দুনিয়াই কেয়ামতযোগ্য আর আখেরাত চিরস্থায়ী সে সম্পর্কে এ দেশের মুসলমানদেরকে হাজার বছর পরে আবার নতুন করে বলা দুর্ভাগ্য ছাড়া কিছুই নয়। তাওহিদ, রিসালাত, সিরাতাল মুস্তাকিম, হিদায়াত, তাকওয়া, পরহেজগারী, সবর, শোকর, জিকর, ফিকর, তাওয়াক্কুল, আমলে সালেহা বিল কিসতি (ন্যায়সঙ্গত সৎকর্ম) ইত্যাদি জরুরী ধর্মীয় ও নৈতিক বিষয়ে বার বার বলার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, "চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী"। ধোকাবাজ দুনিয়া ও দুনিয়াদারীর ফেরেববাজীতে মত্ত হয়ে অপূরণীয় ক্ষতি নিজের উপরই করা হয়। হক ইনসাফ মন্ডিত হওয়াই সকল ধার্মিকতার মূল। আমাদের ভুললে চলবে না যে, কলেমা ও ঈমানের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকেই যে বাইয়াত ওয়াদা আল্লাহর সাথে করেছি তা স্বেচ্ছায় বা গাফলতির কারণে ভঙ্গ করার জন্য আল্লাহর সম্মুখে মৃত্যুর পরপরই জবাবদিহি হতে হবে। কেননা আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী (সারিউল হিসাব, হাসিবুন)। বাইয়াত ও ওয়াদা ভঙ্গের কারণে মহাপাপী হতে হবে (আহযাব : ১৫-১৮)। আজকাল বাংলাদেশের বিচারালয়ের হলফনামায় আল্লাহর সাথে বা আল্লাহর নামে শপথ বা কসম খাওয়ার সত্যটুকুও উধাও হয়ে গেছে, না জানি কোন মহাপুরুষের সুকোমল হাতের ছোঁয়ায় কিংবা হুকুমে যা পরিষ্কারভাবে পবিত্র কোরানের সূরে ইমরানের ৭৬-৭৭ আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর হুকুমের বরখেলাফ। আমরা আজ যে অবাধ্যতার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছি-তা কেন? এ বিষয়ে আল্লাহ পাক কি ঘোষণা করেছেন শুনুন : "যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না, তাদেরকে তো আমি ছেড়েই রেখেছি যেন তারা নিজেদের অবাধ্যতার

আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে। আর বিপদ যখন মানুষকে ঘিরে ফেলে, তখন শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে কেবল আমাকেই ডাকতে থাকে। পরে যখন আমিই তার বিপদ দূর করে দিই, তখন সে এমনভাবে পাশ কাটিয়ে যায়, যেন সে কোনও দিন বিপদে পড়ে আমাকে মোটেই ডাকেনি। এভাবেই তো সীমালংঘনকারীদেরকে তাদের কাজকর্ম সুন্দর করে দেখানো হয়। তোমাদের আগে আমি অনেক কওমকে নির্মূল করে দিয়েছি যখন তারা জুলুমবাজীতে মেতে উঠেছিল (ইউনূস : ১১-১৩)"। অবাধ্যতার আবর্তে ঘুরপাক, বিপদাপদের মধ্যে নিপতিত হওয়া, গত বছরের প্রলয়ংকরী নজিরবিহীন বন্যা ও আমাদের ভয়ার্ত বিপদগ্রস্থতা আমাদের সবার দোষ ত্রুটি সংশোধনের ক্ষেত্রে তেমন রেখাপাত করেছি কি? মহাপাপটা কমলো কোথায়? আসলে অধিকাংশ লোক যথেচ্ছাচারী পাশবিক প্রবৃত্তি (নফসে আম্মারা) ও কবীরা গোনাহ দ্বিধাহীন ও ভয়হীন চিত্তে অপরিণামদর্শীরূপে করে যাচ্ছে। তারা চারপেয়ে পশুর মতই এবং অনেক বেশী গোমরাহ যেমন ইরশাদ হয়েছে সূরে ফুরকানের ৪৩-৪৪ আয়াতে। এদেরকে কেমনতর মুসলমান বলা যাবে? উম্মতে ওয়াস্তা ও খায়ের উম্মাহরতো কথাই উঠে না। বরং এরা মুসলমান নামের কলঙ্ক। তারা কেমনতর মুসলমান যারা জায়েজ নাজায়েজ, হারাম হালাল বা কোনটা পাপ ও কোনটা পূণ্য তার তোয়াক্কা করে না? এতো গেল ধর্মীয়, বুদ্ধিবৃত্তিক ও বিধিবিধান ন্যায় নীতির ব্যাপার। সুকুমার ও সুকোমল বৃত্তির পরিচর্যা, পরিস্ফুটন, বিকাশ ও প্রকাশ তথা শিল্পকলা সাহিত্য বিষয় বা কৃষ্টি সংস্কৃতি বিষয়ে তো এ দেশে দস্তুরমত বিপ্লবের ঘনঘটা। এ বিষয়ে কটাক্ষ সমালোচনা ও রম্য অবশ্য আমার সাজে না তবুও যেহেতু বেশী রাগান্বিত হলে বা দুঃখ বেদনার অনুভূতি হলে আমার একটু-আধটু কবিতা বাংলা ও ইংরেজিতে লিখে ফেলার অভিজ্ঞতা আছে। আর একজন নগন্য অথচ স্বকীয় ঢং এর বাজখাই গলার রেডিও টিভির উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ শিল্পী তথা খেয়াল, ঠুমরি-টম্পা তারানা, দাদরা ও গীত গায়ক হিসেবে সঙ্গীত নিয়েও একটু আধটু নাড়াচাড়া করি, তাই অনেক সাহস করে 'কৃষ্টি' নামে আমার রচিত একটি কবিতায় মুসলমানদের জন্য শিল্প-সাহিত্য-কাব্য-সঙ্গীতের রূপরেখা ব্যক্ত করেছি যা দৈনিক মিল্লাতে প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটি আবার আমার সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাবৃন্দের সদয় অবহিতির নিমিত্তে এখানেও হুবহু উদ্ধৃত করা হলো : –

কৃষ্টি

সৈয়দ আনসার মোহাম্মদ মোখতার

সবে মিলে গাহি মোরা আল হামীদের গুণগান

খালেক, মালেক, হাদি, মাবুদ সুবহান।

রেসালাত শেখায় মোদের লা-শরীক দর্শন

মোদের ধর্ম, মোদের কর্ম, ভিত তাওহিদী মনন।

নহে সত্যহীন ভাষা, অর্থহীন বচনের মারপ্যাঁচ

উদ্ভট কল্পনা-বিলাস, প্রকৃতি পূজা প্রবৃত্তির কদর্য প্রকাশ।

সত্য, সুন্দর, ন্যায়, পূণ্য-কল্যাণ, মহত্ব মহানুভবে উদাস,

স্রষ্টায় সদা নিবেদিত মোরা, পূতঃপ্রেম, সেবায় বিকাশ,

শিল্পকলা–বিমূর্ত চেতনার মূর্ত প্রকাশ।

ঈমান একিন মোদের সুনীতি শালীন সুকুমার মনন,

অলীক ধারণা, উগ্র লালসা, কলুষ চিত্তবিনোদন

নহে কভু মোদের দর্শন, সভ্যতা কৃষ্টি–

পশুশ্রম, সময় অপচয়, উৎকট, অশুভ, অনাসৃষ্টি।

স্রষ্টার আনন্দ করুণায় সৃষ্ট মোরা, পূণ্যজীবন তারই কৃপা দৃষ্টি।

কাদের গনী, আহাদ, ওয়াহেদ, সর্বজ্ঞ, রূপকার

হুয়াল মুসাব্বিরু লাহুল আসমাউল হুসনা, প্রশংসা তার।

সর্বদাতা, সুপথ চালক, মঙ্গলময় সবার

বিষন্ন চিত্ত কর আনন্দিত, হোক ধরা নির্মল উল্লাসমুখর।

বিধাতার ন্যায়-বিধান, দয়া নিদর্শন

করি অর্জন ধর্মজ্ঞান, দয়া নিদর্শন

করি অর্জন ধর্মজ্ঞান, সুকুমার, সুকোমল বৃত্তি উত্তরণ।

আরাধ্যে সমর্পণ মোদের আত্ম সত্য-সচেতন

যাচি করুণা-কৃপা তাঁর, লভিতে শুদ্ধি চিরপরিত্রাণ।

নহে কেহ শিল্পী মুমিন, শুদ্ধাচারী, শিষ্ট, জ্ঞানী গুণী

অন্তরশূন্য যার রেসালাতি-জ্ঞান ভান্ডার,

প্রবৃত্তিদাস আত্মাভিমানি–

আরাধ্য বিস্মৃত, চিত্ত কলুষিত, প্রকৃতি-প্রতিকৃতি পূজারী

কল্পনাবিলাসী, হীনস্বার্থান্বেষী, অহংকারী অত্যাচারী।

অন্তর যার অজ্ঞ, পাপী, কলুষিত, সোহাগশূন্য

বিকৃত, বিচ্যুত, অশালীন, কুৎসিত মানস, স্বগর্বে নিজেই ধন্য।

বিভূভীতি-প্রীতি-সম্পূর্ণ এহেন সুনীতি সদাচার তার

বিফল ধর্ম কর্ম পন্ডশ্রম, সব অলীক, অনাচার

নাই যার অনুরাগ ধর্ম, দর্শন পূণ্য-চর্চায়,

সে কি পায় ভ্রান্ত ধারণার বৃথা শিল্পকলায়?

গাইলে গায়ক, বাদক বাজালে, সাধক সজ্জন তো নয়

একই সত্য পূণ্য কথা, সব সাধুগুণী যে কয়।

কামালিয়াত-দার-হাকিকত, তাজকিয়ায়ে হুসনো জামাল

মোহ মায়াগ্রস্থ রহে যে জন সেকি কভু আবদাল?

জ্ঞান গুণ সোহাগীন দাম্ভিক শিল্প দর্শনে

মজে রহে সে বিকৃত বিচ্যুত কুৎসিত চিত্তবিনোদনে

শিল্পীতো সেই প্রকৃত যে, সমঝদার শিল্পানুরাগী

শিক্ষার্থী নির্মল আনন্দ পিয়াসী–

বিভূপ্রেমিক, দীন হীন বিনয়ী সাধু সাধক পরকল্যাণী

ক্বাদ আফলাহা মান জাক্কাহ–শপথ দীপ্ত

আল্লাহয় সমর্পিত চিত্ত, শিল্পী জিকির ও সালাত মত্ত

পাপ পঙ্কিলময় বিকৃত, বিচ্যুত প্রচন্ড কামনা।

মিথ্যা কপটতা, অন্যায়, অদম্য বিলাস বাসনা

কলুষিত সমাজ-মন, বিত্তে প্রবৃত্তি-তাড়না

বিবেকহীন দুঃসহ জীবন, আত্মহনন, প্রলয় নরক যাতনা।

শিল্পকলা মোদের, দাতা প্রদত্ত প্রতিভার সৃষ্টি।

সমর্পিত স্রষ্টায় মোরা, এই তো মোদের কৃষ্টি।

এসো সবে করি পণ ত্যাজি তনুমন

লভিতে সুবোধ, শুদ্ধাচার সুবচন

করিতে চরিত্র-কর্ম-মন্ডিত সবে

স্রষ্টার শ্রেষ্ঠাদান আল ফুরকান আল কোরআন

গাহি মোরা 'হামদান কাসিরান' বিভুস্মরণে

পূর্ণহোক কলেমার শপথ মোদের ধর্ম কর্মাচরণে

কাব্য সঙ্গীত মোদের সুকুমারবৃত্তি উত্তরণে

সত্য কথা, সুকোমল চিত্ত, সুন্দর ছন্দ

সুমধুর স্বর, সুর, সুসম তাল, লয় তানে

মুখরিত হোক নিখিল ধরা মোদের

হামীদ সুবহানের স্তুতিগানে।

এ কথা সর্বজনবিদিত যে আল্লাহওয়ালা একজন ক্রীতদাস মুসলমান একজন স্বাধীন কাফেরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কাফের ও মুশরেক বেদ্বীন ক্ষমাহীনভাবে সাজারযোগ্য। কাফের ও মুশরেক সম পর্যায়ের যা সূরে কাফেরুনে ব্যক্ত যেমন সম্বোধন করা হয়েছে কাফেরদেরকে আর বলা হয়েছে ইবাদতের কথা ও মাবুদের

আবেদের কথা যা শুধু মুশরেকদের জন্য প্রযোজ্য। কেননা কাফেরের মাবুদ, মাওলা, খালেক, মালেক নাই হেতু সে অবিশ্বাসী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। আর মুশরেকরা গায়রুল্লাহর আবেদ মুসল্লী-সাজেদ। মহানবী (দঃ) বলেছেন ইয়াকিন তার রূহের খাদ্য। আর মহান আল্লাহ সূরে ওয়াকেয়ার ৭৭-৭৮ আয়াতে পবিত্র কোরান ও তদসত্য সম্পর্কে আমাদের চিরকালের জীবিকা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাহলে আমরা কেন এত কোরান বিমুখ ও সত্য বিমুখ অথচ সত্য সাধক (সিদ্দিক-আলিম) মুসলিম তো নবীদের (সালাম) পরের স্তরেই। আসুন কাল বিলম্ব না করে কোরান ও হাদিস শরীফ হতে ধর্মজ্ঞান অর্জন করে আগে মূলধন হাত করি পরে বাকি সব, কেমন? স্বদেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ বলে ইরশাদ হয়েছে হাদিস শরীফে। এই দেশপ্রেম, দেশ ও দেশের আপামর জনসাধারণ তথা দেশবাসীকে ভালবাসা ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সৌভ্রাতৃত্ববোধে সহাবস্থানকেই বুঝায়। দেশকে ভালবাসি অথচ দেশ ও দশের ক্ষতি হয় এমনতর কাজ করলাম–তা তো কখনো দেশপ্রেম বা মানবপ্রেম হল না। জালিম, হীনস্বার্থান্ধ লোভাতুর পাপী কখনো জনহিতকাংখী দেশপ্রেমিক নহে বরং শত্রু। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর হতে আজো দেশপ্রেমের নামে আদ ও সামুদ জাতির ন্যায় ধনলিপ্সা জনিত মহাপাপের খপ্পরে বেশকিছু লোক ছলেবলে–কৌশলে কপটতা ও অসদুপায়ের দ্বারা বুনিয়াদী কোন আয়ের উৎস না থাকলেও শহর-বন্দরে জমিক্রয় ও সুরম্য অট্টালিকা তৈরির অদম্য প্রবৃত্তিতে আত্মহারা হয়ে লিপ্ত। একদিকে হারামখোরী ও অপরদিকে ব্যভিচারের কারণেই দেশের মাটি তলিয়ে না গেলেও জনগণের একটি বড় অংশ অন্তত এ দুইটি মহাপাপাচারের দরুণ তলিয়ে গেছে ও যাচ্ছে। যদিও আমি দেশে আসার পর হতেই যৌন বিকারগ্রস্থ, কামাতুর, ধনলিপ্সু, অর্থগুধনু, লোভাতুরদের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বহু ঝক্কি ঝামেলার পর ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত আমার রচিত 'ব্যাভিচারের পরিণাম' গ্রন্থটি সমাজকে দিয়েছি। পথম সংস্করণে স্বল্প সংখ্যক পুস্তক এবং যা খুবই অপ্রতুল। আর আমার রচিত 'ধন লিপ্সার পরিণাম' গ্রন্থটি অর্থাভাবে আজো প্রকাশিত হয়নি। তবুও বলব যে, সকাল হতে রাত ১২টা পর্যন্ত প্রতিদিন অনেক গলাবাজি হলেও যে যৌনলিপ্সা ও ধনলিপ্সা সমাজকে চিরতরে খেয়ে যাচ্ছে সে বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পর্যন্ত কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না, পুস্তক তো দূরের কথা। কোন দেশ তা যে নামেই হোক বা যত গর্বিতই হোক না কেন আমাদিগকে আখেরাতে মাগফিরাত দিতে সক্ষম নয় বরং আল্লাহ পাক ও তদীয় রাসুল (দঃ) এর ফরমাঁবরদারীর মধ্যেই রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন চিরন্তন পরিত্রাণ। আন্তরিকতা, ঐকান্তিকতা, বিশুদ্ধ চিত্ততা (ইখলাস), সত্যবাদীতা, সততা, সিদক ও সাদাকাত, বিশ্বস্ততা (আমানত) ও ইনসাফ ইহসানই পরম ধার্মিকতা ও পূণ্য যা আল্লাহ ও রাসুল (দঃ) হুকুম করেছেন। সত্য ও ন্যায়বানই প্রকৃত খাঁটি সৎকর্মশীল। ইত্তাকুল্লাহ হাক্কাতুকাতিহির (আল্লাহকে যথাযথ ভয় করা) চেতনা ও প্রত্যয়দীপ্তি হলেই শুধু সত্যসাধক ও ন্যায়বান হয়ে অসত্যবাদী ও অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে দুর্দমনীয় কঠোর সংগ্রামে (মুজাহেদা ও জেহাদ) নিষ্ঠাবান হয়ে পূণ্যবান (সালেহ) সৎকর্মশীল মুমিন ও মুকিন

হয়ে প্রকৃত মুসলমান হয়ে মরা যাবে। নচেৎ আমি এই, আমি সেই, অমুক, তমুক বলে মস্তানী করলেও অন্ততঃ সূরে ইমরানের ১০২ আয়াতে ইরশাদকৃত মুসলমান হিসাবে শুধু আল্লাহ ও তাঁর হুকুম আহকামের প্রতি মান্যকারী হিসাবে মরা যাবে না। প্রত্যেক নর ও নারীর ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাস, তদনুযায়ী কৃষ্টি, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক মানবদন্ডই তার নিজস্ব আত্মিক মানমর্যাদা ও স্তর, যা চিরন্তন অর্জন বটে। এই স্তর (উন্নত বা অবনত) যার যার নিজস্ব অবস্থা ও অবস্থিতি কেননা যেমন কর্ম তেমন ফল চিরন্তনভাবে কার্যকরী (সূরে শুরা : ৪০) যেমন কার্যকরী আল্লাহর চিরন্তন চূড়ান্ত শরিয়ত ও মানব কর্মের সীমা (হুদুদুল্লাহ) যার লংঘনই কবীরা গোনাহ বা ফাসেকী যা শাস্তিযোগ্য যদি আল্লাহ পাকের দরবারে তাওবাকারী তাওবাতুন নাসুহ (আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে নিজ দোষ স্বীকারসহ ক্ষমা প্রার্থী ও ভবিষ্যতে আর এমনতর সীমালংঘন করবে না বলে ওয়াদাকারী)সহ ক্ষমাপ্রার্থী না হয় ও আল্লাহর পক্ষ হতে (নসর : ২, নহল :৫২) এবং বিদাত, ফিরকাবন্দি, মজহাববন্দি, তরিকা বন্দি (অথচ নবী করীম (দঃ) এর তরিকা বা সুন্নাহই একমাত্র তরিকা যা সিরাতুল মুস্তাকিম বা সিরাতুল্লাহর পরই। এ বিষয়ে হাদিসে আছে যে, নবী (দঃ) এর আদেশও শরিয়ত ও তাঁর তরিকাই তরিকত) ও আল্লাহর আয়াত ও মহানবী (দঃ) এর হাদিসের হেরফের রদবদল (Slander-Distartion) কবীরা গোনাহ তাছাড়া তাসাউফ বা সূফিবাদ মরমীবাদ ফকিরীবাদ দরবেশবাদ আধ্যাত্মবাদ ও তূরীয় অতীন্দ্রিয়বাদ, ইত্যাকার কোন বাদানুবাদের পবিত্র কোরান ও হাদিসে বর্ণিত দলীলী কোন ভিত্তি নাই যদিও আমরা অনেকেই না জেনে এসব বাদনুবাদের নাম বলাবলি করি। এ বিষয়ে সূফিবাদের ৯৪টি বিচ্যুতি দেখিয়েছি আমার ইংরেজি প্রবন্ধ `Defcts and harmful effects of Sufism or Tasawwouf arter the fall of khulafa-I-Rasheda'-এ।

বাংলাদেশে স্বাধীনতার পরবর্তী কালে পত্র পত্রিকায় যা বক্তৃতা ভাষণ প্রকাশ হয়েছে তাতে পবিত্র কোরান ও সিহা সিত্তা হাদিসের উদ্ধৃতি ও তদভিত্তিক প্রবন্ধ, কবিতা, ব্যাখ্যা, লেখালেখি, পুস্তক প্রণয়ন, রচনা ও চর্চা আলোচনা খুবই কম পরিলক্ষিত হচ্ছে। অথচ আজেবাজে, অশ্লীল ও আন্দাজ অনুমানভিত্তিক লেখা ও বইপত্রে বাজার সরগরম। ধর্মহীন সাহিত্য কি? সমস্ত জ্ঞান, মূল্যবোধ, আদর্শ, পূণ্য বা পাপের নিয়ামত ও নির্দেশক হল স্রষ্টা প্রদত্ত ধর্ম তথা প্রত্যাদেশভিত্তিক সত্য ও ন্যায় বিধান (ফুরকান) ও হিকমত হক, তাওহিদ ও হিদায়েতের আলোকবর্তিকা আল কোরান ও সিহা সিত্তা হাদিস যা সকল সত্যের তথা তত্ত্ব ও জ্ঞানের উৎস। সত্য সে তো শুধু আল্লাহরই পক্ষ হতে (ইমরান ৬০)। ধর্ম চিরন্তনভাবে আল্লাহর (নহল. ৫২) তাই তাঁর ধর্মকে হেরফের ও রদবদল না করে তাঁরই জন্য বিশুদ্ধ রাখার হুকুম তিনি নিজেই একাধিকবার করেছেন (বাইয়েনাহ : ৫)। অথচ আজ আমরা কি দেখছি? সন্দেহ কিংবা অজ্ঞতা-বিভ্রান্তি বা স্বেচ্ছাচারীতা বা কোন হীনস্বার্থ প্রণোদিত হয়ে মুসলমান নামধারীরাই পবিত্র ইসলাম ধর্ম তথা আল্লাহর আয়াতকে ঠাট্টা বিদ্রুপ ও কটাক্ষ করছে। এ সকল বিচ্যুতদের সম্পর্কে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন তা এরূপ "আর যারা আমার আয়াত সমূহের ব্যাপারে চেষ্টা করেছে যাতে হারিয়ে দিতে পারে, তারাই তো সেই দল, যাদের জন্য কঠোর যন্ত্রণাদায়ক সাজা রয়েছে" (সাবা : ৫)। অপরপক্ষে সুখবর হচ্ছে "যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা তো দেখতেই পাচ্ছে (অর্থাৎ ধর্মজ্ঞানী সত্যদ্রষ্টাও বটে) আপনার পালন কর্তার তরফ হতে আপনার কাছে যা নাজিল আছে, তাই সত্য সঠিক আর তাই সকল গুণ বৈশিষ্ট্যের আধার সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী (অতুলনীয়) সুমহান সত্ত্বা (আল্লাহর) এর দিকে পথ বাতলাচ্ছে" (সাবা: ৬)। বেহেশতের খোশ খবর (নাবা) এবং দোজখের দুঃসংবাদ বা হুশিয়ারী (নাজিরিয়াৎ) সমভাবেই নাজেল হয়েছে মহানবী ও মহারাসুল হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) এর উপর। অহি রিসালাতে এলাহীতে (জ্বিন : ২৩ রিসালাত আল্লাহের) যে কারণে তিনি নবী ও নাজির বা নাজির-বাশির (বাকারা : ১১৯)। বাংলাদেশের অনেক মুসলমানই মহানবী (দ.) কে নবী নামে ঠিক চিনলেও নাজির নামে মহানবী (দঃ)কে ততটুকু জানে না বা বুঝে না। হুদাল্লিল আলামিন হিসেবে তাকে অনেকেই জানে না তবে রাহমাতুল্লিল আলামিন হিসেবে প্রায় সবাই জানে ও চিনে।। তাছাড়া সবাই একতরফাভাবে শুধু বেহেস্তের সুখ ও আনন্দের জন্যই প্রত্যাশী অপরদিকে দোজখের সাজা ও দুঃসংবাদের দিকে বেমালুম অমনোযোগী ও বিমুখ। দেশে বিগত ১৮ বছরে খুবই অল্প সংখ্যক সত্যতাত্ত্বিক ও মৌলিক ধর্মীয় বই পুস্তক প্রণীত, রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। যা হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশই পূর্বেকার তরজমা ও তফসীরের নকল বা তরজমা ও পুনর্মুদ্রণ। এ অবস্থা বাংলাদেশের মুসলমান আলেম সম্প্রদায়ের জ্ঞান চর্চার পরিধি, মান ও চিন্তাধারার খুব একটা সুখকর অবস্থা প্রকাশ করে না। ধর্মজ্ঞানে ও নৈতিক মানে এত নিচে থেকে জাতির উন্নতি, প্রগতি, সমৃদ্ধি, উৎকর্ষতা ও গতিময়তা আশা শুধু বক্তৃতাবাজীতে শ্রুতিমধুর হলেও বাস্তবে রূঢ় দৈন্যতা কাটছে না। আমার চিল্লাচিল্লিকে তো আমার বদমেজাজ ও পাগলামী অহংকার বড়াই বলেই অবমূল্যায়ন ও ভুল বুঝাবুঝি করা হয় বা কেউকেটা ভেবে ঠেলে ফেলে দেয়া হচ্ছে তবে লাভ কিছুই হচ্ছে না বিধায় আমার নির্লজ্জ চেচামেচি ও মনোকষ্ট ও জাতির ভবিষ্যত অন্ধকার দেখে ভয়ার্ততার ভাব ও দৃষ্টি হতেও রেহাই পাচ্ছি না। আমি তো তিরস্কার করেই চলে যাচ্ছি আর বাকিরা দিব্যি আছেন ভালই। তবুও কোরান হাসিদ শরীফের একজন অনুরাগী, অনুসারী ও প্রচারক হিসেবে, আল্লাহর হুকুম তামিলকারক হিসেবে যতটুকুই পারছি জ্ঞানের দিকে ও পূণ্যের দিকে দাওয়াত দিচ্ছি। হেদায়েত আল্লাহর মর্জি মেহেরবানীতে। ন্যায়পরায়ন জ্ঞানীরাই আল্লাহ সাক্ষী (ইমরান : ১৮)। আমি কেন, সবাই খুশী হব যদি পবিত্র কোরানের ও হাদিসের দলীল ভিত্তিক সূত্রসহ সত্যের চর্চ্চায় লেখালেখি, বলাবলি ও আলোচনা সমালোচনায় প্রেস, লাইব্রেরী ও বৈঠকখানা (religious-moral-cultural-spiritual oratories) মুখরিত হয়। এখনতো বেশির ভাগ কথাবার্তাই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও দলীয় যদিও অর্থনৈতিক ত্রুটি বিচ্যুতি ১২৪টি ও রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ত্রুটিবিচ্যুতি ২৫০টি যা সুস্পষ্টরূপে আমার রচিত প্রবন্ধাবলীতে দেখিয়েছি। পবিত্র কোরান ও হাদিসের বাংলা তরজমা সবাইকে পড়ার জন্য ঐকান্তিকভাবে অনুরোধ করছি। চলুন তো সবাই ধর্মজ্ঞান চর্চায় পুনঃ মেতে উঠি ও দেখি আমরা আল্লাহর রহমতে হৃত গৌরব, বাঁচার আনন্দ ও মুক্তির স্বাদ ফিরে পাই কিনা? দেশের স্বাধীনতা তো আল্লাহর নিয়ামত-রহমত-বাশারত যা আমরা পেয়েছি মজলুম মাহরূম হওয়ার কারণে। তো আমরা যদি নিজেরাই জালিম হয়ে জুলুমবাজীতে মেতে উঠি, এর অবশ্যম্ভাবী

পরিণাম হতে রেহাই পাব কি আমরা? আমার কথা হল পরহেজ কর, আর যদি কেউ জুলুম করে মজলুম বানিয়ে দেয়, তা প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ও এমন কি প্রতিশোধ ন্যায়সঙ্গতভাবে জায়েজ, যদি ক্ষমতা ও সুযোগ থাকে। আর তা না হলে মজলুম হয়ে সবুর ও তাওয়াক্কুল করা উচিত তবে জালিম যেন না হই। নিজে মজলুম থাকতে পারলে তো আল্লাহ মজলুমের সাথী হেতু তাঁর আদর-সাহায্য পাব আর মজলুম হয়ে আবার নিজেই জালিম হলে তো উভয় ভাল দিকই হারিয়ে গেল। কেহ হীন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে মুসলমানকে ইসলামের কথা বললে, লিখলে, চর্চা, সাধন ও প্রচার করলে সাম্প্রদায়িক বা মৌলিক কথা বললে, লিখলে বা উপদেশ দিলে বা প্রচার করলে তাকে মৌবাদী বলে ঠাট্টা বিদ্রূপ বা টিটকারী-মস্করা করবে বা করলেই দমে যেতে হবে এমন মানসিকতা ও হীনমন্যতা কেন হচ্ছে? আমি তো দেখছি যে, ধর্মের ব্যাপারে কেমন যেন ভয় ভয়, সংকোচ, অনীহা, বিমুখতা, লজ্জা বা আরো কত কিসের আমদানী স্বাধীনতার পরে আমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে গ্রাস করে চলছে। কিসের ভয়? পড়ুন আমার বাংলা কবিতা "প্রেমিকের ভয়" যা বিমানের 'নিহারিকা' নামক সাময়িকীতে ১৯৭৮-৭৯ সলে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে লিখেছি–

"আল্লাহকে যে ভালবাসে ভয় করেনা কাকেও

আল্লাহকেও তেমন, যেমন ভালবাসে।

খোদাপ্রেমিক উদাস মন, সমাজ মাঝে সেই রতন।

সব তার সে আল্লাহর, নির্ভয়ে ভীত, প্রভু পরিত্যাগ না করেন তায়

রাজত্ব শুধু অলি আল্লাহর"।

অন্য একটি কবিতা 'বিলীন'–

"আকুল সাগরে ভেসে চলেছি প্রেমময় দর্শনে,

জানি না মিলন হবে কোন ক্ষণে

হয়ত আমিত্ব বিহনে। আবেগপ্রবণ আমিত্ব শ্রেয় ঃ তত্ত্বসচেতনে

পরম আরাধে মিলন আমিত্ব বিহনে –"

এ কবিতাটি আমার প্রথম বাংলা কবিতা যা ১৯৬৫ তে চীনের ক্যান্টন শহরে সপরিবারে অবস্থানকালে লিখিত। সত্য ও ন্যায় সাধক আন্তরিক মুসলমানদের জন্যই রয়েছে বিপুল পারিশ্রমিক যার পূর্ণ বিবরণ রয়েছে সূরে আহযাবের ২৩, ২৪, ৩৫–৩৬ আয়াতে। দাম্ভিক বড় লোকদের জন্য রয়েছে বিপর্যয় ও শাস্তি (মুমিন : ৪৮)। আল্লাহ আয়াত নিয়ে তর্কবিতর্ক-বাক-বিতন্ডা বাদানুবাদ ও কিতাবুল্লাহকে মিথ্যা ঠাহর করা কবীরা গোনাহ ও পরিণাম দোজখ (মুমিন : ৬৯)। আমাদের সম্পর্ক আল্লাহর সহিত সরাসরি, (direct positive responsive), কোন মধ্যস্থ (Intercessor priestly Media-Mediator) নাই। তাই তিনি হুকুম স্বয়ং করেছেন "উদুনী আস্তাজিব লাকুম" তোমরা সবাই আমাকে ডাক, আমি তোমাদের আবেদন মঞ্জুর করব ও ডাকে সাড়া দেব (মুমিন : ৬০), জিকরুল্লাতেও তাই। তিনি সাড়াদানকারী (শাকুরু-Responsive)।

"ফাজকুরুনী আজকুরুকুম (তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব, বাকারা–১৫২)"। আখেরাতে জবাবদিহি ও বিচার অবশ্যম্ভাবী (যারিয়াতে ৫–৬)। ইসলামই সকল ধর্মের সেরা ও প্রভাবশালী (ফাতিহ : ২৮)। আল্লাহর পথে বাধার সৃষ্টিকারী কাফির যাকে আল্লাহ মাফ করবেন না মোটেই (সূরে মোহাম্মদ (দঃ) : ৩৪)"। পবিত্র কোরান তো মানব জাতির জন্য দূরদর্শিতার উৎস আর মুকিনিন (দৃঢ়-বিশ্বাসী) কওমের জন্য হিদায়াত, পথনির্দেশ ও রাহমাত। কবীরা গোনাগার আর সারেহীন মুমিনিন (সৎকর্মশীল বিশ্বাসীগণ) একপর্যায়ের নয় (জাসিয়া ২০-২১)। নিশ্চয়ই জালিমরা একে অন্যের বন্ধু। কিন্তু আল্লাহ পাক পরহিজগারদের বন্ধু (জাসিয়া-১৯)। যেমন কর্ম তেমন ফল (নেসা : ১২৩-১২৪)। আখেরাতের ঘর–তাদেরই জন্য যারা দেশে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার (প্রভাব প্রতিপত্তি প্রভুত্ব অবৈধ ক্ষমতা দখল, অর্থ-আত্মসাৎ, অপচয়) অশান্তি সৃষ্টি করতে মোটেই চায় না। আসলে সৎকর্মশীল পাপ-বর্জনকারীদের জন্যই উত্তম পরিণাম (কাসাস : ২৩)। সত্যের সাধনা নিজেরই জন্য (আনকাবূত : ৬)। আল্লাহ মাসালুল আলা (সর্বোত্তম উপমা, রূম : ২৭)। আল্লাহর আয়াত (নিদর্শন) শুধু জ্ঞানীদের জন্যই (রূপম : ২৮)। বানোয়াট ভ্রান্ত প্রথা পার্বন ও মতবাদ, উৎসব বাতেল বর্জনীয় লোকমান : ২১)। নবী করীম (দঃ) আত্মীয়তার সদভাব ছাড়া আর কিছুই প্রত্যাশা করেন নাই, তাই পেশাদার পীরমুরীদি ছেড়ে দিয়ে সূরে শূরার ২৩ আয়াত অনুসরণ করা ফরজ। ধর্মীয় বিষয়ে মজুরি দাবি নাজায়েজ, কেননা তালিম তরবিয়ত ও আমরে বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার খায়ের উম্মাহ মুসলিমের ধর্মীয় দায়িত্ব। শুধু কোন বিষয়ে ভাষা জানার নামই ইলম বা জ্ঞান নয় বরং জ্ঞানের প্রকৃত অর্থ বা মর্মার্থ হল সামগ্রিক তত্ত্বজ্ঞান হাসেল

করা, বুঝা ও সত্য অন্তদৃষ্টি ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণসহ সত্য সঠিক ও ন্যায়ের প্রত্যয় লাভ করা। বাংলাদেশের বর্তমান আলেমগণকে এ বিষয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে পবিত্র কোরান ও সিহা সিত্তা হাদিসের উপর মৌলিক চিন্তা, সত্য সঠিক ধারণা (তাহক্কিক), সমঝ, (ফিকহ), অন্তর্দৃষ্টি (কাশফ) ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় প্রতীতী বা দৃঢ়বিশ্বাস (ইয়াকিন) লাভের জন্য আরো তৎপর হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। এখানে তো প্রশাসনিক বিষয়ে শরিয়ত ও ওসুলের উপর সৎচরিত্র গঠনে সত্য ও ন্যাএয়র যে অপরিহার্যতা সে বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে তালিম-তাম্বি ও তরবিয়ত দানে ভাটা পড়ে গেছে বলেই আমার কাছে মনে হয়। নচেৎ মুসলমান যুবক যুবতী ছাড়াও প্রায় সকল বয়সের নর-নারীদের মধ্যে হারামখোরী, জিনাখোরী, মিথ্যাচার, কপটতা, জবরদখল, খুনাখুনি, অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার, বেয়াদবী (মান্যবরদের প্রতি অমান্যতা-অবাধ্যতা) ঔদ্ধত্য ও ইত্যাকার এত কবীরা গোনাহ সংঘটিত হতো না। মহান আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ, দাসত্ববোধ, যথাযথ ভয়, সমীহতা, ভক্তি, অনুরাগ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, মান্যতা-বাধ্যতা এবং মহানবী (দঃ) এর প্রতি সমীহতা, মান্যতা, বাধ্যতা, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও অনুরাঘ যদি প্রকৃতপক্ষে আমাদের অন্তরে জাগ্রত থাকত তাহলে এ দেশের মুসলমান নর-নারীদের আজকের মত এ বিভ্রান্ত বিচ্যুত ও মহাপাপাচারী অবস্থার সৃষ্টি হত না। আমরা কি এমনই ছিলাম? না থাকার কথা? এ কি হল আমাদের? এ অবস্থা কি অভিশাপ হতে খুব বেশি ভাল? কেননা জীবনের আনন্দ ও নিরাপত্তা তো কবীরা গোনাহের কারণে নিজেরাই নষ্ট করছি, যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেছেন যে, মানুষ যা কামাই করেছে, তাহাই সে পাবে।

দেশে একতা, একাত্মতা, সংহতি ও সখ্যতা-সহৃদয়তার প্রকট অভাব হেতু সরকার ও সামাজিক বিবেক তথা সমাজপতিগণ প্রায়ই বক্তৃতা ভাষণে গুরুত্বারোপ করেন অথচ স্বাধীনতার পরের বছরগুলিতে যা নষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার মধ্যে এ দেশের মুসলমান জনগোষ্ঠীর প্রকৃত আল্লাহ-ভীতি (তাকওয়া), সততা, সত্য ও ন্যায়বাদীতা, মহাপাপাচার হতে সচেতনভাবে পরহেজ করা, একতা, একাত্মতা, সংহতি, সৌভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য, মায়া মমতা, সহৃদয়তা, শালীনতা, আদব-কায়দা-শিষ্টাচার ও সখ্যতাসহ সুকুমার ও সুকোমল-বৃত্তির চর্চা ও উৎকর্ষ তার ভাটা যা শুধু বক্তৃতাবাজী বা কারো কারো হঠাৎ হঠাৎ প্রত্যাশায় পূরণীয় হওয়ার নয়, যে পর্যন্ত সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ও প্রকৃত আলেম সমাজের প্রত্যক্ষ অবদানে জাতিকে উদ্বুদ্ধ না করবে। আমরা তো একতা-সংহতি ও সৌভ্রাতৃত্বের ধর্মীয় দায়িত্ববোধের ধারে কাছেই নেই, যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেছেন সূরে ইমরানের ১০৩ আয়াতে যে, "তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জু একত্রে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধর, তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমরা স্মরণ কর আল্লাহ যে নিয়ামত তোমাদেরকে দান করেছেন-যখন একে অন্যের দুশমন ছিলে, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের মনে (ভালবাসার) আকর্ষণ পয়দা করলেন। তারই নিয়ামতের ফলে একে অন্যের ভাইরূপে গন্য হলে। অথচ তোমরা অগ্নিকুন্ডের কিনারায় দাঁড়িয়ে ছিলে-আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে বাঁচিয়েছেন। আল্লাহ এমনি করে সবিস্তারে তাঁর সব হুকুম তোমাদের জন্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন যেন সঠিক পথে এগিয়ে যেতে পারো"। আজ বাংলাদেশের মুসলমানগণ তো উপরোক্ত হুকুম বিস্মৃত হয়েই পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা অনৈক্য, শত্রুতা, হীনস্বার্থপরতায় হানাহানীতে লিপ্ত ও একতা ও সৌভ্রাতৃত্বকে অতীতের বিষয়বস্তু, হিসেবে স্বাধীনতার পরের সময়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে মতদ্বৈততা, মতানৈক্য, দলাদলী ও সংহতিহীন যার যার 'ইয়া নফসি' ভাব ধরে ফেলে বেশ দিব্বি আরামে পতন ও ধ্বংসের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। কাউকে কেউ বলার ও ডাক দোহাই দেবারও কেহ নাই। আর শোনার বালাইও কারো নাই।্ জোতির যে কোন কেন্দ্রীয় শ্রদ্ধেয় মান্যবর একক নেতৃত্ব নাই। হয়তো সবাই জনে জনে নেতা মাতাব্বর না হয় তো কেহই মান্যবর নাই। এই অরাজক অবস্থা কি মুসলমানদের হওয়ার কথা যেখানে হুকুম রয়েছে যে, আল্লাহ ও তদীয় রাসুল (দঃ) এবং উপরস্থ কর্তৃত্বশীল ব্যবস্থাপক মুরুব্বী ওলিল আমরকে মানো নেসা : (৫৯)। অবশ্য ওলিল আমরকে ঈমানদার, আমানতদার, মুখলেস, সিদ্দিক, সাদেক, আদিল-মুকসিত, মুহসিন হতেই হবে ও তাহলেই সবাই এমনতর মুরুব্বী ও মান্যবরকে যথাযথভাবে মানবে। অনৈক্য ও অমান্যতার একমাত্র কারণ নেতৃত্বের প্রকট অভাব ও মুরুব্বীদের সৎচরিত্রের অভাব যদ্বরুন বয়োঃকনিষ্ঠদের বিশ্বাসযোগ্যতায় ও স্বতঃস্ফূর্ত মান্যতায় অনীহা পরিবারে, সমাজে অফিসে ও কলে-কারখানায় আজকাল ন্যায় ও সুসম বন্টনের বিষয়ে প্রায়ই আন্দোলন-বিক্ষুব্ধতা পলিক্ষিত হয়। নির্বাহী কর্মকর্তাদের কোরানী ও হাদিসী তথা প্রকৃত ধর্মজ্ঞান ন্যায় বিধান সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান ও বিচার-বিশ্লেষণসহ ন্যায্যতায় নিজ নিজ কর্তব্যবোধ ও দায়িত্ববোধ অপরিহার্য। নচেৎ ক্ষব্ধতা, আন্দোলন, বিদ্রোহ ও মনোমালিন্য হেতু কাজে কর্মে ও ব্যবহারে অনীহা-বৈরীতা স্বাভাবিক যা উৎপাদন ও উন্নতির পথে অন্তরায়, শান্তি ও আনন্দের মধ্যে সহাবস্থান তো দূরের কথা। এ বিষয়ে সূরে নেসার ১৩৫ আয়াত হুবহু অনুসরণ করলেই সব যথাযথভাবে চলবে। আয়াত নিম্নরূপ :–

"তোমরা যারা ঈমান এনেছ, শোন। তোমরা সবাই ন্যায় বিচারের উপরই কায়েম থেকো আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে। হোক না তা নিজেদের ব্যাপার কিংবা মা-বাবা অথবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনদের ব্যাপার-চাই সে গরীব কিংবা ধনী হোক তাদের দু'জনার সাথে আল্লাহর যোগ সম্পর্কই তো সবচেয়ে বেশি। তোমরা নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুগত হয়ো না, যাতে তোমরা ন্যায় বিচার থেকে দূরেই সরে পড়বে। তোমরা যদি বিকৃত বিবরণ দাও, কিংবা এড়িয়ে যাও, তাহলে জানবে আল্লাহ সে সবের খবর রাখেন, তোমরা যা কিছু করছ"। আমার দৃষ্টিতে আজ বাংলাদেশের মুসলমান নর-নারীরা এ স্থানেই গাফেল হেতু বিচ্যুত। ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায় বিচার, সুবণ্টন ((Justice, Fairplay, Equity-righteousness-uprightness) ও যথাযথতা বা যথার্থতা অন্তত: ইসরামের মূলনীতির প্রাণ যা মুসলমানদের সৎচরিত্রের প্রধান অঙ্গ। এ বিষয়ে প্রত্যেকেরই সজাগ দৃষ্টি দেয়া ও ন্যায়পরায়ণ হয়ে পথচলা অবশ্য কর্তব্য যা পূণ্যার্জনের প্রধান পূর্বশর্ত। নেক নিয়ত থাকলেই আল্লাহ সাহায্য করেন। নিজের কৃতদোষ স্বীকার করা ও কাউকে খাতির না করা ন্যায় প্রতিষ্ঠার পূর্ব-শর্ত। জালিম অভিশপ্ত। সত্য যেহেতু শুধু আল্লাহ তায়ালার তরফ হতেই এসেছে (ইমরান : ৬০) এবং পবিত্র কোরান ফুরকান বা সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পূণ্য, হেদায়াত-গোমরাহী, ঈমান-কুফর তাওহিদ-শিরক, ভাল মন্দ ইত্যাদি সকল বিষয়ের মানদন্ড (সূরে ফুরকান : ১) তাই কোরান ও হাদিসের

জ্ঞান ছাড়া শুধু ঈমান এনেছি বা কলেমা পড়েছি এ কথার উপর ভিত্তি করে জ্ঞান, সত্য ও ন্যায়হীনভাবে অর্থাৎ অজ্ঞ ও অন্ধভাবে কেউ কি কোন ধর্মকর্ম বা ভাল কাজ করতে সক্ষম? অন্ধত্ব ও অজ্ঞতা সমার্থবোধক। যারা এখানে অন্ধ তারা তো আখেরাতে অন্ধ হয়ে থাকবে বরং হিদায়েতের রাস্তা তথা-আল্লাহর পথ বা সত্য সহজ সরল ইসলামের পথ হতে আরো দূরে থাকবে (বনী ঈসরাইল : ৭২)। তাছাড়া আল্লাহর নিজস্ব সিফাত ও তদনুযায়ী পবিত্র ও সুন্দরতম গুণবাচক-প্রশংসাসূচক নামাবলী বা আসমাউল হুসনা (Loving kindnesses-holy Attributive Names) যা পবিত্র কোরানে বর্ণিত সেগুলোর মর্মার্থ ও তত্ত্ব-সত্যতা (হাকিকাত) না জানলেও বললে একদিকে আল্লাহর হামদ, সানা সিফাত ও তসবিহ আজমতের শাহাদাতসহ সালাত মোনাজাত এবং অন্যদিকে তাওহিদ, তাহক্বিক, ইয়াকিন, শাহাদাতসহ মারেফাত-মুহাব্বতই বা কিভাবে হবে তা আমার বোধগম্য হয় না। কেননা আহলুল্লাহ-ওয়ালী আল্লাহ আশেকুল্লাহ-আমিনউল্লাহ-আনসারুল্লাহ হতে হলে পূর্বান্নে আরিফুল্লাহ হওয়া জরুরি নয় কি? মাশুকের জ্ঞান ছাড়া আশেক মুহাব্বত কিসের উপর ও কাকে করবে, যাকে সে জানে না ও সে যার গুণমুগ্ধ নয়? আল্লাহর সিফাত না জানলে হামদ ও তসবিহ কি পড়া ও শাহাদাত দেয়া যাবে? এ বিষয়ে আমি অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা ও আলোকপাত করেছি যা পরে ইনশাআল্লাহ প্রকাশ করা হবে। কেউ কেউ তো ধর্মীয় পুস্তক সত্য না জেনে বা না বুঝেই ভ্রান্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে আন্দাজ অনুমান ও যথেচ্ছার প্রকাশে লিখে বাজারে ছেড়ে দিচ্ছে। যেমন কেউ তার বইয়ের নাম রেখেছে " ঈমানের হাকিকত" বা বিশ্বাসের সত্যতা অথচ বিশ্বাসের সত্যতার বদলে হবে বিশ্বাসের আন্তরিকতা, ঐকান্তিকতা বা ইখলাসে-ঈমান আর হাকিকাতে দ্বীনিল্লাহ বা ধর্মের হাকিকাত যেহেতু ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম ধর্মই সত্য ও ইহারই সভ্যতার উপর ঈমান প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহপাক ও তদীয় রাসুল (দঃ) শুধু আসল হাদি, মুরশীদ বা সুপথ প্রদর্শক আর বাকি মানুষের মধ্যে যারা মা-বাপ, মুরব্বী, ও বয়োজ্যেষ্ঠ উর্ধ্বতন কর্তা, তারা আল্লাহ ও রাসুলের হুকুম বরদারী ছাড়া নিজের মনগড়া কিছুই বলতে ও হুকুম বা মানা করতে পারেন না।

হুকুম ও মানা করার অধিকার একমাত্র হাকাম ও মানিউ আল্লাহ ও তদীয় রাসুল (দঃ) যা মান্য করা ফরজে আইন। কেননা আল্লাহ পাক তো মহাঊর্ধ্বে, মহানবী (দ.)-ই তো আমাদের প্রত্যেকের মা বাবার চেয়েও ঊর্ধ্বে কর্তৃত্বশীল ও শ্রদ্ধেয় মান্যবর। মহানবী (দঃ) এর হুকুমও শরিয়ত (হাদিস)। তাই বলি যে, মুসলমান হয়েও যারা পবিত্র কোরান ও হাদিসে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত ও উল্লেখিত আদেশ ও নিষেধকৃত কর্ম ও আচার-আচরণের বিধি বিধান যা চিরন্তন ও চূড়ান্ত শরিয়ত ও ওসুল (ন্যায় বিধান) তা জানে না ও মানে না ও তাদের যথেচ্ছারমূলক পাশবিক ও বিবেকহীন অপরিণামদর্শী ভাবাবেগ ও প্রচন্ডাবেগের (নফসে আম্মারা) নিবৃত্তিকেই প্রাধান্য দেয় পশুসুলভ আচরণের মাধ্যমে, তাদের নিজস্ব ভোগেচ্ছা ও কুকর্ম যা কবীরা গোনাহ বটে, তা তাদের অকাল মৃত্যু, অসম্মান, আর্থিক, দৈহিক, সামাজিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক আত্মিক ও আখেরাতের চরম ক্ষতিরই কারণ। যেমন যা পবিত্র কোরানে সুস্পষ্টরূপে নিষেধ করা হয়েছে তা করলে ও আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমালংঘন করলে অপূরণীয় ক্ষতি, মহাপাপ জনিত মৃত্যু ত্বরান্বিত হবেই আর আখেরাতের পরিণাম কবীরা গোনাহের ফলতো থাকছেই। উপমা হিসেবে বলছি– জিনা মহাপাপ, মদ ও মাদক দ্রব্য সেবন মহাপাপ, ঘুষ মহাপাপ, চুরি ও মিথ্যাবালা মহাপাপ, খুন মহাপাপ, মা বাপকে কষ্ট দেওয়া মহাপাপ। কুফর-শিরক অমার্জনীয় নিশ্চিত শাস্তিযোগ্য। এগুলোর মধ্যে জিনা, হারামখোরী, খুন, মদ বা মাদকাসক্তি (সকল প্রকার নেশাযুক্ত চর্ব্য, চুষ্য, পেয় দ্রব্যাদি) নানা প্রকারের কুফল উদ্রেককারীরূপে মহাপাপাসক্তদের নিজেদেরই মৃত্যু ত্বরান্বিত করছে, আত্মার চিরমৃত্যু ঘটাচ্ছে ও আখেরাতের শাস্তি আল্লাহ ও তদীয় রাসুলের (দঃ) নাফরমানী তথা অবাধ্যতা-অমান্যতা, ধৃষ্টতা-ফাসেকী কবীরা গোনাহের জন্য তো রয়েছেই।

এ অনাচার ও অধর্ম পতন ও চিরমৃত্যু-ধ্বংসের কারণ নয় কি? এ অনভিপ্রেত মারাত্মক সামাজিক জীবন বিধ্বংসী অবস্থা কি এ দেশের মুসলমানদের জন্য অভিশাপবৎ নহে? দেখুন তো ব্যভিচার, ধর্ষণ, চুরি, রাহাজানী, খুন, মদ, তালাক, হেরোইন সেবন এ দেশের সংঘটিত হচ্ছে কিনা? ইহা কিসের আলামত? আমাদের দেশের স্বাধীনতার সহজাত আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির প্রকৃত লক্ষণ কি এ ধ্বংসশীল অবস্থা? পবিত্র কোরান ও হাদিসের জ্ঞানসমৃদ্ধ সমাজের কি পরহেজগারী ও আমলে সালেহা বিল কিসতের এ নমুনা? মহাপাপবর্জন (পরহেজগারী) ও ন্যায়ানুগ সৎকাজ (আমলে সালেহা বিল কিসতি)-কারীদের দ্বারা কি এমনতর জঘন্য কবীরা গোনাহ সংঘটিত হতে পারে? আজ আলেম, সমাজপতি, সর্দার, মাতব্বর বলেন, সৈয়দ সাহেব, পীর সাহেব, খন্দকার সাহেব, শেখ সাহেব, এ সাহেব ও সাহেব, অমুক বুজুর্গ, তমুক কামেল ইত্যাদি যাই বলেন, কোথায় তারা? কেন সবাই যেন কোন এক ভয়ার্ত অবস্থায় নিপতিত হেতু সত্য ও ন্যায়ের সচেতনতা ও সৎচরিত্রের পুনর্জাগরণে ও পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সবাই মুমূর্ষু অবস্থা ও মানসিকতার শিকার? তা হতলে কি ইসলাম কবুল করার হাজার বছর পরেও ইসলামের কথা বললে ও পালন করলে বা শিক্ষা প্রচার-প্রসারে ইসলাম ও মুসলমানদের চিরশত্রু কাফের-মুশরেক-বেদীন-ফাসেক-জালেম-কাজ্জাব-মুনাফেকরা আমাদিককে মৌলবাদী, মৌলিকবাদী, সত্যবাদী, ন্যায়বাদী, মুসলমান ভাই ভাই আদর্শের জন্য এবং কাফির, মুশরিক ও ফাসিকদেরকে ঘৃণা করায় সাম্প্রদায়িক বা মহাপাপীদেরকে মহাপাপী বললে আমাদিগকে অসভ্য বর্বর অজ্ঞ কাঠমোল্লাহ বলবে এই ভয়? এ কেমনতর মর্দেমুমিন ও মর্দে মুজাহিদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা? সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে স্বয়ং আল্লাহ ইরশাদ করেছেন যে তাঁর নাজেলকৃত সন্দেহহীন কোরান শুধু গায়েবে ঈমানদের মুত্তাকিদের জন্য হিদায়েত (বাকারা, ২-৪)। তাছাড়া লাক্বাদজা কুম আয়াতে মহানবী (দঃ) য মুমীনদের প্রতি স্নেহশীল সে কথাই বলেছেন স্বয়ং আল্লাহপাক এবং অন্যত্র তিনি মহানবী (দঃ) ও মুসলমানরা যে কাফিরদের প্রতি কঠোর মনোভাবাপন্ন তাও বলেছেন পবিত্র কোরানে। তাই অযথা ও অমলক ভয়ভীতি লজ্জা ছাড়ুন। ঠাট্টা বিদ্রুপ ও প্রতিরোধ-গতিরোধকে উপেক্ষা না করলে ব্যক্তি ও সমষ্টি কখনো ন্যায়নীতি নিয়ে শির উঁচু করে শমশের হাতে নিয়ে দাঁড়াতে পারে না। তাছাড়া স্বয়ং আল্লাহইতো ইরশাদ করেছেন যে মুমেনদের তিনি কঠোর পরীক্ষা করবেন সদাসর্বদা (আনকাবুত : ৩) বাংলাদেশের মুসলমান

জনগোষ্ঠী আজকের দিনে যতটা বল-বীর্যহীন ও চুপচাপ (Sloth-sluggish) ঝিমিয়ে পড়ছেন, তাতে আমার বড় রাগ লাগে এবং আমি মোটেও সমবেদনাশীল নই বরং অসন্তুষ্ট কেননা এমনতর দায়িত্বহীনতা ও সত্য ন্যায়ের পাশ কাটানো সত্য অস্বীকারেই নামান্তর বলে সুস্পষ্ট দলীল রয়েছে পবিত্র কোরানেই। অবশ্য আমার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিতে কার কি আসে যাবে? স্বাধীনতার পরের অনাচার ও মান-মান্যতাহীনতার সমাজে বসবাসই করছি সচেতনভাবে ও মাঝে মধ্যে তো প্রেসেও ২/১টি লেখার মাধ্যমে আমার মনোভাব ব্যক্ত যে করি নাই তা নয়। আমি ক্ষোভে, রাগে ও বীতশ্রদ্ধতায় ভুগলেই বা কার কি আসে যায়! তবে যখন কোন সুধী বিদগ্ধজনকেও জ্বলতে দেখি তখনই ভরসা পাই যে আমার জ্বালা ঠিকই জ্বলছে, আমি এখনো পাগল বা বিকৃত-বিচ্যুত হই নাই। জ্ঞানাচক্ষু যা দেখে ও জ্ঞানতাপসের মানসে যা প্রতিভাত, তা-ই সত্যের ও ন্যায়ের আধার ও অলোকবর্তিকা।

আমার কাছে মনে হয় আমরা প্রায় লোকেরাই যেন আমাদের অন্তরে জাগ্রত ধর্মীয় প্রত্যয়ের সঙ্গে ও বিবেকের সঙ্গে আত্মপ্রতারণা ও আত্মপ্রবঞ্চনা করে কপটতায় গা ভাসিয়ে চলছি। তা না হলে এ দেশের মুসলমানদের ধর্মজ্ঞানে এত ভাটা ও শাসন, চলন-বলন ও চরিত্র কর্মে আচরণে পবিত্র কোরান ও হাদিসী জ্ঞানের সাথে এত গরমিল-ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও আবার সবাই যেন আমরা সঠিক পথে আছি ও ভালই চলছি এমন একটা ভাব দেখাতাম না। হাকিকত ও সিরাতাল মুস্তাকিম হতে অনেক দূরে সটকে পড়েছি আমরা, যা হাজার বছরে অন্তত : এ দেশের মুসলমানদের এত দুর্দশা, পতন ও ধ্বংসোন্মুখ অবস্থা অতীতে কখনো হয় নাই। যদিও অনেক অজ্ঞ-অন্ধরাই এখনো নিজেদের কৃতকার্যতার মহান জয়গানে বিভোর ও আত্মতুষ্ট, নিজ নিজ যশের নেশায়। ধর্মজ্ঞানই শক্তি এবং এ জ্ঞানে দীপ্ত ব্যক্তিত্ব আলেমই শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান ততটুকুই যতটুকু তার জ্ঞান ও বিবেক প্রোজ্জ্বল। কই আমি তো তেমন অনলবষী সত্য সঠিক ধারণার প্রচারক বক্তা ও লেখক প্রচারক দেখছি না। সত্যবাদীই শক্তিশালী, অনমনীয় ও আপাসহীন। কই একমাত্র সরকারের ক্ষমতাসীন গুটি কতক কর্তাব্যক্তি ছাড়া সারা দেশে তেমন কোন ধর্মীয় আলেম বক্তার বক্তৃতা-ভাষণ বা পত্রপত্রিকায় ইসলামের মৌলিক বিষয়ে হাকিকতের উপর তাহক্বিক- ইয়াকিন-তাফসির-আকিদা সম্বলিত কোন লেখাও আমার নজরে পড়ছে না। এত দৈন্য দশা কেন হল? বাগাড়ম্বরে তো দিন যাচ্ছে না। সমস্যার কথা তো শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। রোগ নির্ণয় করে সমাধান দেয়ার কেউ আছে কি? সংস্কারক তো অনেক দেখলাম। তাছাড়া দুর্নীতি দমন করে সুনীতি প্রতিষ্ঠাতাও অনেক দেখলাম মুয়াবিয়া হতে এ যাবত। তো পবিত্র কোরান ও হাদিসের সত্যকে কবে পাঠ্যক্রমে আনা হবে? আল্লাহ ও রাসুলের (দঃ) শরিয়তকে কবে রাজনীতি ও শাসনে কার্যকরী করা হবে? আন্দাজ-অনুমানে ও যথেচ্ছাচারে আর কত মার খাবে মুসলমান জনগোষ্ঠী? কত ভাওতাবাজী ও ভন্ডামীর শিকার আরো হতে হবে আমাদের সবাইকে ধন্য আশা কুহকিনীর জালে? অশ্লীলতার জোয়ার রোধ করবে কে? আমি তো 'ব্যভিচারের পরিণাম' নামক পুস্তক লিখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশ করিয়েও কোন কাজ তেমন করতে পারলাম না। কেননা বাজারে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বইটা পাওয়া যাচ্ছে না, আর অর্থাভাবে আমিও প্রকাশ করতে পারছি না। শাসন ব্যবস্থার প্রথাগত ভাবধারা কবে যে পরিবর্তন হবে? তবে শিক্ষা ব্যবস্থার আমল পরিবর্তন না করতে পারলে ফলপ্রসূ শরিয়তি হুকুমাত, খেলাফতি জমহুরিয়াত ও ইনসাফের রায় ও আমল আখলাক হবে না। যারা সরকার চালাবেন তাদের ব্যক্তিগত কোরানী ও হাদিসী তাহক্বিক ইয়াকিন ও কাশফ তাফরেকা অবশ্যই জাগাতে হবে নচেৎ আন্দাজ-অনুমান ভিত্তিক কাল্পনিক ভাষণ, চবিত চর্বন ও বুলি কপচানোতে কার্যকরী কিছুই হচ্ছে না। আমার বড় খারাপ লাগে যখন কাউকে তার কথায় আর কাজে গরমিল দেখি। শাসন তো যার তার জঠর সর্বস্ব বিষয় নয়। শুধু অস্তিত্ব রক্ষার্তেই শাসন ব্যবস্থার অবশ্য কর্তব্য শরিয়তী হুকুমত অর্থাৎ যা আল্লাহ ও তদীয় রাসুল (দঃ) নিষেধ করেছেন তা যারা করবে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দ্বারা কঠোর হস্তে দমন করা ও যারা ভাল ও ভাল কাজ করে তাদেরকে প্রশংসা করা ও সহায়তা করা। এখনতো দেখছি যদিও প্রগতি-সম্মৃদির জন্য অদম্য সদিচ্ছা ও কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে ও অপরাধ দমন ব্যবস্থাও চালু আছে তারপরও প্রতিদিন আত্মঘাতি ও আত্মহননকারী ক্রিয়া কলাপের দরুন অনেক তরতাজা তরুণের জীবনপাত হচ্ছে। যা শরিয়তি হুকুমত চালু থাকলে ও জনগণের ধর্মজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে থাকলে এত নৈতিক নমনীয়তা ও তাকওয়াহীনতা আসত না আর অপরিণামদর্শী-আত্মহনন ও আত্মহত্যা হত না যা একজন সুস্থ মন-মগজের ধর্মজ্ঞানে বিজ্ঞ চিন্তাশীল, সত্য ও ন্যায়পরায়ন খোদাভীরুর পক্ষে কখনো সম্ভব হত না। হেরোইন খেয়ে হিরো হবে বা অবৈধ কামজ প্রেম করে ছ্যাঁকা খেলে বা কান্ডজ্ঞানহীনভাবে প্রচন্ডাবেগের ((Moral laxity) বশবতী হয়ে এমন সব কুকাজ করবে যেমন জোরপূর্বক বিয়ে, মারামারী, জখম, অপহরণ (Kidnaping) জিনা, বিয়ে হলেও অকালে তালাক, যৌতুকের জন্য হত্যা, নির্যাতন তালাক, আত্মহত্যা বা আরো কত কি? এগুলো কবীরা গোনাহ বৈ নয়। আমার কথা হল যত জ্ঞানই থাকুক না কেন, যদি কোন ধর্মজ্ঞানে বিজ্ঞ আলেমও কবীরা গোনাহ করে তবে সে শাস্তিযোগ্য গোনাহগার। তবে তাওবা, পরহেজগারী, সংশোধন ও ক্ষমার রাস্তা তো স্বয়ং ক্ষমাশীল আল্লাহ রেখেছেন। সমাজ আজ পাপাচারে নিমজ্জিত যা নিশ্চিতরূপে যারা পাপ করছে তারা, সরকার ও আলেম সমাজ সবাইকে নিজ নিজ দায়িত্বের প্রশ্নে অপারগতা, অকৃতকার্যতা, অমনোযোগীতা, নিবৃত্তি, দমন, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, গতিরোধ ইত্যাদি সকল প্রকারের কর্তব্যপরায়নতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কেননা একে অন্যের দোষারোপ করে কোন জাতিই সামগ্রিক মহাপাপাচারের অবশ্যম্ভাবী গজব থেকে রেহাই পায় না, যার প্রত্যক্ষ-সাক্ষী খোদ কোরান ও ইতিহাস। হতভাগা ছাড়া আর কারোরই হিতোপদেশ ও হুশিয়ারী হৃদয়গ্রাহ্য না হওয়ার কথা নয়।

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান নরনারীর এ দুর্দশা ও দুর্ভাগ্য হওয়ার তো কথা নয়। দোজখী হয়ে মরলে বাংলাদেশ ও ইহার স্বাধীনতা, কোন নেতা, ভাষা, সীমানা ও বর্ণবাদ তো আখেরাতের মুক্তিদানে সক্ষম নয় যা সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করা হয়েছে, "এমন কে আছে যে নাকি তারই (আল্লাহ) অনুমতি ছাড়া তার কাছে সুপারিশ করবে (বাকারা : ২২৫)"? এতদিন অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর,

১৯৭১ হতে অদ্য ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ পর্যন্ত সময়ে অনেক মুসলমান নরনারী একটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে যে, তারা কি আসলে রূহের দিক দিয়ে প্রথমে মুসলমান না কি বাঙ্গালী বা বাংলাদেশী না কি প্রথমে বাঙ্গালী বা বাংলাদেশী তারপরে মুসলমান। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, মহান আল্লাহ পবিত্র কোরানে কোথাও মহানবী (দ.) কে আরবের অধিবাসী বলে আলাদা ইসলাম বহির্ভূত কোন গুরুত্ব দেননি, কোরান আরবী ভাষায় নাজেল হয়েছে যাতে নবী নিজে ও আরবীয়গণ তা সহজে বুঝতে পারে (দুখান : ৫৮)। পবিত্র কোরান রহমত বটে (দুখান : ৬)। আর জাতীয়তা বর্ণের নয় বরং সত্য বা মিথ্যা ধর্মের যেমন হুকুম হয়েছে সূরে বাকারার ২৫৬ আয়াতে যে, হেদায়েত ও গোমরাহীর রাস্তা সুস্পষ্টরূপে আলাদাভাবে বাতলে দেয়া হল। জাতি আসলে দুইটিই। (১) সত্যধর্ম সম্বলিত হেদায়েত প্রাপ্ত মুমিন মুসলিম (২) মিথ্যাধর্ম সম্বলিত গোমরাহ-কাফির-মুশরিক-বেদ্বীন। জাতীয়তা তাই মাত্র দুইটি যা আমার ইংরেজি প্রবন্ধ 'Concept of Nationalism in islam' যা ১৯৭১ এর ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন 'ইয়ং পাকিস্তান' নামক সাময়িকীতে ঢাকা হতে প্রকাশিত হয়েছে। ভারত উপমহাদেশে আসলে দ্বিজাতিতত্ত্ব নয় বরং বহুজাতি কিংবা শুধু একজাতি অর্থাৎ খায়ের উম্মাহ-তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা যদি কোরান ও হাদিস শরীফের সত্য শিক্ষা ঠিকমত অমুসলিম জনগণের নিকট পৌঁছানো যায় যা আজো হয়ে উঠেনি। কেননা মুসলমানেরাই বিগত হাজার বছরে সত্য সঠিক ধারণা ও ন্যায়নীতিসহ প্রশাসন ও সমাজ ব্যবস্থায় বহু শতাব্দির শাসনকালেও ধ্যান-ধারণা ও ব্যবহারিক আচার আচারণ ও নীতিপ্রথায় তা প্রতিষ্ঠা করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। যদি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে জাতি হিসেবে গ্রহণ করা হয় তবে ভারত উপমহাদেশে দ্বিজাতিতত্ত্ব না হয়ে বহুজাতি তত্ত্ব হওয়ার কথা ছিল। কেননা, এখানে ধর্ম সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমান ছাড়াও বদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন, শিখ, ইত্যাদি সম্প্রদায়ও রয়েছে। ইদানিংকালে পত্রপত্রিকায় এমন সব মৌলিক ধর্মীয়,, নৈতিক মতাদর্শগত (Ideological) ও সাংস্কৃতিক বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা সমালোচনা, কটাক্ষ ও কাদা ছোড়াছুড়ি হচ্ছে যা বহু শতাব্দি পূর্বেই মীমাংসা হয়ে যাওয়ার কথা। এ বিষয়ে প্রয়োজন বোধে পরে বিস্তারিত তথ্য অবহিত করা যাবে। মুসলমানদের জানা উচিত যে আল্লাহতায়ালা স্বয়ং প্রত্যেককে মর্যাদাপ্রাপ্ত কোরানপাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন (যখরুফ : ৪৪)। তাই যারা পবিত্র কোরানের খোঁজ খবর রাখে না ও রাখার প্রয়োজন বোধও করে না বা করছে না, তারা যেন পরিণামের জন্য ভেবে দেখে যে কি জবাব তারা আল্লাহকে দেবে। আল্লাহর দৃষ্টিতে শুধু মহৎ ও সৎ চরিত্রবান ব্যক্তিগণই ভালবাসার পাত্র (হুজুরাত : ১৩)। আজকাল তো অনেকেই মুসলামন ও মুমিনের মধ্যে যে ব্যবধান তাও জানে না বা বুঝে না। দেখুন! আল্লাহ কি বলেন : 'গেয়ো লোকগুলো বলছে : আমরা ঈমান এনেছি মুমিন হয়েছি। হে নবী আপনি বলুন : তোমরা ঈমান তো আনতে পারনি। বরং তোমরা বল : আমরা অনুগত হয়েছি (মুসলমান)। এখনো যে তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি (হুজুরাত : ১৪)। কারা প্রকৃত মুমিন সে সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে "তারাই তো মুমিন (ঈমানদার-শুধু মুসলমান নহে) যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের উপরে আস্থাবান হয়েছে, তারপরে কিছুমাত্র দ্বিধা-সন্দেহ পোষণ করেনি আর নিজেদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে। এরাই তো সত্যসাধক (সিদ্দিক-আলীম-মুহাক্কেক, সাদেক-মুকিন-মুমিন মুসলিম) মুসলমান"(হুজুরাত : ১৫)। এ আয়াত হতে সবারই শিক্ষা নেয়া উচিৎ। ইতায়াত-ইত্তেবা (মান্যতা-বাধ্যতা) তো শুধু আল্লাহ ও তদীয় রাসুল (দঃ) ও তাদের আদেশ ও নিষেধ অনুযায়ী। তাহলে আবার এ দেশে কেউ কেউ অমুক তমুক এর আদর্শ অনুসরণ করার কথা বলে কেন? তাছাড়া প্রকৃত সুধী মনীষীদের জ্ঞান-গুণ অবদানের যথার্থ মূল্যায়ন ও মর্যাদা না হয়ে ফালতু ও খাতিরে অপ্রকৃতদের উঁচু মূল্যায়ন ও মর্যাদা হয়, যা সত্য ও ন্যায়ের হেরফের হেতু অন্যায়, জুলুম।

প্রকৃত বিজ্ঞ আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য হওয়ার তো কথা নয়। কেননা আল্লাহ রাহমানুর রাহীম জ্ঞানীদের অন্তরে ঐকমত্য (ইজমা) সৃষ্টি করে দিয়েছেন (আনফাল : ৬৩)। ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐকমত্য অন্তত: মুসলমানদের মধ্যে ন্যূনতম স্তরে থাকার কথা ছিল। কেননা ইখতিলাফ ও ফিরকাবন্দি নাজায়েজ। তেমনিভাবে ফিতনা-ফাসাদ নাজায়েজ (হাদিস)। দলাদলীর বিরুদ্ধে হুকুম এসেছে সূরে রূমের ৩২ আয়াতে। তাছাড়া পবিত্র কোরান আকড়ে থাকার হুকুম তো সূরে যুখরুফের ৩৩ আয়াতে। আজ আমরা কতজন কোরান পাককে সদাসর্বদা আত্মার-সাথী, ইলম, হিকমত, হিদায়াত ও হক ইনসাফ-তাওহিদের আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করতে পেরেছি ও করার গুরুত্ব অনুধাবন করছি? ধর্ম নিয়ে, রাজনীতি নিয়ে, পীর-মুরীদি নিয়ে ঝগড়া ও দলাদলীর শেষ নাই। অথচ দলাদলী-ঐক্য, সৌহার্দ ও সৌভ্রাতৃত্বের নির্বাসন। আল্লাহর অহির প্রতি অবহেলা, বিমুখতা, অনীহা, অবজ্ঞা, অস্বীকার ও ইচ্ছাকৃত না জানা ও বোঝার চেষ্টা না করার বিষয়ে কঠোর হুশিয়ারী রয়েছে সূরে আহকাফের ২৬ ও যুমরের ৫৯ আয়াতে। আমাদের চক্ষু, কর্ণ ও অন্তরকে আল্লাহর-রিসালতের সত্যমন্ডিত না করলে সামিয়ানা ওয়া আতানা ভিত্তিক কলেমা ও বাইয়াত তথা পুরো ধর্ম-বিশ্বাস-টাই ফাঁকা হয়ে যায় না কি? আজ বাংলাদেশর জলে স্থলে অন্তরীক্ষে প্রাকৃতিক বিপর্যয় কি এ দেশের মুসলমান যারা উম্মতে ওয়াস্তা ও খায়ের উম্মাহ হওয়ার কথা ও ইমামে সালেহীন হিসাবে বাকি বণী-আদমের পুরোধায় থাকার কথা, তাদের মহাপাপাচারিতার কারণেই সংঘটিত হচ্ছে না যা সূরে রূমের ৪১ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে। এ দেশে এখন তো এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব করা হয়েছে যে বেশ কিছুসংখ্যক ভাগ্যান্বেষী ভোগবাদী লোভাতুর লোক দেশে প্রাধান্য বিস্তারের জন্য ও ক্ষমতা, অর্থ, প্রতিপত্তি, প্রভুত্ব ও যশের অদম্য প্রবৃত্তি ও লোভে যথেচ্ছাচার কপটতার আশ্রয় নিতেও সংকোচ করছে না। তারা এ বিষয়ে আল্লাহর হুকুম ও মহানবী (দঃ) এর হুকুম জানে ও মানে বলে মনে হয় না। আল্লাহর হুকুম "আখেরাতের এই ঘর সে তো তাদের জন্যই আমি তৈরি করেছি যারা দেশে নিজদের প্রাধান্য বিস্তার করতে, অশান্তি সৃষ্টি করতে মোটেই চায় না। আসলে ন্যায়পরায়ন পরহেজগারদের জন্যই তো উত্তম পরিণাম রয়েছে" (সূরে কাসাস : ৮৩)। যে ভালাই নিয়ে এসেছে তার জন্য তো সে তুলনায় অনেক উত্তম বিনিময় রয়েছে। আর যে কেউ অপকর্মের বোঝা বয়ে এনেছে, যেসব অপকর্ম সে করেছে তাকে ঠিক ততটুকু সাজা-ই ভুগতে হবে–অত্যাচারীদের জন্য এ ব্যবস্থা রয়েছে (কাসাস : ৮৪)। হাদিসে আছে যারা স্বেচ্ছায় পদপ্রার্থী তাদের স্থান আমার (মহানবী দঃ) সরকারের নাই। অথচ কি অবস্থা ও ব্যবস্থা আমাদের? নির্বাচনের জন্য নিজের বা পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করে হলেও

বা ছলে-বলে-কৌশলে নির্বাচিত হওয়া চাই-ই চাই, এতো গেলো রাজনীতিতে বর্তমান হাল হকিকত। বানোয়াট বেদাতি পেশাদারী পীর-মুরীদ-পৌরহিত্যবাদী ব্যবসা ও খানকা আস্তানা আশ্রম বিষয়ে তিরস্কার রয়েছে সূরে হাদিসের ২৭ আয়াতে। মুসলমানদের সুনিশ্চিত হিদায়াত ও মাগফিরাতের খোশখবর রয়েছে সূরে হাদিদের ২৮ আয়াতে। দুনিয়ার জিন্দেগীতে (১) ধনের প্রতিযোগিতা (২) মোহ-লোভ (৩) বাজে কথা ও কাজ (৪) অহংকার বাহাদুরী (৫) নিজের ফাকা শানশাওকাত দেখানো ও (৬) খেলতামাশা ও চলমান ক্ষণস্থায়ী আরাম আয়েশের অদম্য লোভ বৈ আর কিছুই নাই। (হাদিদ : ২০ ও ২৩)। আমাদের উচিৎ আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া ও বেহেশতের জন্য কাজ করা (হাদিদ : ২১)। সত্য শুধু আল্লাহর পক্ষ হতে অহি মারফত নাজেলকৃত হেতু অহির জ্ঞান ও তথা চূড়ান্ত অহি বা কালামুল্লাহ কোরানের ইলমই আসল (ইমরান : ৬০, বনী ইসরাইল : ১০৫)। অহি বুঝাবার জন্য খুবই পরিষ্কার ও সহজ (হাদিদ : ১৭ ও কামার ২২, ৩২, ৪০ ও ৫১)। জ্ঞান ও শক্তিতে আল্লাহকে কেউই অতিক্রম করতে পারে না (ওয়াকেয়া : ৬০), আনকাবুত-হুদুদুল্লাহ-আল্লাহর নির্ধারিত সীমা-ই শরিয়তের মূল (নেসা : ১৩-১৪ ও তালাক : ১)। সীমালংঘন শাস্তিযোগ্য মহাপাপ। হুদুদুল্লাহ প্রশাসনের মূলনীতিও বটে। যারা প্রকৃত মুমিন নয় অথচ সন্তান সন্ততি ও ধন-দৌলতের মোহ ও অহংকারে মদমত্ত, তারা দুর্ভাগা, যদিও বুঝতে সক্ষম নয় (মুমিনুন : ৫৫-৫৬)। যারা ফিরকা

বন্দিতে লিপ্ত তাদেরকে পরিত্যাগ করার হুকুম (মুমিনুন ঃ ৫৩-৫৪)। শয়তানের পদাংক অনুসরণ শুধু তারাই করে যারা সংশয়বাদী। আল্লাহ বিমুখ ও বিস্মৃত, পাপাসক্ত ও অশালীন-অশ্লীল। শয়তানের কারসাজি হল সে সদা-সর্বদা অশ্লীলতা ও কুকর্মের প্ররোচনা দেয় গাফেল-ফাসেকদের অন্তরে। হিজবুশ শয়তানের বিষয়ে হুকুম এসেছে-সূরে মুজাদিলাহের ১৪-২০ ও হিবুল্লাহর বিষয়ে মুজাদিলাহের ২১-২২ আয়াতে। আল্লাহ জানতে চান, না দেখে আল্লাহ ও রাসূলের সাহায্যকারী খাদেম কারা (হাদিস ঃ ২৫)। আমাদের কর্তব্য ভাল দ্বারা মন্দকে প্রতিহত ও প্রতিরোধ করা (মুমিনুন ঃ ৯৬)। যারা অহির প্রতি বিমুখ তারা মহাপাপী (মুমিনুন ঃ ১০৫-১০৬)।

বিয়ের ব্যাপারে মুসলমান নর কোন জিনাকারিনী এবং মুক্তিপূজারিণীকে ও নারী কোন জিনাকার ও মূর্তিপূজককে বিয়ে করবে না যা হারাম (নূর ঃ ৩)। অথচ আজকাল হচ্ছে কি? অধিকাংশ লোকই (যদিও মুসলিম) এমতর হওয়ার কথা নয় যে সে সত্য ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যানকারী (মুমিনুন ৭০)। সত্য যদি কাফের, মুশরেক ও ফাসেক জালিমদের খাহেশ অনুসরণ করত, তাহলে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে দুর্নীতির কারণে বিপর্যয় নেমে আসত (মুমিনুন ঃ ৭১)। মহানবী (দঃ) সত্য-পথে সবাইকে আহবান জানিয়েছেন তবে যারা কাফের ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তারা তদপ্রতি বিমুখ (মুমিন ঃ ৭৩-৭৪)। জ্ঞানভিক্ষাই সর্বোত্তম মোনাজাত (ত্বাহা ঃ ১১৪)। হাদিসে আছে যে, মহান আল্লাহ কাউকে ধর্মজ্ঞান দেয়ার পরে ঐ জ্ঞান ফেরৎ নেন না বরং ঐ জ্ঞানীকে উঠিয়ে নেয়ার পর অজ্ঞরা শাসনের বিভিন্ন পদের প্রধান হয়ে বসে পড়ে ও গদিতে যথেচ্ছভাবে আইন সত্য ও ন্যায়নীতিহীনভাবে সিদ্ধান্ত রায় প্রদান করে যা তাদের অজ্ঞতা ও বিচারহীনতারই স্বাভাবিক ফলশ্রুতি যা সমাজে অনাচারের সৃষ্টি করে জুলুমের কারণে। এ অবস্থা বাঙলাদেশে প্রকট নয় কি? আসলে পবিত্র কোরানের ইলম না থাকতেই সব বিপর্যয়, যা ইলম হাসেল করলেই শুধু প্রতিহত হতে পারে। এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে সূরে মুমিনের ৬৩-৬৪ আয়াতে। সূরে হজ্বের ৫৪ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। যারা প্রকৃত আলীম, তারা জানেন যে, কোরানই সত্য। যারা সত্য সাধক ও সত্যবাদী আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেন (হজ্ব : ৩৮)। আল্লাহ জ্ঞান চাহনে ওয়ালদেরকে ইসলামের জন্য বা বিষয়ে তাদের বক্ষকে (সরহে সদর) প্রশস্ত করেন (আনাম : ১২৬)। আল্লাহর হিদায়েতই একমাত্র সুপথে চালিকা শক্তি (আনাম : ৭১)। বাংলাদেশের কোন কোন মুসলমানের মধ্যে বাপদাদার অনুসৃত সত্য বিবর্জিত প্রথা ও সংস্কারের প্রতি অন্ধ অনুরাগ হেতু পবিত্র কোরান ও হাদিসের সত্য বাণীকেও হঠকারিতা ও একগুয়েমীর কারণে পাশ কাটিয়ে যেতে দেখা যায়। ইহা খুবই খারাপ ব্যাপার। কেননা অজ্ঞ, বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত হঠকারীতা, অনীহা, বিমুখতা ও অমনোযোগিতা মহাপাপ (হুজুরাত : ২৬-Bigotry, zealotry) । যে যাই করুক না কেন, আল্লাহ সত্যের, পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী (Vndicator of truth by wiping out falsehood) (সূরে শূরা : ২৪)। আল্লাহর অহির উপরে তর্ক বিতর্ক ও বাকবিতন্ডা ধুষ্টতা বৈ নয় (শূরা : ৩৫)। সূরে কামারে ৪ খানা আয়াতে কোরান পাককে সহজতর করে বুঝবার জন্য নাজেল করেছেন বলে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, তবু কতজন কোরানের সমঝদার আছেন? উপরে যা যৎসামান্য দলীলী হিদায়েতের বর্ণনা দেয়া হল ও আমার ক্ষুব্ধ মনেরও কিছুটা বহিঃপ্রকাশ হল তা সহৃদয় মুসলিম পাঠক-পাঠিকাগণ যদি পবিত্র কোরান ও হাদিস অধ্যয়ন করে প্রত্যয়দীপ্ত হন তবেই সার্থক হবে এ গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের আসর উদ্দেশ্য, সার্থক হবে আমার শ্রম। আসলে আল্লাহ যার মঙ্গল চান শুধু তাকেই ধর্মতত্ত্ব বুঝবার ক্ষমতা (ফিকহ) দান করেন (বুখারী)। আল্লাহর বাণী ও তদীয় রাসুল মোহাম্মদ (দঃ) এর বাণীর সত্যতা, প্রকৃত তত্ত্ব ও গুঢ়-রহস্য তথা হাকীকাত বুঝা-হৃদয়ঙ্গম করা ও সামগ্রিকভাবে অনুধাবন ও অনুভব করা পবিত্র কোরান বিমুখ লোকদের জন্য এত সাধারণ ও সহজ ব্যাপার নয়। কেননা ধর্ম তথা আল্লাহর অহির সত্যতার সমঝদারীর বিষয়ে স্বয়ং আল্লাহ পাকই সূরে কামারের ২২, ৩২, ৪৪ ও ৫১ আয়াতে ঘোষণা করেছেন যে "আর আমিই তো কোরানকে বুঝবার জন্য সহজতর করেছি কিন্তু চিন্তা করে দেখার মত তোমাদের মধ্যে কেউ আছে কি? এর অর্থ পরিষ্কার নয় কি যে, যদিও পবিত্র কোরান সহজতর করেই সর্বজ্ঞ, পরম সুপথ প্রদর্শক ও একমাত্র জ্ঞানদাতা আল্লাহ নাজিল করেছেন, তবুও শুধু মনোযোগ ও ধৈর্য সহকারে গভীর চিন্তার অভাবেই সদা সর্বদাই মুসলমান জনগোষ্ঠী কোরানী ও হাদিসী ইলম ও ইয়াকিন তথা হাকিকাত প্রত্যয় লাভে ব্যর্থ? দ্বিতীয়ত : সূরে নেসার ৮২ ও সূরে মোহাম্মদের (দঃ) ২৪ আয়াতে পবিত্র কোরানের উপর গভীর ধ্যান ও গবেষণা-সত্য অনুধাবন করার হুকুম হয়েছে। তৃতীয়ত যদিও সূরে বাকারার ১২১ আয়াতে যথাযথ তাজিম ও মনোযোগের সঙ্গে পবিত্র কোরান অধ্যয়ন, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয় লাভের জন্য হুকুম হয়েছে, তা ক'জন মুসলমান পালন করছেন? এ দেশে তো একমাত্র ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজী খালাক (সূরে আলাক : ১)

এর বিষয়েই সূত্র ও প্রচার মাঝে মধ্যে দেখা যায়। অথচ আল্লাহর নামে পড়বার জন্য হুকুম হয়েছে আর গভীর মনোযোগের সঙ্গে কোরআন শরীফ না পড়লে ইসলাম ধর্ম তথা আল্লাহ, রিসালাত, দ্বীন, তাঁর সিফাত ও হামদ, সানা তসবিহ সম্বলিত আসমাউল হুসনা বা ইলমুল্লাহ ওহকিকতে তাওহিদ ও মারেফাতে ইলাহী, শরিয়ত, ওসুল, ফুরকান, হিদায়াত, হিকমত ইত্যাকার কিছুই তো কেউই জানতে সক্ষম হবে না। চতুর্থত : যারা মুসলমান হয়েও কোরান পাক বিমুখ তারা তো স্পষ্ট পাপী-কেননা তার তো সত্য বিমুখ অজ্ঞও (ত্বাহা : ১০০, মোহাম্মদ : ২৫) এবং যারা আল্লাহর অহির প্রতি নিস্পৃহ বীতশ্রদ্ধ তারাও (মোহামম্মদ : ৯)। মুসলমান হতে বা মুমিন হতে গেলেও তো ইসলামের হাকিকতের ইয়াকিন লাগবে (হুজুরাত : ১৪) এবং প্রকৃত মুমিন কারা সে সম্পর্কেও তো ইরশাদ হয়েছে সূরে হুজরাতের ১৫-১৭ আয়াতে। পঞ্চমত : আল্লাহ যাকে ধর্ম বুঝবার ক্ষমতা দেন তিনিই শুধু বুঝেন (হজ্ব : ১৬) এবং হাদিস (বুখারী) শরীফেও ইরশাদ হয়েছে "ওয়া মাইউরিদুল্লাহ বিহি খায়রান ইউ ফাক্কিহি ফিদ্বীন" অর্থাৎ আল্লাহ পাক যার মঙ্গল চান তাকেই শুধু ধর্ম বুঝবার ক্ষমতা দান করেন। তবে আল্লাহ জালিম, মুনাফিক, কাফের, মুশরিক, কাজ্জাব, গাফেল, নাফরমান, অবাধ্য মহাপাপীকে কখনো হিদায়াত করে না ও সত্যের সমঝদারীও দেন না (বাকারা-২৫৮ ও ২৬৪) এবং সত্য শুধু আল্লাহের কাছ থেকেই নাজিল হয়েছে যা পবিত্র কোরান ও সিহা সিত্তা হাদিসে লিপিবদ্ধ। তাই কাফের, মুশরেক, জালেম, কাজ্জাব (মিথ্যাবাদী), গাফেল, মুনাফেক ও ফাসেকরা কোরান ও হাদিস শরীফ পড়লেও হেদায়াত পাবে না বরং জাহেল ও গোমরাহ মুরতাদই রয়ে যাবে অভিশপ্ত হিসেবে। সত্য শুধু আল্লাহর কাছ থেকে (ইমরান : ৬০) এবং সহি হাদিসও সত্য কেননা মহানবী (দ.) অহি ছাড়া ধর্ম বিষয়ে নিজের পক্ষ হতে বানিয়ে কিছুই বলতেন না (নাজম : ২-৫)। ষষ্ঠত: আল্লাহ পাক তো শুধু ঐকান্তিক ও বিশুদ্ধ চিত্ত মুমনিদের জন্যই ইসলামকে প্রাণপ্রিয় ও সৌন্দর্য মন্ডিত করে তাদের বক্ষকে বিপুলভাবে হিদায়াত ও ফিকহ এর নূরে প্রশস্ত করেছেন যাদের নিকট কুফর, অশ্লীলতা ও আল্লাহ ও তদীয় রাসুল এবং ইসলামদ্রোহিতা ঘৃণার বস্তু (হুজুরাত : ৭)। সপ্তমত : যারা সত্য ও সত্যবাদীকে ঘৃণা, প্রতিবাদ, প্রতিহত ও প্রতিবাদ করে তারা তো মহাপাপী (মালাইকাহ : ৪২)। অষ্টমত : পবিত্র কোরান আঁকড়ে থাকার হুকুম আল্লাহ পাক সূরে যুখরুফের ৪৩ আয়াতে ও মহানবী (দঃ) তার বিদায় হজ্বে হুকুম করেছেন হেতু যারা মুসলমান হয়েও তা করে না তারা ফাসিক নয় কি? কোরান তো মোটেই জটিল নয় (কাহাফ : ১, যুমর ২৮)। যারা কুটিল তারা তো গোমরাহ ও মহাপাপী ক্ষতিগ্রস্ত (ইমরান : ৭)। মুসলমান হয়েও যারা বাজে কথা ও কাজকর্ম নিয়ে মেতে থাকে তারাও তো মহাপাপী (মুমিনুন : ১-৩ ও ফুরকান : ৭২)। আবশ্যকীয় সত্য ও সহজ সরল কথা বলারই তো হুকুম হয়েছে সূরে আহযাবের ৭০ আয়াতে। যারা অন্ধ প্রথাকে ধর্ম বলে অনুসরণ করে তারাও তো পথভ্রষ্ট (শোয়ারা : ৬৯)। উচ্ছৃংখল লোকেরাও মহাপাপী শোয়ারা : ১৫১)। কারা প্রকৃত জ্ঞানী সে সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে সূরে যুমরের ১৭-১৮ আয়াতে। জ্ঞান ও ঈমান অবিচ্ছেদ্য (রূম : ৫৬)। পবিত্র কোরানে সকল বিষয়েই হেদায়াত, উপমা এবং উদাহরণ দেয়া হয়েছে (রূম : ৫৮)। বানিয়ে মনগড়া কথা বলা হারাম (আনকাবুত : ১৩)। ধর্মনেতা ও আলীমগণ জনগণকে মহাপাপাচারিতা ও ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞতা, গাফলতি ও পথভ্রষ্টতা থেকে বারণ করার জন্য দায়ী (মোয়েদাহ : ৬২-৬৩)। আজকাল এ কর্মটি কার্যকরীভাবে সম্পাদিত হচ্ছে কি? ধর্মকে তো হাসি, ঠাট্টা ও খেলার বস্তু বা যার যার মর্জির বিষয় বলে মনে করছে অনেকেই যা মহাপাপ (মায়েদাহ : ৫৭)। অনেকেই বলেন, যে পবিত্র কোরান শুধু আরবীতে নয় বরং এর বঙ্গানুবাদ বা তরজমা পড়লেও নাকি তারা অনেক কিছুই বুঝেন না। আমি বলি যে, ইহা শুধু গভীর মনোনিবেশ সহকারে পবিত্র কোরান অধ্যয়ন ও তদপ্রতি চিন্তা ভাবনা বা ধ্যান না করার দরুণই নয় বরং আসল কথা হচ্ছে যদিও কোরান শরীফ দুর্বোধ্য ও জটিল নয় মোটেই বরং সূরে কামারের ২২, ৩২, ৪০ ও ৫১ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নিজেই কোরানকে বুঝবার জন্য সহজতর করেছেন এবং জটিল নয় (কাহাফ : ১-২) বলে ঘোষণা করেছেন, কিন্তু পাঠ করার পরে বুঝবার জন্য গবেষণা করার পরেও কেউ যদি আল্লাহের পবিত্র কালাম, অহি রিসালত-আয়াত না বুঝেন তাহলে বুঝতে হবে যে ঐ ব্যক্তি নিশ্চয়ই কোন না কোন মহাপাপে লিপ্ত বা তওবাহীন ও সংশোধনহীনভাবে অতীতে কোন কবীরা গোনাহ করে আল্লাহর নাফরমান, অবাধ্য বা ফাসিক-জালেম রূপে গণ্য হয়েছে এবং এমনতর লোকদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেন না যেমন ইরশাদ হয়েছে সূরে তাওবার ৮০ আয়াতে। আল্লাহ জালেম গোনাহগারদেরকে ধ্বংস করে দেন, যদি তারা সত্বর তাওবা, সংশোধন পাপবর্জন ও পূণ্য অর্জনে ঐকান্তিকভাবে নিবেদিত নিবিষ্টচিত্ত না হয় (আম্বিয়া " ১১)। আর কোন নরনারীর প্রকৃত ধ্বংসের লক্ষণ হল ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞতা, বিভ্রান্তি, বিচ্যুতি তথা লোভে পাপ, পাপে চিরমৃত্যু ((Perdition)। ধর্মজ্ঞান না থাকলেই তো আসলে অজ্ঞ, মূর্খ, অন্ধ ও গোমরাহ বা পথহারা। ধর্মজ্ঞানই আমার মূলধন বলে তো মহানবী (দঃ) তার হাদিসের প্রারম্ভে এ জন্যেই বলেছেন যে, মূলধন হাতে নিয়েই তো যাবতীয় কাজকর্ম, কর্তব্য, বর্জনীয় ও দায়-দায়িত্ব ইত্যাদি সম্পাদন করতে হয়। আজ বাংলাদেশের মুসলমান নর-নারীকে জিজ্ঞাসা করতে আমার প্রায়ই ইচ্ছা হয় যে, আপনাদের সবার বা প্রত্যেকের কোরানী ও হাদিসী স্বচ্ছইলম কারো হাতে তেমন না থাকলে মূলধন ও পাথেয় অন্য আর কিছু হাতে কি আছে যা দ্বরা আপনারা সিরাতাল মুস্তাকিমে চলবেন ও কামালিয়াত এবং তাজকিয়া বিত তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ ও আমলে সালেহা বিল কিসতির মাধ্যমে উন্নততর মকাম ও রাহানী দরজা হাসেল করতে সক্ষম হবেন? ভাষা, দেশ, জাতি, আত্মীয়, স্বজন, বন্ধুবান্ধব ইত্যাকার কিসের দ্বারা ধর্মজ্ঞান না থাকলে আসল মূলধনের অভাব পূরণ করা যাবে? জীবনের অপরিহার্য অবলম্বন তো শুধু ধর্ম বিশ্বাস তাও দৃঢ় বিশ্বাস (একনি), সৎকর্ম, ন্যায়পরায়নতা, পরোপকারই যা দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ, মুক্তি ও পরিতৃপ্তি। পবিত্র কোরানে তো বারংবার ঈমান ও সৎকর্মেই যে জান্নাত হাসেল করা যাবে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সমর্থ হওয়া যাবে সে বিষয়ে খোশ খবর রয়েছে। আমরা তাহলে যাচ্ছি কোন দিকে?

মুসলমানগণ আজ ধর্মজ্ঞান, ধর্মচিন্তা ও উন্নততর আদর্শের ক্ষেত্রে এত বিমুখ ও পশ্চাদগামী কেন? জাগতিক জীবনে দৌলত, আওলাদ, কুয়েত ও সেহাতের প্রাচুর্যতা কি কাউকেও আখিরাতের পরিত্রাণের নিশ্চয়তা দিতে পারে যদি না প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ

মুক্তির জন্য ধর্মজ্ঞান অর্থাৎ সত্য সঠিক ধারণা, বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা (তাফরেকা) ন্যায়ানুগ কাজকর্ম ও পরোপকারে আত্মনিয়োগ করে প্রকৃত মুসলিম, মুমিন, মুকিন ও সালেহ না হয়? প্রত্যেক আত্মাই তার নিজের জন্য দায়ী (কোরান) যেমন কর্ম তেমন ফল অর্থাৎ ভালাইর পুরস্কার ও মন্দের সাজা অবধারিত। কোন আত্মাই অন্যের পাপের বোঝা বহন করবে না এবং কেউই অন্যের মুক্তির জন্য কিছুই করতে পারে না (সূরে মালাইকাহ বা ফাতির : ১৮)। শুধু ধর্মজ্ঞানে বিজ্ঞই প্রকৃত আলেম এবং এমনতর আলিমগণই প্রকৃত আল্লাহভীরু মুত্তাকি-মুসল্লি (মালাইকাহ : ২৮)। মূর্খরা আল্লাহ ভীরু নয়। সত্য বিমুখতা মহাপাপ (মালাইকাহ : ৪২)। আল্লাহর আয়াত নিয়ে তর্ক-বিতর্ক বা দলাদলী ও সন্দেহ পোষণ মহাপাপ (সূরে মুমিন : ৬৯)। আমি বা আমরা মুসলমানও মুমিন বিল ইসলাম শুধু এ কথা মনে করে আত্মস্থ হয়ে ধর্মজ্ঞান হাসেল না করে আন্দাজ-অনুমানের উপর ভর করে বা পেশাদার পরজীবী ধর্ম ব্যবসায়ীদেরকে আল্লাহ ও বান্দাদের মধ্যস্থ (Intereesor) ঠাহর করে কোরআন হাদিস অধ্যয়ন না করে ও না জেনে চললে , কতটুকু কি হাসেল হবে তা আমার বোধগম্য নয়। এ দেশে তো পীরতন্ত্র (Priesterft) কোরান শরীফের বিকৃত তাফসীর করেই যেন বিধর্মী পীর-পুরুষদের মত জাকিয়ে বসে আছে। অথচ ইসলামে পীরবাদ বা পীরতন্ত্র নাই (তাওবা : ৩১)। অনেকেই ওসিলার কথা বলে ও পীর মুরশিদের প্রতি অন্ধভাবে ভক্ত হয়ে চলে অথচ ওসিলার কথা তো আল্লাহ পাক তার নৈকট্য লাভের জন্য বলেছেন সূরে মায়েদার ৩৫ আয়াতে এবং এই ওসিলা যে পীর নয় বরং আল্লাহকে সেজদাহ করা তা তো আল্লাহ পাক নিজেই তাঁর প্রিয় হাবীব মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (দঃ) কে হুকুম করেছেন "ওয়াসজুদ ও ওয়াকতারিব" (অর্থাৎ আমাকে সেজদা করুন ও আমার নৈকট্য লাভে তৎপর হউন) সূরে আলোকের শেষ অর্থাৎ ১৯ আয়াতে। তাছাড়া আল্লাহ মাবুদ ও রাহমানকে সরাসরি ডাকার জন্যেই তো হুকুম করেছেন (কারও মাধ্যমে নয়) "উদউনি আস্তাজিবলাকুম (আমাকে সরাসরি ডাকো, আমি জবাব দেবো) সূরে মুমিনের ৬০ আয়াতে। পবিত্র কোরান তো হাকিম আল্লাহর নিকট হতেই নাজেলকৃত (নমল : ৬)। মুমিন মুসলমানগণের প্রতিটি সৎকাজের তো দ্বিবিধ ফায়দা নিশ্চিত। যেমন ভাল কাজ করলে তো ইহার জন্য ১০ গুণ সওয়াব বা ফায়দা। তদুপরি যে অনির্বচনীয় অপার আনন্দ লাভ হয় তা তো অন্য কোন কিছুতেই নাই যে বিষয়ে ইরশাদ হয়েছে সূরে রাহমানের ৬০ আয়াতে "হাল জিজাউল ইহসান ইল্লাল ইহসান" (ভালাইর জন্য ভালাই ছাড়া আর কি প্রতিদান থাকতে পারে)। সত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী তো শুধু সর্বজ্ঞ আল্লাহপাকই অর্থাৎ যখন যেখানে মিথ্যাচারী বা সত্য গোপনকারী অস্বীকারী ও প্রতিহতকারী দ্বারা সত্যের হেরফের কেউ করে, তখন সেখানে স্বয়ং আল্লাহই সত্যের প্রচার-প্রসার-প্রকাশ তার পছন্দনীয় কোন বান্দাকে হিদায়াত দান করে ঘটান, যা ইরশাদ হয়েছে সূরে শূরার ২৪ ও সূরে আম্বিার ১৮ আয়াতে। এ জন্যেই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও জ্ঞানদাতার নিকটই শুধু যাচঞা করা "রাব্বি জিদনি ইলমা (ত্বাহা : ১১৪) যার জন্য আল্লাহ ইরশাদ করেছেন পবিত্র কোরানে। কোরান মজিদ হেদায়াত ও রহমত এবং মহানবী (দঃ) যে রাহমতুল্লিল আলামিন তাতো পবিত্র কোরানেরই কারণে। কেননা পবিত্র অহি নাজেল হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি নবী ছিলেন না বরং হানিফ ছিলেন (স্বভাবগতভাবে সৎ ও ন্যায়বান। (কাসাস : ৮৬)। জ্ঞান ও ঈমান অবিচ্ছেদ্য (রূম ৫৬)। হেদায়াতই রাহমাত (ইউনুস : ৫৮, লুকমান : ৩) নেককার মুমিনদের জন্য। ধর্মজ্ঞান অর্জন ও পূণ্যের জন্য চেষ্টা সাধনা কিংবা পাপের বোঝা নিজেরই জন্য (আনকাবুত : ৬ ও ১২)। আখেরাতের ভালাই তো তাদের জন্য যারা দেশে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করতে বা অশান্তি সৃষ্টি করতে মোটেই চায় না (কাসাস : ৮৩)। ধনীর চেয়ে সদাসর্বদাই ধর্মজ্ঞানী বড় ও মহৎ (কারূনের ঘটনা-সূরে কাসাস : ৭৬-৮২)। দেশে কোনরূপ গোলযোগ ও অশান্তি সৃষ্টি করতে আল্লাহ পাক সাফ মানা করেছেন সূরে কাসাসের ৭৭ আয়াতের শেষাংশে। অথচ বাংলাদেশে স্বাধীনতাত্তোর সময়ে আমরা কি দেখছি? শুধু শত শত দলাদলী, কাদা ছোড়াছুড়ি, বাকবিতন্ডা, দাঙ্গা হাঙ্গামা, ক্ষমতার লড়াই ও গলাবাজী। আফসোস! উপদ্রবকারীকে আল্লাহ মোটেই ভালবাসেন না (কাসাস : ৭৭ আয়াতের শেষাংশ)। শয়তান মরদুদ তো শুধু কাফের, মুশরিক, ফাসেক, ফাজের মুনাফেক, কাজ্জাব, বেদ্বীন, গাফেল, ফাসেদ, জিনাখোর, হারামখোর, অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী, ধনলিপ্সু, অর্থ গৃধা, (Avarocopis-self aggrandising) জালেমদের উপরই চড়াও হয় (শোয়ারা : ২২১-২২৩)। সূরে শোয়ারার ২২৪ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে কবির দলকে শুধু পথহারা গোমরাহ লোকেরাই মেনে চলে। ধর্ম-জ্ঞানহীন অধার্মিক বা বক-ধামিক বা ধর্মোন্মাদ অল্পবিদ্যান তথাকথিত নেতা ও দাম্ভিক অসৎ বড়লোকদের মানতে নেই (আহযাব : ৬৮)। আমরা শুধু ওয়ারিসুল কিতাব (কোরান) ও সার্বিক (ধর্মজ্ঞানে বিজ্ঞ পূণ্যে অগ্রগামী) নায়েবে রাসুল (দঃ) যাদের সম্পর্কে বাশারত (খোশখবর) রয়েছে সূরে ফাতিরের ৩২ আয়াতে, তাদের নিকট হতেই তালিম-তরবিয়াৎ হাসেল করব যারা তদজন্য কোন ফি বা অর্থ কড়ি প্রত্যাশা করেন না যেমন ইরশাদ হয়েছে সূরে ইয়াসিনের ২১ আয়াতে যে তাদেরই অনুগত হও ও তাদের নিকট হতে তালিম ও নসিমত তলব করে যারা অপ্রত্যাশী নিঃস্বার্থ। সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা ও পবিত্র কোরান ও হাদিসের সত্যকে পৌঁছিয়ে দেয়াই কর্তব্য (ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ)। সুতরাং তারাই বরবাদ হবে যারা অমান্য করবে (আহকাফ : ৩৫)। মুমিন তো সত্যের পথেই এগিয়ে যায় (সূরে মোহাম্মদ (দঃ) ঃ ৩)। তবে কেন আমরা সত্য সম্পর্কে উদাসীন ও বিমুখ? সত্য পথ অর্থাৎ সৎপথ অবলম্বন করার পূর্বশর্ত কোরানী ও হাদিসী জ্ঞান অর্জন করা। দেখুন, পবিত্র কোরানে এ বিষয়ে কি ইরশাদ হয়েছে "আর আমাকে (মহানবী (দঃ) হুকুম দেয়া হয়েছে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) যেন আমি (মোহাম্মদ (দঃ) তাদের মুসলমান রূপে গণ্য হতে পারি। আর এই কোরান শরীফ খানা যেন আমি পড়ে শুনাই। এর পরে যে কেউ সরল, সহজ, সভ্য সনাতন পথে এসেছে সে তো নিজেরই জন্য সত্য পথ বেছে নিল। আর যদি কেউ গোমরাহ হয়, তাহলে আপনি (হে নবী) ঘোষণা করে দিন : আমি (মোহাম্মদ (দঃ) (তো মাত্র একজন সতর্ককারী (নাজির)। আরো বলুন : আলহামদুলিল্লাহ। শিগগিরই তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে তার নিদর্শনসমূহ দেখাবেন। আর তোমরা তা চিনতেও পারবে (মারেফাতে আয়াতে রাব্বি)। আপনার রব, ওরা যা যা কিছু করে যাচ্ছে সে বিষয়ে মোটেই বখবর নন (নামল : ৯১-৯২)। অনেকেই তো মারেফাতে এলাহীর (আল্লাহর পরিচিতি লাভ করে আরিফ বনা) কথা বলেন তবে ইয়াকিনতু তাওহিদ ও আসমাউল হুসনা (আল্লাহর একত্ববাদ ও তার সুন্দরতম ও পবিত্র সিফাতি নামাবলী)-এর পরিষ্কার ও সত্য সঠিক ধারণা (তাহক্বিক) ও আত্মপ্রত্যয় না থাকলে এ বিষয়ে আর কি কার্যকরী

করতে পারেন? একমাত্র কোরান শরীফেই আল্লাহ পাক তাঁর চিরসুন্দর ও নন্দিত বন্দনাযোগ্য পরিচয় প্রদান করেছেন যা পবিত্র কোরানের পূর্বেকার কোন কিতাবেই এত সামগ্রিক ও চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশ করা হয়নি। আলহামদুলিল্লাহ, আল হামিদ, সুবহানা ওয়াতায়ালা। আমার পরবর্তী গ্রন্থ "শেষ কথায়" আসমাউল হুসনার তাফসিরসহ মারেফাতে এলাহীর জ্ঞানদীপ্তির ও পরিচিতির জন্য পেশ করা হচ্ছে ইনশাআল্লাহ যাতে প্রিয় মুসলমান ভাইবোনের খালিক মালিক মাবুদ ইলাহীর নাম আল্লাহর মারেফাত সম্পর্কে সত্য দর্শন (সাবা : ৬) অন্তরদৃষ্টি (কাশফ) ও ইয়াকিন লাভ করতে সহায়ক হয়। ইসলামে মুসলমান ও আল্লাহর মধ্যে কোন মধ্যস্থ ((Intercessor) নাই বলেই স্বয়ং আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন (যুমর : ৩)। তাই চলুন সবাই সব মোনাজাত ও দোয়া (ডাক) শুধু আল্লাহর নিকটই করি যেমন ইরশাদ হয়েছে উদুনি আস্তাজিবলাকুম (আমাকে সরাসরি ডাকো, আমি (আল্লাহ) জবাব দেবো)। কোন মানুষই (পীরই হোক বা যেই হোক) আল্লাহ পাক ও তার বান্দাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করার ক্ষমতা রাখে না। জুলুম ও ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত আমাদের মধ্যে প্রকট–যা কবীরা গোনাহ (যখরুফ : ৮০)। চলুন সবাই কোরান পাককে আরো মজবুতভাবে আকড়িয়ে থাকি (যখরুফ ৪৩)। দুনিয়ার জীবন তো ধোঁকা ও মোহ বৈ নয় (হাদিদ : ২০)। পীর ও আলীমদের উচিৎ ধর্মজ্ঞান শিক্ষা দান করার জন্য অপ্রত্যাশী ও একমাত্র আত্মীয়তার সদভাব ছাড়া আর অন্য কোন উদ্দেশ্য না রাখা (শূরা : ২৩)। যদিও পবিত্র কোরআনে মোট ১১৪ সূরা নাজেল করে চূড়ান্ত বাণী বলে ঘোষণা করেছেন আল্লাহ সূরে তারিকের ১৩ আয়াতে, তবুও আল্লাহর পবিত্র কালাম লিখে শেষ করা যাবে না যদি মহাসাগরগুলকে কালি বানিয়ে লেখা হয় অথচ অনেকে এ বিষয়ে না জেনেই আন্দাজের উপর ভর করে বলেন যে আল্লাহর অসীম ও অশেষ গুণাবলী ও প্রশংসা-পবিত্রতা ((Hamd-Tasbih) যা আসলে হামদ না হয়ে সত্য ও পবিত্র কালামুল্লাহ বটে (কাহাফ : ১১০)। একমাত্র আল্লাহ পাকই হাকিম, আলীম, হামিদ, গনি, রাহমান, সুবহান কুদ্দুস ও মাবুদ-মালিক। আল্লাহ ছাড়া আর কেউই তার সমকক্ষ নয় কেননা বাকি সবই তার সৃষ্ট। আল্লাহকে চিনতে হলে তার সুন্দরতম নামাবলী (আসমাউল হুসনা) এর হাকিকাত জেনে ও বুঝে নিতেই হবে কেননা নাম গুণের পরিচায়ক আর কাউকে চিনতে হলে তাহলে তার নামই তো রয়েছে (সূরে মরিয়ম : ৬৫)। আল্লাহ আমাদিগকে তার মারেফাতের জ্ঞান হাসেল করার তাওফিক দিন, আমিন।